সুন্নাতের প্রসারিত ঝাণ্ডা : আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দলের আকীদা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ হাফেয ইব্‌ন আহমদ আল-হাকামী

অনুবাদ : জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي

ترجمة: ذاكر الله أبوالخير

أبو بكر محمد زكريا

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

[গুরুত্বপূর্ণ এ বইটির বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেন আব্দুল্লাহ ইবন সুলাইমান ইবন হুমাইদ, যা এখানে তুলে ধরা হল।]

সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র এক আল্লাহ তা‘আলার জন্য, আর সালাত ও সালাম আমাদের নবীর উপর, যার পর আর কোনো নবী নেই এবং তার সাথী, পরিবার পরিজন ও সুন্নাতের অনুসারীদের উপর।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দেয়া, রাসূল সা. এর যারা অনুসারী তাদেরই কাজ। আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহর বড় মেহেরবানী ও অনুগ্রহ হল, আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি স্থানে দা‘ঈদের নির্ধারণ করেছেন, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং অন্যায় হতে সতর্ক করে। এ সব দা‘ঈদের মধ্য হতে একজন বিশিষ্ট দা‘ঈ হলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-কার‘আবী রহ. যিনি তার পুরো জীবনটাকে দক্ষিণ সৌদি আরবের মানুষকে দাওয়াত দেয়া, শিক্ষা-দীক্ষা ও দিক নির্দেশনা দেয়ার পথে ব্যয় করেন। তার দাওয়াত ও তা‘লীম এত বেশি প্রসার লাভ করে যে, তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার সংখ্যা দুই

হাজার দুইশতে পরিণত হয়। এ সব মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্র সংখ্যা ছিল, পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি। তার হাতে গড়ে উঠেছে অনেক ছাত্র, যারা বর্তমানে দেশের বড় বড় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। যেমন, তারা বর্তমানে বিচারক, দা'ঈ, শিক্ষক, বিভিন্ন সংস্থার পরিচালক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবী। এ গুলো সবই তার ইখলাস, আন্তরিক চেষ্টা ও সরকারের সহযোগিতার ফসল। শাইখের এ সব ছাত্রদের থেকে একজন ছাত্র হলেন, "হাফেয ইব্‌ন আহমদ আল-হাকামী" যিনি এ কিতাবের লেখক।

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তিনি বিশিষ্ট আলেম শাইখ হাফেয ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আলী আল হাকামী। হাকাম ইব্‌ন সা'আদ ইব্‌ন আল আশিরার দিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যা কবীলা মুযহাজের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তিনি সালাম নামক গ্রামে ১৩৪২ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি তার পিতার সাথে আল-যাযেয় নামক গ্রামে স্থান পরিবর্তন করেন। তিনি তার মাতা-পিতার আদরে বড় হতে থাকেন। তৎকালীন সময়ের সামাজিক কালচার অনুযায়ী তিনি তার মাতা-পিতার ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদি চরাতেন। তবে হাফেয ছিলেন অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় অধিক মেধাবী। তার বয়স বার বছর

অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই ছাগল চরানো অবস্থায় কুরআনের হেফয সম্পন্ন করেন। তিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আল কার‘আবী ও তার ভাই মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ -এর সাথে তাদের গ্রামে নিকট দিয়ে যাওয়া আসা করতেন। কারণ, তার মাতা-পিতা তাকে কোন মাদরাসায় স্থানান্তর করাতে সম্মত ছিলেন না। হাফেয অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার কারণে সে সমস্ত পড়া-লেখা যা তাকে পড়ানো হতো অতি তাড়াতাড়ি বুঝতে পারতেন। এ অবস্থা চলতে থাকতে থাকতে তার পিতা ১৩৬০ হিজরিতে মারা যায়। তারপর তিনি পড়া-লেখার জন্য একেবারে অবসর হয়ে শেখ আল কার‘আবীর নিকট তার সান্নিধ্যকে নিজের জন্য বাধ্যতামুলক করেন। তিনি তার নিকট অবস্থান করে ভালোভাবে পড়া-লেখা করেন, এভাবে বিভিন্ন ধরনের কবিতা ও সাহিত্য অর্জনে সক্ষম হন। ফলে তিনি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেন, তার সম্পর্কে আল কার‘আবী বলেন, তার সময়ে ইলম অর্জন, লেখা-লেখি, শিক্ষা দেয়া ও পরিচালনায় তার কোন দৃষ্টান্ত হয় না। তাই আল কার‘আবী তার নিকট তার মেয়েকে বিবাহ দেন। তার থেকে অনেকগুলো নেক সন্তানও জন্ম লাভ করে এবং অনেক তালিবে ইলম তৈরি হয়। আর ১৩৬২ হিজরিতে আল কার‘আবী তার ছাত্র হাফেয আল হাকামীর নিকট পদ্য আকারে তাওহীদ বিষয়ে এমন একটি কিতাব লেখার কথা বলেন, যা বিশুদ্ধ আকীদার যাবতীয় বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে

এবং সালফে সালেহীনের আকীদার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। তার নির্দেশে তিনি একটি কিতাব লিখেন যার নাম أرجوزة "سلم الوصول إلى علم الأصول" এছাড়াও তিনি ফিকহ ও উসুলে ফিকহ, রাসূল সা. এর সিরাত, ইলমে ফারায়েয সহ বিভিন্ন বিষয়ে গদ্যে ও পদ্যে অনেক কিতাব লিখেন। তার লিখিত কিতাবসমূহ পনেরটির অধিক। এ সব কিতাবগুলো তিনি লিখেছেন তার অধিক ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই। তিনি তাদরীছের খেদমত, মাদরাসা পরিচালনা এবং অন্যান্য চাকুরীও করতেন। তার শেষ কর্ম ব্যস্ততা ছিল, তিনি সামেতাতে মা'হাদে ইলমী পরিচালনা করতেন। ১৩৭৭ হিজরিতে হজ করার পর যিল-হজ মাসের আঠারো তারিখে মক্কা মুকাররমায় একই সনে তিনি মারা যান। তাকে আল্লাহর পবিত্র শহর মক্কায় দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে তার সাথী সঙ্গী ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তার মৃত্যুতে তারা এমন একজন লোককে হারাল যার সমকক্ষ তখনকার দিনে আর কেউ ছিল না। তার মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকার লাভ করেছিল এবং তার ইলম দ্বারা অসংখ্য লোক উপকৃত হয়েছিল।

والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

গ্রন্থকারের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমিন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন। অত:পর যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করে, তারা তাদের রবের সাথে শরিক করে। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটি সময় নির্ধারণ করেছেন; যা তার নিজের নিকট সুনির্দিষ্ট। তারপর তোমরা সন্দেহ পোষণ করছ। আল্লাহ রাব্বুল আমীন আসমানসমূহে ও যমিনে তোমাদের গোপন বিষয়সমূহ ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি এক ও অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি। তার সমকক্ষ কেউ নেই। বরং, আসমান ও যমিনসমূহে যা কিছু আছে, সব কিছু তার অনুগত। তিনি আসমানসমূহ ও যমিনের স্রষ্টা। যখন কোন বিষয়কে করার ফায়সালা করেন, তখন তিনি বলেন, হও, তাতেই তা হয়ে যায়। আর আপনার রব যা চান ও পছন্দ করেন, তা সৃষ্টি

করেন। তাদের জন্য কোন পছন্দ নেই। তারা তার সাথে যা শরিক করে তা হতে তিনি পবিত্র ও উর্ধ্বে। তিনি যা করেন, তার সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তাদের প্রশ্ন করা হবে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সরদার ও আমাদের নবী মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তাকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এ দ্বীনকে সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলা সালাত ও সালাম পাঠ করুন তার উপর, তার পরিবার-পরিজন, সাথী-সঙ্গীদের উপরও, যারা সত্য দ্বারা ফায়সালা করেন এবং সত্য দ্বারা বিচার করেন এবং তাদের অনুসারীদের উপর যারা সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হন না এবং সুন্নাত থেকে ফিরে থাকে না। বরং সুন্নাতকেই তারা অনুসরণ করেন এবং সুন্নাতকেই আঁকড়ে ধরেন। সুন্নাতের ভিত্তিতেই তারা বন্ধুত্ব করেন এবং শত্রুতা করেন। আর সুন্নাতের নিকটেই তারা অবস্থান করেন। সুন্নাত থেকে তারা প্রতিহত করেন এবং সুন্নাতের সামনে পাহাড়ের মত অটল হয়ে প্রতিরোধ করতে দাঁড়ান। আর তাদের উপরও যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের পথে চলে।

তারপর, এটি একটি মহা উপকারী ও ফায়েদা বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত কিতাব, যাতে দ্বীনের মূলনীতি ও জরুরী বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা যে বিষয়গুলো নিয়ে নবী রাসূলদের প্রেরণ করেন এবং কিতাবসমূহ নাযিল করেন অর্থাৎ তাওহীদের মূলনীতিগুলোর আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। এ কিতাবে এমন বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো ছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য অপর কিছু মানার মধ্যে মুক্তি লাভের সুযোগ নেই। এ কিতাব সত্যের পথে চলার প্রতি পথ দেখায়, সুস্পষ্ট হকের দিকে মানুষকে আহ্বান করে। এ কিতাবে আমি ব্যাখ্যা করেছি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দ্বীনের বৈশিষ্ট্য এবং যেগুলো একজন মানুষকে সম্পূর্ণরূপে দ্বীন থেকে বের করে দেয় অথবা দ্বীনের পূর্ণতা পরিপন্থী হয় সে সব বিষয়াদি। এ কিতাবে প্রতিটি মাসআলাকে কুরআন ও হাদিসের দলীল প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি, যাতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, বাস্তবতা প্রকাশ পায় এবং হেদায়েতের পথ উন্মুক্ত হয়। কিতাবটিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মাযহাবের উপর সীমাবদ্ধ রেখেছি, প্রবৃত্তি পূজারী ও বিদ‘আতপন্থীদের মতামত ও মাযহাবকে পরিহার করেছি। কারণ, তাদের কথা শুধু প্রত্যাখ্যান করা ও প্রত্যোত্তর করার জন্যই বর্ণিত হয়ে থাকে এবং তার উপর সুন্নাতের তীর নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আহলে বাতিলদের মতামতকে খণ্ডন

করার জন্য বড় বড় ইমামগণ নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন এবং তাদেরকে প্রতিরোধ ও তাদের মতামতের পরিধি নির্ধারণ করার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। যদিও কোনো বস্তু জানা গেলে এমনিতেই তার বিপরীত বস্তুটি চেনা যায় এবং সেটার নিয়মনীতি জানা হলে বিপরীতটি এমনিতেই বের হয়ে যায়। (তারপরও এ কিতাবে বাতিলপন্থীদের কোন মতামত তুলে ধরা হয় নি) কারণ, যখন সূর্য যখন উদয় হবে, তখন দিনকে প্রমাণ দিয়ে বুঝাতে হয় না। অনুরূপভাবে যখন হক স্পষ্ট হয় এবং পরিষ্কার হয়, তখন এরপর শুধু গোমরাহি ও বাতিলই বাকী থাকে।

আর আমি এ কিতাবটিকে প্রশ্নের আকারে সাজিয়েছি; যাতে জ্ঞান অন্বেষণকারী ‘তালিবে ইলম’গণ অধিক জাগ্রত এবং সতর্ক বা সাবধান হয়। প্রশ্নের পর উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে বিষয় সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় এবং কোনো প্রকার অস্পষ্টতা না থাকে। আর আমি এ কিতাবে নাম রেখেছি—

"أعلام السنة المنشورة، لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة"

“...”

আল্লাহর নিকট আমাদের কামনা আল্লাহ্ তা'আলা যেন এ কিতাবটিকে তার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম বানান এবং তিনি যেন আমরা যা জানলাম তার দ্বারা আমাদের উপকার করেন আর আমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দেন যা আমাদের উপকারে আসবে। তিনি অবশ্যই প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতা রাখেন। তিনি তার বান্দাদের বিষয়ে মেহেরবান। আমাদের তার দিকেই ফিরতে হবে এবং তার প্রতিই আমাদের প্রত্যাবর্তন। তিনি আমাদের উত্তম অভিভাবক এবং কতই ভালো সাহায্যকারী।

বান্দার উপর সর্ব প্রথম ওয়াজিব

প্রশ্ন: বান্দার উপর সর্ব প্রথম ওয়াজিব কী?

উত্তর: বান্দার উপর প্রথম ওয়াজিব হল, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের যে কাজের জন্য সৃষ্টি করছেন, যার ভিত্তিতে তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি তিনি নিয়েছেন, যে বিষয়টি নিয়ে নবী ও রাসূলদের তাদের নিকট প্রেরণ করছেন, যে বিষয়টির দাওয়াত নিয়ে তিনি তার কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন, যে কারণে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, যাকে কেন্দ্র করেই কেয়ামত কায়েম হবে, আসমান ও যমীন চুর্ণ-বিচুর্ণ হবে, মীযান স্থাপন করা হবে, আমল নামা দেয়া হবে এবং কে সৌভাগ্যবান আর কে বিপথগামী তা নির্ধারণ করা হবে, তা জানা। এরই ভিত্তিতে নূরকে বন্টন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ۝٤٠ ﴾ [النور: ٤٠]

“আর আল্লাহ যাকে নূর দেন না তার জন্য কোনো নূর নেই”। [সূরা নূর, আয়াত: ৪০]

যে কারণে আল্লাহ তা‘আলা মখলুককে সৃষ্টি করেছেন

প্রশ্ন: আল্লাহ তা‘আলা যে কারণে মখলুককে সৃষ্টি করেছেন, সে কারণটি কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা যে কারণে মখলুককে সৃষ্টি করেছেন, সে কারণটি সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لَٰعِبِينَ ۝٣٨ مَا خَلَقۡنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ۝٣٩ ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩]

আর আমি আসমানসমূহ, যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দু’টোকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। [সূরা দুখান, আয়াত: ৩৮, ৩৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا بَٰطِلٗاۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ٢٧ ﴾ [ص: ٢٧]

“আর আসমান, যমীন এবং এ দু’য়ের মধ্যে যা আছে তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা, সুতরাং, কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ”। [সূরা সাদ, আয়াত: ২৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢ ﴾ [الجاثية: ٢٢]

“আর আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সে যা উপার্জন করেছে তদনুযায়ী প্রতিদানপ্রাপ্ত হয়, আর তারা সামান্যতমও যুলমের শিকার না হয়”। [সূরা জাসিয়া, আয়াত: ২২]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে”। [সূরা জারিয়াত, আয়াত: ৫৬] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

বান্দার পরিচয়

প্রশ্ন: বান্দার পরিচয় কী?

উত্তর: ‘আবদ’ বা বান্দা শব্দ দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় ‘মু‘আব্বাদ’ বা অনুগত ও অধীন, তাহলে আমরা বলতে পারি, আবদ শব্দটি ব্যাপক, এ অর্থে সমগ্র মখলুকাত ‘আবদ’ শব্দের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সমগ্র মখলুকাত আল্লাহর বান্দা বা আবদ। ঊর্ধ্ব জগত- আসমান- ও নিম্ন জগতে- যমীনে- যত ধরণের মাখলুক আছে- জ্ঞানী বা জ্ঞানহীন, তাজা বা শুষ্ক, নড়াচড়াকারী বা স্থবির, (জীব বা জড়), প্রকাশ্য বা গোপন, মুমিন বা কাফের, অসৎ বা সৎ এ গুলো সবই আল্লাহর মাখলুক এবং আল্লাহর অধীন। এরা সবাই আল্লাহর আদেশের অনুগত এবং তার পরিচালনায় পরিচালিত। এগুলো সবের নির্দিষ্ট একটি নিয়ম-নীতি রয়েছে, যেখানে তাদেরকে থেমে যেতে হয় এবং সীমানা আছে যেটা তার শেষ গন্তব্য বিবেচিত হয়। প্রতিটি মাখলুককে তার জন্য নির্ধারিত সময়ের আওতার

মধ্যে চলতে হয়। কোন বান্দা তার জন্য নির্ধারিত গণ্ডি হতে এক চুলও এদিক সেদিক হতে পারে না।

আর যদি 'আবদ' বা বান্দা শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ইবাদতকারী, মহব্বত-কারী, আনুগত্যকারী, তখন এ শব্দটি কেবল মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তখন তারা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা এর সম্মানিত বান্দাগণ, তার বন্ধুগণ ও মুত্তাকীগণ; যাদের কোন ভয় নেই এবং তারা কোন প্রকার চিন্তিতও নয়।

ইবাদতের সংজ্ঞা

প্রশ্ন: ইবাদতের সংজ্ঞা কী?

উত্তর: 'ইবাদত' শব্দটি একটি ব্যাপক নাম। প্রকাশ্য বা গোপনীয় যে সব কথা ও কর্মকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাকে ইবাদত বলা হয়। পক্ষান্তরে যে সব কথা ও কর্ম এর সাথে সাংঘর্ষিক ও পরিপন্থী হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাতে খুশি হন না, নারাজ হন, তা থেকে বিরত থাকাকে ইবাদত বলে।

আমল কখন ইবাদত বলে গণ্য হয়

প্রশ্ন: আমল কখন ইবাদত বলে গণ্য হয়?

উত্তর: আমলের মধ্যে যখন দুটি জিনিস পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যাবে, তখন আমল ইবাদত বলে গণ্য হবে। দুটি জিনিস হল, পরিপূর্ণ

আনুগত্যের সাথে আমল করা ও পরিপূর্ণ মহব্বতের সাথে আমল করা। আল্লাহ তা‘আলা উভয়টিকে এ আয়াতে একত্র করে বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

“আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালবাসায় দৃঢ়তর”। [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ خَشۡيَةِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ ٥٧ ﴾ [المؤمنون: ٥٧]

“নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত”। [সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৫৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ٩٠ ﴾ [الانبياء: ٩٠]

“নিশ্চয় তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী”। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯০]

আল্লাহকে মহব্বত করার আলামত

প্রশ্ন: বান্দা যে আল্লাহকে মহব্বত করে ও ভালোবাসে, তার আলামত কী?

উত্তর: আল্লাহকে মহব্বত করার আলামত হল, আল্লাহ যে সব বস্তুকে মহব্বত করেন, তাকে মহব্বত করা, আর যে সব বস্তুকে আল্লাহ তা‘আলা ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করা। সুতরাং যে বান্দা আল্লাহকে মহব্বত করে, সে আল্লাহর আদেশসমূহ যথাযথ পালন করবে এবং তার নিষেধসমূহ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে, তার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে এবং তার দুশমনদের বিরোধিতা করবে। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, ঈমানের সর্বাধিক মজবুত রশি হল, আল্লাহর জন্য মহব্বত করা ও আল্লাহর জন্য দুশমনি করা।

আল্লাহ যা মহব্বত এবং পছন্দ করেন বান্দার পক্ষে তা জানার পদ্ধতি

প্রশ্ন: আল্লাহ তা‘আলা যা মহব্বত করেন এবং পছন্দ করেন, বান্দা তা কীভাবে জানবে?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা রাসূলদের প্রেরণ করা এবং কিতাব নাযিল করার মাধ্যমে যা মহব্বত করেন এবং পছন্দ করেন তার আদেশ প্রদান এবং যা অপছন্দ ও অস্বীকার করেন তা থেকে নিষেধ করার বিষয়টি বান্দা জানতে পারে। রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করার মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তাঁর পরিপূর্ণ হিকমত সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ ﴾ [النساء: ١٦٥]

“আর (পাঠিয়েছি) রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে”। [সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝٣١ ﴾ [ال عمران: ٣١]

বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

ইবাদতের শর্তসমূহ

প্রশ্ন: ইবাদতের শর্তসমূহ কী?

উত্তর: ইবাদতের শর্ত তিনটি:

এক- সত্য-সঠিক দৃঢ়তা বা প্রত্যয় থাকা। আর এ শর্তটি হল, ইবাদত অস্তিত্বে আসার জন্য পূর্বশর্ত।

দুই: নিয়ত খাঁটি হওয়া।

তিন: আল্লাহ তা'আলা যে শরিয়ত অনুসারে চলার নির্দেশ দিয়েছেন এমনভাবে তার মোতাবেক হওয়া যে এর বাইরে অন্য কোনো পদ্ধতির অনুগত না হওয়া। শেষোক্ত এ দুটি হল, ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত।

সঠিক প্রত্যয়

প্রশ্ন: সঠিক প্রত্যয় কী?

উত্তর: অলসতা ও শৈথিল্য পরিহার করা এবং কথা ও কাজে মিল রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٣ ﴾ [الصف: ٢، ٣]

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়।’

খাঁটি নিয়তের অর্থ

প্রশ্ন: খাঁটি নিয়ত অর্থ কী?

উত্তর: একজন বান্দা তার প্রকাশ্যে হোক বা গোপনীয় যাবতীয় কথা ও কর্ম দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার নামই খাঁটি নিয়ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ٥ ﴾ [البينة: ٥]

“আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে”। [সূরা আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ ١٩ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٢٠ ﴾ [الليل: ١٩، ٢٠]

“আর তার প্রতি কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে। কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়”। [সূরা আল-লাইল, আয়াত: ১৯, ২০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا ٩ ﴾ [الانسان: ٩]

“আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না”। [সূরা ইনসান, আয়াত: ৯]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نَزِدۡ لَهُۥ فِي حَرۡثِهِۦۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّنۡيَا نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ٢٠ ﴾ [الشورى: ٢٠].

“যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না”। [সূরা শূরা, আয়াত: ২০]

একমাত্র যে শরিয়তের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন

প্রশ্ন: একমাত্র যে শরিয়তের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা কোনটি?

উত্তর: একমাত্র যে শরিয়তের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে, দ্বীনে হানিফ— ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম এর দ্বীন ও মিল্লাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾ [ال عمران: ١٩]

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯] মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ أَفَغَيۡرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبۡغُونَ وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ ٨٣ ﴾ [ال عمران: ٨٣]

"তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৩]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ ﴾ [البقرة: ١٣٠]

“আর যে নিজকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া কে ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে বিমুখ হতে পারে”? [সূরা বাকারা আয়াত: ১৩] আরও বলেন,

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ [ال عمران: ٨٥]

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫] আরও বলেন,

﴿ أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ﴾ [الشورى: ٢١]

“তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি”?

দ্বীন ইসলামের স্তর

প্রশ্ন: দ্বীন ইসলামের স্তর কয়টি?

উত্তর: তিনটি। ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। এ তিনটির মধ্যে যদি শুধু কোনো একটির উল্লেখ করা হয়, তখন তাতে পরিপূর্ণ দীন অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ইসলামের সংজ্ঞা

প্রশ্ন: ইসলামের সংজ্ঞা কী?

উত্তর: তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর পরিপূর্ণ বশীভূত থাকা এবং শির্ক হতে মুক্ত থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ ﴾ [النساء: ١٢٥]

"তার চেয়ে দ্বীনে আর কে উত্তম, যে আল্লাহ্‌র নিকট *আত্মসমর্পণ* করে?"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৫] আরও বলেন,

﴿ ۞وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٢٢ ﴾ [لقمان: ٢٢]

"আর যে ব্যক্তি 'ইহসান' তথা রাসূলের অনুসরণ সহকারে আল্লাহর কাছে নিজকে *সমর্পণ* করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম তো আল্লাহরই কাছে"। [সূরা লোকমান, আয়াত: ২২] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ فَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ فَلَهُۥٓ أَسۡلِمُواْۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُخۡبِتِينَ ٣٤ ﴾ [الحج: ٣٤]

"তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ; অতএব তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও"। [সূরা আল হজ, আয়াত: ৩৪]

শুধু ইসলাম শব্দটি ব্যবহার করলে পরিপূর্ণ দ্বীনকে শামিল করার প্রমাণ

প্রশ্ন: শুধু ইসলাম শব্দটি ব্যবহার করলে পরিপূর্ণ দ্বীনকে শামিল হয়– এর প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ »

“ইসলাম অসহায় অবস্থায় শুরু হয়েছে এবং যেভাবে শুরু হয়েছে, সেভাবেই তা ফিরে যাবে”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« أفضل الإسلام إيمان بالله »

“সর্বোত্তম ইসলাম হল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা।”[2] এছাড়াও আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে।

---

[1] সহীহ মুসলিম: ১৪৫।

[2] দেখুন: মুসনাদ আহমাদ (১/১১৪)।

পাঁচটি স্তম্ভ দ্বারা ইসলামের সংজ্ঞা দেয়া

প্রশ্ন: পাঁচটি স্তম্ভ দ্বারা ইসলামের বিস্তারিত সংজ্ঞা দেয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: হাদিসে-জিবরাইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেন তা-ই এর প্রমাণ। তিনি বলেন,

«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا »

“““ইসলাম হল, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকারের ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করা; যাকাত আদায় করা; রমযানের রোযা রাখা এবং বায়তুল্লাহর হজ করা, যদি তোমার দ্বারা তা করা সম্ভব হয়।”[3] অনুরূপভাবে রাসূলের নিম্নের বাণীও এর প্রমাণ:

[3] বুখারী: ৫০, মুসলিম: ৮।

« بني الإسلام على خمس »

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর...” অতঃপর তিনি এগুলোই উল্লেখ করেন, তবে তিনি (এ হাদীসে) হজ্জকে রমযানের রোযার পূর্বে উল্লেখ করেন।[4] হাদিস দুটি বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত।

দ্বীনে শাহাদাত দুটির স্থান

প্রশ্ন: দ্বীনের মধ্যে শাহাদাত বা সাক্ষ্য দুটির স্থান কী?

উত্তর: এ দুটি শাহাদাত ব্যতীত কোনো বান্দা দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴾ [النور: ٦٢]

“নিশ্চয় মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৯] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله »

---

[4] বুখারী: ৪৫১৪, মুসলিম: ১৬।

“আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল।”[5] এ ছাড়াও আরও অনেক দলীল রয়েছে।

আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই– এ সাক্ষ্যের প্রমাণ

প্রশ্ন: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই– এ সাক্ষ্যের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা এর বাণী:

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٨ ﴾ [ال عمران: ١٨]

“আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

---

[5] বুখারী: ২৫।

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]

“অতএব, জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: **১৯**] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ ﴾ [المؤمنون: ٩١]

“আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই।” [সূরা মুমিনুন, আয়াত: **৯১**] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٞ كَمَا يَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا ۝٤٢﴾ [الاسراء: ٤٢]

বল, ‘তাঁর সাথে যদি আরও উপাস্য থাকত, যেমন তারা বলে, তবে তারা আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছার পথ তালাশ করত।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৪২] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই এ সাক্ষ্যের অর্থ

প্রশ্ন: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই এ সাক্ষ্যের অর্থ কী?

উত্তর: আল্লাহ ছাড়া যত কিছু আছে, সেগুলোর কারও কোনো ইবাদত পাওয়ার অধিকার অস্বীকার করা এবং সমগ্র ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা; ইবাদতে তাঁর সাথে কোনো শরিক নেই, যেমন তাঁর রাজত্বে কোনো শরিক নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٦٢ ﴾ [الحج: ٦٢]

“আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান”। [সূরা আল হজ, আয়াত: ৬২]

আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই এ সাক্ষ্যের শর্তসমূহ

প্রশ্ন: আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এ সাক্ষ্যের শর্তসমূহ কী, যেগুলো কোনো বান্দার মধ্যে একত্র না হলে শুধু মুখে সাক্ষ্য দেয়া দ্বারা কোন লাভ হবে না?

উত্তর: এ শাহাদাতের শর্তসমূহ সাতটি:

এক: এর অর্থ কী তা জানা; না-বাচক অর্থ ও হ্যাঁ-বাচক অর্থ উভয়টি জানতে হবে।

দুই: একে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

তিন: একে প্রকাশ্য ও গোপনে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়া।

চার: একে কবুল বা গ্রহণ করে নেয়া; যাতে করে এর কোনো কর্তব্য ও চাহিদাকে প্রত্যাখ্যান করা না হয়।

পাঁচ: এতে নিষ্ঠা বা ইখলাস থাকা।

ছয়: এটিকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সত্যায়ন করা, শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয়।

সাত: একে মহব্বত করা এবং যারা এতে বিশ্বাসী তাদের মহব্বত করা, এর জন্যই কারো সাথে বন্ধুত্ব করা ও এর কারণেই কারো সাথে শত্রুতা করা।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর ‘অর্থ জানা’ শর্ত হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন ও হাদিস থেকে লা ‘ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র ‘অর্থ জানা’ শর্ত হওয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: এর প্রমাণ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾ [الزخرف: ٨٦]

“তবে তারা ছাড়া যারা *জেনে, সত্যের সাক্ষ্য* দেয়”। [সূরা আয-যুখরফ, আয়াত: ৮৬] ‘সত্যের সাক্ষ্য’ হচ্ছে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য, আর ‘জানার’ অর্থ তারা মুখে যা বলে তার অর্থ অন্তর দিয়ে জানে।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী, যাতে তিনি বলেন,

«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ».

““যে ব্যক্তি মারা গেল, আর সে জানত আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে”[6]।

[6] মুসলিম, হাদীস নং ২৬।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখা শর্ত তার প্রমাণ

প্রশ্ন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখা শর্ত—কুরআন ও হাদিস থেকে এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী:

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ١٥ ﴾ [الحجرات: ١٥]

“মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করে নি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ”। [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৯]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة »

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল’। এ দুটি কালেমার সাথে কোনো

প্রকার সন্দেহ পোষণ না করে যে বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”[7]।

অনুরূপভাবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন,

« من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة » كلاهما في الصحيح .

“তুমি এ প্রাচীরের অপর পাশে যাকে পাও সে অন্তর থেকে এ কথার সাক্ষ্য দেয়, তাকে তুমি জান্নাতে সু সংবাদ দাও”[8]। হাদিস দুটি সহীহ গ্রন্থে রয়েছে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ‘পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়া’ শর্ত হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন ও সুন্নাহ হতে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়া শর্ত হওয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ ﴾ [لقمان: ٢٢]

---

7 মুসলিম : ২৭।

8 মুসলিম: ৩১।

“আর যে ব্যক্তি ইহসান তথা রাসূলের অনুসরণ সহকারে আল্লাহর কাছে নিজকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে। [সূরা লোকমান, আয়াত: ২২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ».

“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তার অনুগামী হয়”[9]।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ‘অর্থ কবুল করা’ শর্ত হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ কবুল করা যে শর্ত, এর প্রমাণ কী?

উত্তর: যারা এ কালেমাকে কবুল করবে না তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٢٢ ﴾ [الصافات: ٢٢]

[9] হাদীসটি সনদ সহকারে ইমাম হাসান ইবন সুফিয়ান ও ইমাম বাগভী শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও কোনো কোনো মুহাক্কিক সেটিকে হাসান বলেছেন। [সম্পাদক]

(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) ‘একত্র কর যালিম ও তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে এবং যাদের ইবাদাত তারা করত তাদেরকে। [সূরা সাফফাত, আয়াত: ২২]

﴿ إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونِۭ ٣٦ ﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦]

“তাদেরকে যখন বলা হত, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই’, তখন নিশ্চয় তারা অহংকার করত। আর বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেব”? [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৫, ৩৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ،ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ».

“আল্লাহ যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে আমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত হল এমন প্রবল বৃষ্টির মত, যা জমিনে পতিত হয়েছে। কোনো কোনো ভূমি থাকে উত্তম, যা বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে তা থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা ও সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোনো কোনো ভূমি থাকে অনুর্বর ও কঠিন, যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তা দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন; তারা তা থেকে নিজেরা পান করে, পশুকে পান করায় এবং চাষাবাদ করে। আর কোনো কোনো ভূমি আছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল— তা না কোনো পানি আটকে রাখে, না কোনো ফসল উৎপাদন করে। প্রথমটি হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছে তা থেকে উপকার লাভ করে; ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর অপরটি সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত— যে সেদিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং যে হেদায়েত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছে তা গ্রহণও করে না”[10]।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জন্য ‘ইখলাস’ শর্ত হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জন্য ‘ইখলাস’ শর্ত হওয়ার প্রমাণ কী?

---

[10] বুখারী, হাদীস নং ৭৯ ; মুসলিম: ২২৮২।

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ ﴾ [الزمر: ٣]

“জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য”। [সূরা যুমার, আয়াত: ৩] আল্লাহ আরও বলেন,

﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢﴾ [الزمر: ٢]

“অতএব আপনি আল্লাহর ‘ইবাদাত করুন তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে”। [সূরা যুমার, আয়াত: ২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه»

“আমার সুপারিশ লাভে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি; যে অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে”[11]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبغي بذلك وجه الله »

[11] বুখারী, হাদীস নং ৯৯।

“আল্লাহ তা‘আলা সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের উপর হারাম করেছেন যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে”[12]।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে ‘সত্যায়ণ করা’ শর্ত হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে সত্যায়ণ করা বা সত্যভাবে বলা ‘শর্ত’ হওয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ الٓمٓ ١ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ٢ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ٣﴾ [العنكبوت: ١-٣]

“আলিফ-লাম-মীম, মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী”। [সূরা আল-আনকাবূত: ১-৩]

---

[12] বুখারী, হাদীস নং ৪২৫; মুসলিম: ৩৩।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار »

“যে কোন ব্যক্তি অন্তরের সততাসহ এ কথার সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দিবেন”[13]।

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বেদুঈন লোকটিকে ইসলামী শরিয়তের বিধান শিক্ষা দেন, সে লোকটি শিক্ষা লাভ করার পর এক পর্যায়ে এসে বলে, আমি এর উপর আর কিছু বাড়াবো না এবং কমাবোও না। তার কথা শোনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

« أفلح إن صدق »

“লোকটি সফলকাম হবে, যদি সে সত্য বলে থাকে”।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর জন্য মহব্বত শর্ত হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র মধ্যে মহব্বত শর্ত হওয়ার জন্য

[13] বুখারী, হাদীস নং ১২৮; মুসলিম: ৩২।

কুরআন ও সুন্নাহের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ ﴾ [المائدة: ٥٤]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে”। [সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»

“তিনটি জিনিস যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে এ তিনটি দ্বারা ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। আল্লাহ ও তার রাসূল তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে; আর কুফরি হতে নাজাত লাভের পর তাতে ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করবে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে

অপছন্দ করে”[14]।

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও তার জন্য শত্রুতার প্রমাণ

প্রশ্ন: আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও তার জন্য শত্রুতা করার প্রমাণ কী?

উত্তর: মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمۡ يَقُولُونَ نَخۡشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٞۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرٖ مِّنۡ عِندِهِۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَٰدِمِينَ ۝٥٢ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُواْ خَٰسِرِينَ ۝٥٣ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ۝٥٤ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ۝٥٥ ﴾ [المائدة: ٥١-٥٥]

---

[14] বুখারী, ১৬, ২১, ৬৯৪১; মুসলিম: ৪৩।

“হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না। সুতরাং যাদের অন্তরে অসুখ রয়েছে আপনি তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি ওদের সাথে মিলিত হতে দেখবেন এ বলে, ‘আমরা আশংকা করছি যে, কোন বিপদ আমাদের আক্রান্ত করবে।’ অতঃপর হয়ত আল্লাহ্ বিজয় বা তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সে জন্য লজ্জিত হবে। আর মুমিনগণ বলবে, ‘এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের সংগেই আছে?’ তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়েছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে

ইচ্ছে তাকে তিনি তা দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে। [সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫৫] আল্লাহ আরও বলেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾ [التوبة: ٢٣]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ২৩] আল্লাহ্ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

“আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে এমন জাতিকে আপনি

পাবেন না এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে।” [সূরা মুজাদালাহ, আয়াত: ২২] আল্লাহ্ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ [الممتحنة: ١]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না...”। [সূরা মুমতাহিনাহ, আয়াত: ১ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত] এছাড়াও অন্যান্য অনেক আয়াত রয়েছে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল— এ সাক্ষ্যের প্রমাণ

প্রশ্ন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল— এ সাক্ষ্যের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা এর বাণী:

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ

مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ [ال عمران: ١٦٤]

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ [التوبة: ١٢٨]

“নিশ্চয় তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১২৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ ١ ﴾ [المنافقون: ١]

“আল্লাহ জানেন: নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল”। [সূরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত: ১]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল— এ সাক্ষ্যের অর্থ

প্রশ্ন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ কী?

উত্তর: মুখের উচ্চারণ অনুযায়ী অন্তরের গহীন থেকেও অনুরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করা যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীন ও ইনসান সবার নিকট আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ٤٦ ﴾ [الاحزاب: ٤٥، ٤٦]

“হে নবী আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে”। [সূরা আহযাব

আয়াত: ৪৫, ৪৬] সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীতের যে সব কাহিনী সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে যে সব সংবাদ দিয়েছেন, তা পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে। যে হালালকে হালাল বলে এবং হারামকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন তা এবং তিনি যে সব বিষয়ে আদেশ করেছেন, সে সব বিষয়ে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও মান্য করতে হবে। আর যে সব বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। গোপনে ও প্রকাশ্যে তার সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত হয়ে ও সন্তুষ্ট চিত্তে তার আনিত শরীয়তে অনুকরণ ও সুন্নাতের পাবন্দী করতে হবে। তার আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্য এবং তার নাফরমানি করা আল্লাহর নাফরমানি। কারণ, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে তার পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্বশীল। তার দ্বারা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করা ও স্পষ্টভাবে দ্বীনকে মানুষের নিকট পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যু দেন নি। তিনি তার উম্মতকে এমন সু-স্পষ্ট দলীল প্রমাণের উপর রেখে যান যে সেখানে রাত ও দিনের মত সুস্পষ্ট। যে ধ্বংস হতে চায় সে ব্যতীত কেউ এখানে পথভ্রষ্ট হয় না। এ বিষয়ে আরও কিছু মাস'আলা রয়েছে, যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ আসবে।

'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল' এ

সাক্ষ্যের শর্তসমূহ; আর এ সাক্ষ্য ব্যতীত শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে?

প্রশ্ন: 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল' এ সাক্ষ্যের শর্তসমূহ কী? আর এ কথার সাক্ষ্য দেয়া ছাড়া প্রথম সাক্ষ্য (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য) দেয়া গ্রহণযোগ্য হবে কী?

উত্তর: আমরা পূর্বে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি, কোন বান্দা এ দু'টি সাক্ষ্য দেয়া ছাড়া দ্বীনে প্রবেশ করবে না। এ দুটি সাক্ষ্য একটি অপরটির জন্য আবশ্যকীয়। সুতরাং প্রথম সাক্ষ্যের জন্য যেগুলো শর্ত, সেগুলো দ্বিতীয় সাক্ষ্যর জন্যও অবধারিত শর্ত।

সালাত ও যাকাতের প্রমাণ

প্রশ্ন: সালাত ও যাকাতের প্রমাণ কী?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥﴾ [التوبة: ٥]

"তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। [সূরা তাওবাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ﴾ [التوبة:١١]

“অতএব যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই”। [সূরা তাওবা, আয়াত: ১১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ ٥ ﴾ [البينة: ٥]

“আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়”। [সূরা আল-বাইয়েনাহ, আয়াত:৫]

রোযার প্রমাণ

প্রশ্ন: রোযা ফরয হওয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“যার নিকট রমজান মাস উপস্থিত হয়, সে যেন রোজা রাখে” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] এবং বেদুঈনের হাদিসে লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে আল্লাহ তা‘আলা আমার উপর যে রোযা রাখা ফরয করেছেন, তা কী জানিয়ে দিন। তার কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন,

« شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا »

“রমজানের রোজা রাখা। তবে যদি তুমি নফল রোজা রাখ তা

ভিন্ন কথা”

হজ ফরয হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: হজ ফরয হওয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ ١٩٦ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

আর তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও ওমরাকে পূর্ণ কর। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [ال عمران: ٩٧]

এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن الله تعالى كتب عليكم الحج»

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হজকে ফরয করেছেন"[15]। যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হাদিসে জিবরীল পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে, তাতে হজ ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে অপর একটি হাদিস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« بني الإسلام على خمس»

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর তার মধ্যে একটি ভিত্তি হল, যার সামর্থ্য আছে তার জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা। এ ছাড়াও হজ ফরয হওয়ার উপর আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

ইসলামের রুকনসমূহের কোনো একটি রুকন অস্বীকার করার বিধান

প্রশ্ন: ইসলামের রুকনসমূহের কোনো একটি রুকন অস্বীকার করা অথবা স্বীকার করার পর অহংকারবশত না মানার বিধান কী?

উত্তর: তাকে কাফির হিসেবে হত্যা করা হবে; ফের'আউন, ইবলিস

---

[15] মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৭।

প্রভৃতি অন্যান্য অস্বীকারকারী অহংকারী কাফিরদের মতোই।

ইসলামের রোকনসমূহ স্বীকার করার পর অলসতা বা ব্যাখ্যার অজুহাত দিয়ে তা পরিত্যাগ করার বিধান

প্রশ্ন: ইসলামের রুকনসমূহ স্বীকার করার পর যদি কোনো প্রকার অলসতা বা ব্যাখ্যার অজুহাত দিয়ে কেউ তা পরিত্যাগ করে, তবে তার বিধান কী?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি উল্লেখিত কারণে সালাত সময়ের মধ্যে আদায় না করে, তবে তার বিধান হলো— তাকে তাওবা করতে বলা হবে; তাওবা না করলেহদ্ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ ﴾ [التوبة: ٥]

“তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।”। [সূরা তাওবাহ, আয়াত: ৫]

হাদিসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

"আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া হক কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সালাত কায়েম করে আর যাকাত প্রদান করে। যখন তারা তা করবে, তখন আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করবে; যদি-না ইসলামের কোনো হকের কারণে তা নিতে হয়। আর তাদের হিসাব তো আল্লাহ্‌র উপর"[16]।

আর যদি কোনো ব্যক্তি যাকাত প্রদানকে অস্বীকার করে, যদি অস্বীকারকারী এমন লোক হয়, যার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নেই, তাহলে ইমাম বা শাসক তার নিকট থেকে জোর করে যাকাত আদায় করে নেবেন এবং শাস্তি হিসেবে তার সম্পদ হতে কিছু অংশ বেশি নিয়ে নেবেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[16] বুখারী, হাদীস নং ২৫; মুসলিম, হাদীস নং ২০।

« ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها » الحديث

“আর যে যাকাত দেয়াকে অস্বীকার করে, আমি তার থেকে জোরপূর্বক আদায় করব, সাথে সাথে তার সম্পদের অর্ধেক অংশ বেশি আদায় করব”[17]।

আর যদি অস্বীকারকারী একাধিক বা কোন জামাত হয় এবং তারা শক্তিশালী হয়, তাহলে ইমামের উপর যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। এর প্রমাণ, উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস। তাছাড়া আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খেলাফত আমলে এবং অন্যান্য সাহাবীরা যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া সম্পর্কে দুনিয়াতে কোনো শাস্তি দিতে হবে, এমন কোন কথা কুরআন বা হাদিসে উল্লেখ নেই। তবে কোনো ব্যক্তি রোযা রাখা ছেড়ে দিলে ইমাম অথবা তার প্রতিনিধি তাকে এমন শিক্ষা দিতে পারবে, যা তার জন্য এবং তার মতো যারা রোযা রাখা ছেড়ে দেয় তাদের জন্য বিশেষ সতর্ক বার্তা হয়ে থাকে।

---

[17] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৭৫; নাসাঈ, হাদীস নং ২২৯২। হাদীসটি হাসান।

আর হজ করা বান্দার উপর তার জীবনে যে কোন সময় আদায় করা ফরয। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া হজ করার সময় শেষ হয় না। তবে হজ ফরয হওয়ার পর তাড়াতাড়ি হজ করা ওয়াজিব। যারা হজ করতে দেরি করে তাদের সম্পর্কে হাদিসে আখিরাতে শাস্তির হুমকির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দুনিয়াতে তাদের সম্পর্কে বিশেষ কোনো শাস্তির কথা হাদিস ও কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি।

ঈমানের পরিচয়

প্রশ্ন: ঈমান কী?

উত্তর: ঈমান কথা ও কাজের নাম; অন্তর ও জিহ্বার কথা এবং অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। ঈমান আল্লাহর ইবাদত করার কারণে বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর নাফরমানির কারণে কমে যায়। আর ঈমানদাররা ঈমানের ক্ষেত্রে একে অপরের উপর মর্যাদা লাভ করে এবং প্রাধান্য পায়।

ঈমান কথা ও কাজের নাম— এ কথার প্রমাণ

প্রশ্ন: ঈমান যে কথা ও কাজের নাম, তার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ ﴾ [الحجرات: ٧]

“কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন”। [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴾ [التغابن: ٨]

“অতপর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন” [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ৭]

এটি দুই শাহাদাতের অর্থও; যে দুটি শাহাদাত ছাড়া কোনো বান্দা দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এ দুটি শাহাদাত বিশ্বাসের দিক বিবেচনায় অন্তরের কাজ আর মুখে বলার দিক বিবেচনায় মুখের কাজ। উভয়টি একত্রে পাওয়া না গেলে তা কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ ﴾ [البقرة: ١٤٣]

“তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না।” [সূরা বাকারাহ , আয়াত: ১৪৩] অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে যে সব সালাত আদায় করেছিলে, তোমাদের সে সালাতকে আল্লাহ বিনষ্ট করবেন না। এখানে আল্লাহ তা‘আলা পুরো সালাতকে ঈমান বলে আখ্যায়িত করেছেন; আর সালাত হলো অন্তরের কর্ম, মুখের কর্ম এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের সমষ্টি।

আল্লাহর পথে জিহাদ করা, কদর রজনীতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা, রমযানে দিনে রোযা রাখা ও রাতে ইবাদত করা এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ইত্যাদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান বলে আখ্যায়িত করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করা হয়, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন,

«إيمان بالله ورسوله».

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।”

ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া ও হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া ও হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ রাব্বুল আলামীনর বাণীসমূহ:

﴿ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡۗ ﴾ [الفتح: ٤]

“যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৭]

﴿ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدٗى ١٣ ﴾ [الكهف: ١٣]

“আর আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ১৩]

﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ هُدٗىۗ ﴾ [مريم: ٧٦]

“আর যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন।” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৭৬]

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدٗى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ ١٧ ﴾ [محمد: ١٧]

“আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান

করেন”। [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৭]

﴿ وَيَزۡدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنٗا ﴾ [المدثر: ٣١]

“আর মুমিনদের ঈমান বেড়ে যায়।” [সূরা মুদ্দাস্‌সির, আয়াত: ৩১]

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا ﴾ [التوبة: ١٢٤]

“অতএব যারা মুমিন, নিশ্চয় তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে” [সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৪]

﴿ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ ﴾ [ال عمران: ١٧٣]

“ ‘... সুতরাং তাদেরকে ভয় কর’। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট’ ” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩]

﴿وَمَا زَادَهُمۡ إِلَّآ إِيمَٰنٗا وَتَسۡلِيمٗا ٢٢ ﴾ [الاحزاب: ٢٢]

এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। [সূরা আহযাব, আয়াত: ২২] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة »

“যদি তোমাদের সব সময়ের অবস্থা আমার নিকট অবস্থান করার সময়ের অবস্থার মতো হতো, তবে ফেরেশতারা তোমার সাথে সাক্ষাৎ করত”[18] অথবা যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

ঈমানের ক্ষেত্রে ঈমানদারদের পরস্পর পার্থক্য থাকার প্রমাণ

প্রশ্ন: ঈমানের ক্ষেত্রে ঈমানদারদের পরস্পর পার্থক্য থাকার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ۝١٠ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۝١١ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ۝١٢ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۝١٣ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۝١٤ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۝١٥ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَٰبِلِينَ ۝١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ ۝١٧ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝١٨ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۝١٩ وَفَٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝٢٠ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝٢١ وَحُورٌ عِينٌ ۝٢٢ كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ۝٢٣ جَزَآءَۢ بِمَا

---

[18] মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২৩৯।

كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَـٰمًا سَلَـٰمًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ ﴾ [الواقعة: ١٠، ٢٧]

“আর অগ্রগামীরাই তো অগ্রগামী। তারাই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত— নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে। (তাদের) বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে; এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ- ও দামী পাথর খচিত আসনে তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের আশেপাশে ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা: পানপাত্র, জগ ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে— সে সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না। আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে, আর তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্‌ত নিয়ে। আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা; তাদের কাজের পুরস্কারস্বরূপ। সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বা পাপবাক্য, ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী ছাড়া। আর ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!...” [সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত: ২৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ

مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ ۝٩٠ فَسَلَٰمٞ لَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ ۝٩١﴾ [الواقعة: ٨٨، ٩١]

“অতঃপর সে যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হয়, তবে তার জন্য থাকবে বিশ্রাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় জান্নাত। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়, তবে তাকে বলা হবে, তোমাকে সালাম! যেহেতু তুমি ডান দিকের একজন।’” [সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত: ৮৮-৯১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ﴾ [فاطر: ٣٢]

“তারপর তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি যুল্‌মকারী; আর কেউ কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আবার তাদের কেউ কেউ আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী”। [সূরা ফাতের, আয়াত: ৩২]

শাফা‘আতের হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان »

“যার অন্তরে এক দীনার সমপরিমাণ ঈমান আছে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তারপর যার অন্তরে অর্ধ-দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন।” অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة . »

“যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে এবং তার অন্তরে একটি যবের দানা পরিমাণ কল্যাণ থাকে, তাকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তারপর যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে এবং তার অন্তরে একটি গমের দানা পরিমাণ কল্যাণ থাকে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তারপর যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে এবং তার অন্তরে একটি ছোট পিঁপড়া পরিমাণ কল্যাণ থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন।”[19]

শুধু ঈমান শব্দ ব্যবহার করলে সমস্ত দ্বীনকে শামিল করে— এ কথার প্রমাণ

---

[19] বুখারী, হাদীস নং ৪৪; মুসলিম, হাদীস নং ৩২৫।

প্রশ্ন: শুধু ঈমান শব্দটি ব্যবহার করলে তা সমস্ত দ্বীনকে অন্তর্ভুক্ত করে— এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদের প্রতি ইরশাদ করে বলেন,

« آمركم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،وإقام الصلاة ،وإيتاء الزكاة ،وأن تؤدوا من المغنم الخمس ».

"আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?" তারা বলল, আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং গণিমতের মাল হতে এক পঞ্চমাংশ পরিশোধ করা"[20]।

---

[20] বুখারী, হাদীস নং ৫৩, ৮৭, ৫২৩; মুসলিম, হাদীস নং ।

ছয়টি রোকন দ্বারা ঈমানের বিস্তারিত পরিচয় দেয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার সময় ছয়টি রোকন দ্বারা ঈমানের পরিচয় দেয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন; তখন বলেন,

« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره »

“ঈমান হলো তুমি আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর ফেরেশতাসমূহের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, আখিরাত দিবসের প্রতি এবং ভালো ও মন্দের তাকদীরের প্রতি ঈমান আনবে।”

কুরআন থেকে একসাথে ঈমানের ছয়টি রোকনের সংক্ষিপ্ত প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন থেকে একসাথে ঈমানের ছয়টি রোকনের সংক্ষিপ্ত প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা এর বাণী: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ ١٧٧ ﴾ [البقرة: ١٧٧]

“ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি...”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৭৭]

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ٤٩ ﴾ [القمر: ٤٩]

“নিশ্চয় আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ (তাক্বদীর) অনুযায়ী”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৯] আমরা প্রত্যেকটির আলাদা দলীল সামনে পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার অর্থ

প্রশ্ন: মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলার সত্তার অস্তিত্বের প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দৃঢ় বিশ্বাস করা; যে সত্তার পূর্বে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না

এবং পরেও কখনো তার প্রতিদ্বন্দী আসবে না। তিনি প্রথম, তাঁর পূর্বে কোনো কিছু নেই এবং তিনি শেষ, তাঁর পরে আর কোনো কিছু নেই। তিনিই যাহের (সর্বোচ্চ), তাঁর উপর কোনো কিছু নেই এবং তিনি বাতেন (সবচেয়ে নিকটে), তাঁর চেয়ে নিকটে কোনো কিছু নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক, একক ও অমুখাপেক্ষী—

﴿ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ۝٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ۝٤ ﴾ [الاخلاص: ٣، ٤]

"তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয় নি; আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই"। [সূরা ইখলাস, আয়াত: ৩,৪]

সাথে সাথে আল্লাহ্‌র উলূহিয়্যাহ্‌, রুবুবিয়্যাত এবং নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাওহীদের স্বীকৃতি দেওয়া।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

প্রশ্ন: তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ কী?

উত্তর: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, মৌখিক ও দৈহিক যত ধরনের ইবাদত আছে সব ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা, সে যেই হোক না

কেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الاسراء: ٢٣]

“তোমার রব আদেশ দেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না”। [সূরা ইসরা, আয়াত: ২৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ ۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ ﴾ [النساء: ٣٦]

“আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করো না।” [সূরা নিসা, আয়াত: ৩৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤ ﴾ [طه: ١٤]

“নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।” [সূরা তাহা, আয়াত: ১৪] এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াত রয়েছে। কালেমাতুশ শাহাদাত বা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য প্রদান করাই এর পূর্ণ অর্থ প্রদান করে।

তাওহীদুল উলূহিয়্যার পরিপন্থী বিষয়

প্রশ্ন: তাওহীদুল উলূহিয়্যার বিপরীত বা পরিপন্থী বিষয় কী?

উত্তর: তাওহীদুল উলূহিয়্যার বিপরীত শির্ক। শির্ক দুই প্রকার:

এক. শির্কে আকবর বা বড় শির্ক, যা তাওহীদুল উলূহিয়্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। দুই. শির্কে আসগর বা ছোট শির্ক, যা তাওহীদে উলুহিয়্যার পরিপূর্ণতার পরিপন্থী।

বড় শির্কের সংজ্ঞা

প্রশ্ন: শির্কে আকবর বা বড় শির্ক কী?

উত্তর: বান্দা কর্তৃক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সমকক্ষ গ্রহণ করা, যাকে সে সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ অনুরূপ সাব্যস্ত করে। ফলে সে তাকে আল্লাহকে যেমন ভালোবাসতে হয় তাকেও অনুরূপ ভালোবাসে; আল্লাহকে যেমন ভয় করতে হয় তাকেও তেমন ভয় করে; আল্লাহর মতো তার কাছে আশ্রয় চায়, বিপদে তাকে ডাকে, তাকে ভয় করে, তার কাছে আশা করে, তার প্রতি অনুরাগী হয় ও তার উপর ভরসা করে; অথবা আল্লাহর নাফরমানি করে তার আনুগত্য করে বা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে তার অনুসরণ করে, ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨ ﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ-ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।”

[সূরা নিসা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ۝١١٦ ﴾ [النساء: ١١٦]

"আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল"। [সূরা নিসা, আয়াত: ১১৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ ﴾ [المائدة: ٧٢]

"আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম।" [সূরা মায়েদা, আয়াত: ৭২] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ۝٣١ ﴾ [الحج: ٣١]

"আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিম্বা বাতাস তাকে দূরের কোন জায়গায় নিক্ষেপ করল"। [সূরা হজ, আয়াত: ৩১] এছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا

يعذب من لا يشرك به شيئا »

"বান্দার উপর আল্লাহর হক হল, বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, যে বান্দা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দেবেন না"। হাদীসটি সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত।[21]

যারা প্রকাশ্যে কুফরি করে, যেমন মক্কার কুরাইশ প্রভৃতি যারা প্রকাশ্যে শির্ক করত; আর যারা কুফরকে গোপন করে, যেমন প্রতারণাকারী মুনাফেকরা যারা ইসলাম প্রকাশ করে এবং কুফরকে গোপন করে; এ প্রকারের শির্কের কারণে দ্বীন থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সবাই সমান— তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ ﴾ [النساء: ١٤٥، ١٤٦]

"নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে, আর আপনি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না। তবে যারা তাওবা করে নিজদেরকে শুধরে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে

[21] বুখারী, হাদীস নং ২৮৫৬, ৫৯৬৭, ৬২৬৭, ৬৫০০; মুসলিম, হাদীস নং ৩০।

ধরে এবং আল্লাহর জন্য নিজদের দীনকে খালেস করে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে। আর অচিরেই আল্লাহ মুমিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন"। [সূরা নিসা, আয়াত: ১৪৫, ১৪৬] এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য আয়াত।

ছোট শির্ক

প্রশ্ন: ছোট শির্ক কী?

উত্তর: আল্লাহর জন্য যে আমল করতে হয়, সে আমল করার ক্ষেত্রে সুন্দর করে দেখানোর সামান্যতম রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা প্রবেশ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠ ﴾ [الكهف: ١١٠]

"সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে"। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسئل عنه فقال « الرياء »

“আমি তোমাদের উপর যে জিনিসটিকে বেশি ভয় করি, তা হল, ছোট শির্ক”। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, ছোট শির্ক কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “রিয়া।”[22]

তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে রিয়ার ব্যাখ্যা দেন:

« يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه »

“এক ব্যক্তি সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে মানুষ তাকিয়ে আছে বলে সে তার সালাতকে খুব সুন্দর করে আদায় করে”।[23]

আরেকটি ছোট শির্ক হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর শপথ বা কসম করা। যেমন, বাপ-দাদার নামে কসম খাওয়া, মূর্তির কসম খাওয়া, কাবা ঘরের কসম খাওয়া, আমানতের কসম খাওয়া ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[22] মুসনাদ আহমাদ (৫/৪২৮-৪২৯)।

[23] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২০৪। হাদীসটি হাসান।

«لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد »

“তোমরা তোমাদের মাতা-পিতা ও মূর্তির নামে কসম করো না।”[24]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا: ورب الكعبة»

“তোমরা বলো না, কা‘বার কসম, বরং বল, কা‘বার রবের শপথ”[25]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« لا تحلفوا إلا بالله »

“তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করো না।”[26]

---

[24] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৪৮।

[25] নাসায়ী, হাদীস নং ৩৭৭৩। তবে ভিন্ন শব্দে একই অর্থে।

[26] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৪৮; নাসায়ী, হাদীস নং ৩৭৬৯। ইবন হিব্বান, ৪৩৫৭।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من حلف بالأمانة فليس منا »

“যে ব্যক্তি আমানত দ্বারা কসম করল, সে আমাদের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।”[27]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك »

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে কসম করে, সে কুফরি করল অথবা শির্ক করল।”[28] অপর এক বর্ণনায়, “(সে কুফরি করল) এবং শির্ক করল[29]।”

অপর একটি ছোট শির্ক হলো: আল্লাহ যা চায় এবং আমি চাইলাম! (এটা বলা)। যে ব্যক্তি এ কথা বলল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

---

[27] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৫৩।

[28] মুসনাদে আহমাদ ২/৩৪, ৬৭, ৬৯, ৮৬, ১২৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৫১; তিরমিযী ১৫৩৫।

[29] মুসনাদে আহমাদ ২/১২৫।

« أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده »

“তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করলে, বরং কেবলমাত্র আল্লাহ যা চান[30]”।

ছোট শির্কের আরেকটি হচ্ছে, ‘যদি আল্লাহ এবং তুমি না হতে’, ‘আমার তো আল্লাহ ও তুমি ছাড়া আর কেউ নেই’, ‘আমি আল্লাহ ও তোমার জিম্মাদারীতে প্রবেশ করলাম’ ইত্যাদি কথা বলা। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان »

“তোমরা বলো না, ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছেন’, বরং বলো, ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন তারপর অমুক যা চেয়েছেন’।”[31] আলেমগণ বলেন, ‘যদি আল্লাহ তারপর অমুক না হত’ এ কথা বলা জায়েয আছে। কিন্তু ‘যদি আল্লাহ এবং অমুক না হত’ এ কথা বলা জায়েয নেই।

প্রশ্ন: এ ধরনের বাক্যের মধ্যে ‘এবং’ ও ‘তারপর’ শব্দদ্বয়ের মধ্যে

---

[30] মুসনাদে আহমাদ ১/২১৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২১১৭।

[31] মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৮৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৮০।

পার্থক্য কী?

উত্তর: ‘এবং’ দ্বারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে উভয়ের মাঝে তুলনা ও সমতা বোঝায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ কথা বলল, ‘আল্লাহ এবং তুমি যা চেয়েছ’, সে বান্দার চাওয়াকে আল্লাহর চাওয়ার সাথে তুলনা করল এবং সমান করে দিলো। কিন্তু যদি ‘অতঃপর’ বা ‘তারপর’ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, তবে পরবর্তীটি পূর্ববর্তীর অনুগামী বোঝায়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলল, ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন, তারপর তুমি যা চেয়েছ’ সে এ কথা স্বীকার করল, বান্দার চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার অনুসারী; বান্দার চাওয়াটা আল্লাহর চাওয়ার পরেই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ ﴾ [الانسان: ٣٠]

“আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন।” [সূরা আল-ইনসান: ৩০]

অবশিষ্ট বাক্যগুলোও অনুরূপ।

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ

প্রশ্ন: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ কী?

উত্তর: এ কথার দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা যে, আল্লাহ তা‘আলা সব কিছুর প্রতিপালক, মালিক, স্রষ্টা, পরিচালক এবং বিধায়ক। তার রাজত্বে কোন শরিক নেই, দুর্দশাগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে তাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন নেই, তাঁর আদেশকে ফেরানোর কেউ নেই, তার বিধানের খণ্ডনকারী কেউ নেই, তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তার কোন সমকক্ষ নেই, তার সম-মর্যাদার কেউ নেই। তার রুবুবিয়াতের অর্থ এবং নামসমূহ ও গুণসমূহের যে চাওয়া তাতে কোন অংশীদার ও দাবিদার নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾ [الانعام: ١]

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো”। [সূরা আনআম, আয়াত: ১] ও এর পরবর্তী আয়াতসমূহ; এমনকি এ পুরো সূরাটিই এর প্রমাণ। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٢ ﴾ [الفاتحة: ٢]

“সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।” [সূরা ফাতেহা, আয়াত: ২] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ قُلِ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ لَا

يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلَا ضَرّٗاۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ أَمۡ هَلۡ تَسۡتَوِي ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُۗ أَمۡ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلۡقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلۡخَلۡقُ عَلَيۡهِمۡۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ ١٦ ﴾ [الرعد: ١٦]

"বল, 'আসমানসমূহ ও যমীনের রব কে'? বল, 'আল্লাহ'। তুমি বল, 'তোমরা কি তাঁকে ছাড়া এমন কিছুকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ, যারা তাদের নিজদের কোন উপকার অথবা অপকারের মালিক না'? বল, 'অন্ধ ও দৃষ্টিমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে? নাকি তারা আল্লাহর জন্য এমন কতগুলো শরীক নির্ধারণ করেছে, যেগুলো তাঁর সৃষ্টির তুল্য কিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের নিকট সৃষ্টির বিষয়টি একরকম মনে হয়েছে'? বল, 'আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, পরাক্রমশালী"। [সূরা রা'আদ, আয়াত: ১৬] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ ثُمَّ رَزَقَكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡۖ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفۡعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيۡءٖۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٤٠ ﴾ [الروم: ٤٠]

"আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিযক দিয়েছেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু

দেবেন, পরে আবার তোমাদের জীবন দেবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ থেকে কোন কিছু করতে পারবে? তিনি পবিত্র এবং তারা যাদের শরীক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে”। [সূরা রূম, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ هَٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ بَلِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ١١ ﴾ [لقمان: ١١]

“এ আল্লাহর সৃষ্টি; অতএব আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া আর যারা আছে তারা কী সৃষ্টি করেছে! বরং যালিমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।” [সূরা লোকমান, আয়াত: ১১] আল্লাহ বলেন,

﴿ أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥ أَمۡ خَلَقُواْ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ٣٦ ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦]

“তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই স্রষ্টা? তারা কি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না।” [সূরা তুর, আয়াত: ৩৫, ৩৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥ ﴾ [مريم: ٦٥]

“তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যে যা আছে তার রব। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁরই ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান?” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ২] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ ﴾ [الشورى: ١١]

“তার মত কোন বস্তু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আশ-শূরা: ১১] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ١١١ ﴾ [الاسراء: ١١١]

“আর বল, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই এবং অপমান থেকে বাঁচতে তাঁর কোন অভিভাবকের দরকার নেই।’ সুতরাং তুমি পূর্ণরূপে তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা কর”। [সূরা ইসরা, আয়াত: ১১১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ

رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٢٣﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣]

“বল, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহবান কর। তারা আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। আর এ দু’য়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়। আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া তাঁর কাছে কোন সুপারিশ কারো উপকার করবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা বলবে, ‘তোমাদের রব কী বলেছেন’? তারা বলবে, ‘সত্যই বলেছেন’ এবং তিনি সুমহান ও সবচেয়ে বড়”। [সূরা সাবা, আয়াত: ২২ , ২৩]

তাওহীদের রুবুবিয়্যার পরিপন্থী বিষয়

প্রশ্ন: তাওহীদে রুবুবিয়্যার পরিপন্থী বিষয়সমূহ কী?

উত্তর: সৃষ্টিজগত পরিচালনার ক্ষেত্রে যেকোনো বিষয়ে— যেমন, সৃষ্টি করা, ধ্বংস করা, জীবন দেয়া, মৃত্যু দেয়া, উপকার করা, ক্ষতি প্রতিরোধ করা ইত্যাদি রুবুবিয়্যাত বা লালন-পালন সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে কতৃর্ত্বকারক হিসেবে বিশ্বাস করা; অথবা তাঁর নাম ও গুণসমূহের দাবি ও চাহিদার সামান্যতম বিষয়েও কোনো দাবীদার তথা অংশীদার আছে বলে

বিশ্বাস করা। যেমন- ইলমে গাইব, বড়ত্ব, অহংকার প্রভৃতিকে গাইরুল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝٢ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ هَلۡ مِنۡ خَٰلِقٍ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ ۝٣ ﴾ [فاطر: ٢، ٣]

"আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মানুষ, তোমাদের উপর আল্লাহর নিআমতকে তোমরা স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা আছে কি, যে, তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযক দিবে? তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?" [সূরা ফাতের, আয়াত: ২, ৩] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ﴾ [يونس: ١٠٧]

"আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান,

তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৭]

﴿ قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ قُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُۖ عَلَيۡهِ يَتَوَكَّلُ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ٣٨ ﴾ [الزمر: ٣٨]

"আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ– আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমাকে রহমত করতে চাইলে তারা সেই রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে'? বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট'। তাওয়াক্কুলকারীগণ তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করে।" [সূরা যুমার, আয়াত: ৩৮] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ ۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ ٥٩ ﴾ [الانعام: ٥٩]

"গায়েবের চাবিসমূহ আল্লাহর নিকট, তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না।" [সূরা আন'আম, আয়াত: ৫৯] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ ٦٥ ﴾ [النمل: ٦٥]

"তুমি বল, আসমানসমূহে ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না।" [সূরা নামাল, আয়াত: ৬৫] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ ٢٥٥ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

"আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া"। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري »

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, বড়ত্ব আমার পরিধেয়, আর অহংকার আমার চাদর। যে ব্যক্তি এ দুটির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করে, আমি তাকে আমার জাহান্নামে বসবাস করাব।" হাদীসটি সহীহ গ্রন্থে রয়েছে[32]।

---

[32] মুসনাদে আহমাদ ২/২৪৮; ৩৭৬, ৪১৪, ৪২৭, ৪৪২; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯০; ইবন মাজাহ, ৪১৭৪; অনুরূপ হাদীস সহীহ মুসলিমে রয়েছে, হাদীস নং ২৬২০।

নাম ও গুণে তাওহীদ

প্রশ্ন: নাম ও গুণে তাওহীদ বলতে কী বুঝ?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কিতাবে তার নিজের সম্পর্কে যে গুণাগুণ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও উচ্চাঙ্গের গুণসমূহ সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন, তার প্রতি ঈমান আনা। আর এ সব নাম ও গুণসমূহকে কোনো প্রকার রকম-পদ্ধতি নির্ধারণ করা ছাড়া যেভাবে বর্ণিত আছে সেভাবে ছেড়ে দেয়া। যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা তার কিতাবে একাধিক স্থানে নাম ও গুণাগুণ সাব্যস্ত করার সাথে সাথে সেগুলোর কোনো ধরণ-নির্ধারণ ছাড়াই একত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا ١١٠ ﴾ [طه: ١١٠]

“তিনি তাদের আগের ও পরের সব কিছুই জানেন, কিন্তু তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না”। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১১০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ ﴾ [الشورى: ١١]

“তার মত কোন বস্তু নেই, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা।” [সূরা আশ-শূরা: ১১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٠٣﴾ [الانعام: ١٠٣]

“চক্ষুসমূহ তাকে আয়ত্ব করতে পারে না। আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ব করেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।” [সূরা আন‘আম, আয়াত: ১০৩] ইত্যাদি।

সুনান তিরমিযীতে উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুশরিকদের ইলাহগুলো সমালোচনা করলেন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বলল, আপনি আমাদের নিকট আপনার রবের বংশ পরিক্রমা বর্ণনা কর। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। হে রাসূল আপনি “বলুন, আল্লাহ এক, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি নন— তিনি কাউকে জন্ম দেন নি তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি।” কারণ, যারই জন্ম হয় তারই মারা যাওয়া অবধারিত হয় এবং উত্তরসূরী করে।

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা মারা যাবেন না এবং তাঁর কোন উত্তরসূরী হবে না। “আর তার সমকক্ষ কেউ নেই”: তার কোন সাদৃশ নেই এবং তার কোন দৃষ্টান্ত নেই[33]।

কুরআন ও হাদিস থেকে আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহের প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন ও হাদিস থেকে আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠﴾ [الاعراف: ١٨٠]

“আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।” [সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

---

[33] মুসনাদে আহমাদ (৫/১৩৪); তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৬৪। হাদীসটি হাসান।

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ [الاسراء: ١١٠]

"বল, 'তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রাহমান' নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।" [সূরা ইসরা, আয়াত: ১১০] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ ٨ ﴾ [طه: ٨]

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তার জন্যই রয়েছে সুন্দর নামসমূহ"। [সূরা ত্বা-হা: ৮]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة »

"আল্লাহর জন্য নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলোকে সংরক্ষণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে[34]।" হাদীসটি সহীহ গ্রন্থে রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

---

[34] বুখারী, হাদীস নং ২৭৩৬,৭৩৯২।

«أسألك اللّٰهُمَّ بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي»

“হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, ঐ সকল নামসমূহ দ্বারা যা শুধু তোমার, যার দ্বারা তুমি তোমার নিজের জন্য রেখেছ, অথবা তোমার কিতাবে তুমি নাযিল করেছ, অথবা তুমি তোমার কোন মাখলুককে শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার ইলমে গাইবে রেখে দিয়েছ। তুমি মহান আল-কুরআনকে আমার অন্তরের জন্য প্রেরণা বানাও’[35]।”

কুরআন থেকে সুন্দর নামসমূহের দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: কুরআন থেকে সুন্দরতম নামসমূহের দৃষ্টান্ত কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤﴾[النساء:٣٤]

“নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ, মহান।”। [সূরা আন-নিসা: ৩৪]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤﴾ [الاحزاب: ٣٤]

[35] মুসনাদে আহমাদ, ১/৩৯১, ৪৫২; ইবনে হিব্বান, ৯৬৮।

“নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত”। [সূরা আল-আহযাব: ৩৪]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]

“নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।” [সূরা ফাতির: ৪৪]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: (﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٤]

“আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আন-নিসা: ১৩৪]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٨]

“এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-নিসা: ১৫৮]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٦]

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আন-নিসা: ১০৬]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٠]

“আর আল্লাহ্ তো দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।” [সূরা আন-নূর: ২০]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝٢٦٣﴾ [البقرة: ٢٦٣]

“আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।” [সূরা আল-বাকারা: ২৬৩]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝٧٣﴾ [هود: ٧٣]

“তিনি তো প্রশংসার যোগ্য ও অত্যন্ত সম্মানিত।” [সূরা হূদ: ৭৩]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝٥٧﴾ [هود: ٥٧]

“নিশ্চয় আমার রব সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।” [সূরা হূদ: ৫৭]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝٦١﴾ [هود: ٦١]

“নিশ্চয় আমার রব খুব কাছেই, ডাকে সাড়া প্রদানকারী।” [সূরা হূদ: ৬১]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبًا ۝١﴾ [النساء: ١]

“নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।” [সূরা আন-নিসা: ১]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ١٣٢]

“কার্যোদ্ধারে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।”। [সূরা আন-নিসা: ১৩২]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [الاحزاب: ٣٩]

“আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।”। [সূরা আল-আহযাব: ৩৯]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾[النساء: ٨٥]

“আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর নজর রাখেন”। [সূরা আন-নিসা: ৮৫]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [سبا: ٤٧]

“তিনি সব কিছু প্রত্যক্ষকারী।”। [সূরা সাবা: ৪৭]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [فصلت: ٥٤]

“নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।” [সূরা ফুসসিলাত: ৫৪]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ۝٢﴾ [ال عمران: ٢]

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ۝٣﴾ [الحديد:٣]

“তিনিই প্রথম ও শেষ; তিনিই সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে নিকটে; আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত”। [সূরা হাদীদ, আয়াত: ৩] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ۝٢٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ۝٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ [الحشر: ٢٢، ٢٤]

“তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু। তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত,

নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান! তিনিই আল্লাহ; স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ।” [সূরা হাশর, আয়াত: ২২, ২৪] আরও অনেক কুরআনের আয়াত রয়েছে।

হাদিস থেকে সুন্দর নামসমূহের দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: হাদিস থেকে সুন্দরতম নামসমূহের দৃষ্টান্ত কী?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم »

“কেবল আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তিনি মহান, সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের রব্ব। আল্লাহ ছাড়া কোন হক ইলাহ, নেই তিনি আসমানের রব্ব ও জমিনের রব্ব এবং আরশের সম্মানিত রব্ব[36]।”

---

[36] বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩১, ৭৪২৬; মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩০।

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض »

“হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসত্তার ধারক, হে সম্মান ও প্রতিপত্তির মালিক, হে আসমান ও জমীনের উদ্ভাবক”[37]।

তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ،ولا في السماء وهو السميع العليم »

“আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে জমিনে কিংবা আসমানে কোনো কিছুর ক্ষতি হয় না, আর নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ[38]”।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

«اللَّهُمَّ عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه »

---

[37] মুসনাদে আহমাদ ৩/১২০, ১৫৮, ২৪৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৯৫।

[38] মুসনাদে আহমাদ: ১/৬২, ৬৬, ৭২; আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৮৮; তিরমিযী: ৩৩৮৮; ইবন মাজাহ: ৩৮৬৯।

“হে আল্লাহ! আপনি গায়েব ও উপস্থিত সবকিছুর জ্ঞানী, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, সব কিছুর রব্ব ও মালিক”[39]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« اللَّهُمَّ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء »الحديث.

“হে আল্লাহ! সাত আসমান ও যমীনের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব ও সকল কিছুর রব, শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন নাযিলকারী! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন প্রতিটি ক্ষতিকারকের ক্ষতি হতে যার কপালের সম্মুখভাগ আপনি পাকড়াওকারী। আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছু নেই; আপনিই শেষ, আপনার পরে কিছু নেই; আপনিই সবার উপরে, আপনার উপরে কিছু নেই; আপনিই

[39] মুসনাদে আহমাদ: ১/৯, ১০, ১৪, ২/১৯৬, ২৯৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৬৭; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২৯।

সন্নিকটে, আপনার চেয়ে নিকটে কিছু নেই...” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[40]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« اللَّهُمَّ لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن »الحديث.

“হে আল্লাহ! আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, আপনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে সবার নূর, আর আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, আপনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে সবকিছুর ধারক...” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[41]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« اللَّهُمَّ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»

“হে আল্লাহ! আপনি আপনার কাছে চাচ্ছি, কারণ, আমি সাক্ষ্য

[40] মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৩।

[41] বুখারী, হাদীস নং ১১২০, ৬৩১৭; মুসলিম, হাদীস নং ৭৬৯।

দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই; আপনি একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্মগ্রহণ করেন নি, কাউকে যিনি জন্মও দেন নি, আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই"[42]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« يا مقلب القلوب »الحديث

"হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী...[43]" হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের দ্বারা যা বুঝা যায়

প্রশ্ন: সুন্দর নামসমূহের দ্বারা কত প্রকারের অর্থ বুঝা যায়?

উত্তর: আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের তিন প্রকারের অর্থ বুঝা যায়। এক. এ নামগুলো হুবহু আল্লাহর সত্তার উপর প্রমাণবহ; দুই. এ নামগুলো থেকে নির্গত গুণাগুণসমূহও এর *অন্তর্গত অর্থ* হিসেবে বিবেচিত। তিন. এ নামগুলো থেকে নির্গত নয় এমন গুণগুলোর উপরও এগুলো *বাধ্য-বাধকতার কারণে* প্রমাণবহ।

প্রশ্ন: আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের দ্বারা যে তিনটি অর্থ বুঝা যায়

---

[42] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৫৭; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৭৫।

[43] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২২; মুসনাদে আহমাদ ৬/২৯৪, ৩১৫।

তার উদাহরণ কী?

উত্তর: এর দৃষ্টান্ত হল, আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম নাম ‘রহমান ও রাহিম’। এ দুটি যার নাম, হুবহু সেই সত্তা মহান আল্লাহ্‌কে বুঝায়। আর এ দুটি নাম থেকে যে ‘রহমত’ বা ‘দয়ার’ গুণ নির্গত, সেটিও এ নামের অন্তর্গত বিষয়। আর এ ছাড়া অন্যান্য গুণ যেগুলো এ দুটি থেকে নির্গত নয়, যেমন হায়াত, কুদরত, ইত্যাদি গুণগুলো এ দুটি নামের বাধ্য-বাধ্যতামূলক অর্থ[44]। আল্লাহর অন্যান্য সব নামগুলোও অনুরূপই। কিন্তু সৃষ্টি বা মাখলুকের ক্ষেত্রে বিষয়টি এক রকম নয়। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, একজনের নাম হাকীম (বিজ্ঞ) কিন্তু সে জাহেল (মূর্খ), একজনে নাম হাকাম (সুবিচারকারী) কিন্তু সে জালিম, একজনের নাম রাখা হয়েছে আযীয (প্রতাপশালী) কিন্তু সে হীন, একজনের নাম শরীফ (ভদ্র) কিন্তু সে নিকৃষ্ট ও অভদ্র, আবার একজনের নাম করিম (সম্মানিত) কিন্তু সে তিরস্কৃত, একজনের নাম সালেহ (নেককার) কিন্তু সে বদকার, একজনের নাম রাখা হয়েছে সাঈদ (ভাগ্যবান) কিন্তু সে দুর্ভাগা। আবার কারো নাম রাখা হয়েছে, হানযালা, আসাদ ও আলকামা অথচ তারা কেউ সাহসী নয়। এ হল বান্দার অবস্থা।

---

[44] কারণ, রহমত থাকবে, অথচ ক্ষমতা থাকবে না, অনুরূপ রহমত থাকবে, আর রহমতকারী জীবিত হবেন না, তা হতে পারে না। সুতরাং এগুণগুলো রহমান নামের জন্য বাধ্য-বাধকতাপূর্ণ গুণ। [সম্পাদক]

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি! তিনি তেমনই, যেমনটি তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন; মাখলুক তাঁর যে বর্ণনা দেয়, তিনি তার অনেক ঊর্ধ্বে।

অন্তর্ভুক্তিতার দিক থেকে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের প্রকারভেদ

প্রশ্ন: অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক বিবেচনা করলে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের অর্থ কত প্রকার?

উত্তর: এ দিক বিবেচনায় আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ চার প্রকার:

এক: এমন নাম যা সকল সুন্দর নামসমূহের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর সে নামটি হল, ‘আল্লাহ’ নাম। এ কারণেই সমস্ত নামগুলো এর সিফাত বা গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ ﴾ [الحشر: ٢٤]

“তিনিই আল্লাহ; স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী।” [সূরা হাশর, আয়াত: ২৪] এ নামটি কখনো অন্য কোন নামের অনুগামী

হিসেবে আসে নি।

দুই: যে নামগুলো আল্লাহর সত্তার গুণগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, আল্লাহর নামالسميع ‘সামী’ (সর্বশ্রোতা)। এ নামটি আল্লাহর ‘শ্রবণ’কে অন্তর্ভুক্ত করে, যা যাবতীয় আওয়াজকে শামিল করে; গোপন ও প্রকাশ্য স্বরের মধ্যে তার নিকট কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর অপর একটি নাম البصير ‘বাসীর’ (সর্বদ্রষ্টা)। এ নামটি আল্লাহ তাঁর ‘দৃষ্টি’কে অন্তর্ভুক্ত করে। দেখা যায় এমন সমস্ত বস্তুর মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টি প্রযোজ্য; স্থুল হোক বা সুক্ষ্ম হোক আল্লাহর দৃষ্টিতে সব সমান— উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর অপর একটি নাম العليم ‘আলীম’ (সর্বজ্ঞ)। তা ‘ইলম’ বা জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। তার ইলম সমস্ত কিছুকে শামিল করে আছে, তার ইলম থেকে কোনো কিছু গায়েব থাকতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَآ أَصۡغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٣ ﴾ [سبا: ٣]

“আসমানসমূহ ও যমীনে অনু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ছোট অথবা বড় কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, বরং সবই সুস্পষ্ট কিতাবে

রয়েছে।” [সূরা সাবা, আয়াত: ৩]

আরেকটি নাম القدير ‘আল-কাদীর’ (সর্ব ক্ষমতার অধিকারী), যে নামটি প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টি করা ও না করার উপর আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তিন: আল্লাহর কিছু নাম তাঁর কর্মের গুণকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, আল-খালেক (সৃষ্টিকর্তা), আর-রাযেক (রিযিকদাতা), আল-বারী (উদ্ভাবনকর্তা), আল-মুসাওয়ির (আকৃতিদানকারী) ইত্যাদি।

চার: আল্লাহ তা‘আলার কিছু নাম তিনি যে সব ধরনের দুর্বলতা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, আল-কদ্দুস, আস-সালাম।

আল্লাহ তা‘আলার জন্য ব্যবহার করার দিক বিবেচনায় তাঁর সুন্দর নামসমূহের প্রকারভেদ

প্রশ্ন: আল্লাহ তা‘আলার জন্য ব্যবহার করার দিক বিবেচনায় সুন্দর নামসমূহ কত প্রকার?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলার জন্য ব্যবহার করার দিক বিবেচনায় আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

* কিছু নাম আছে যেগুলো আল্লাহর উপর এককভাবে ব্যবহার করা যায় অথবা অন্য কোনোটির সাথে মিলিয়েও ব্যবহার করা হয়। আর এগুলো যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন, সিফাতে কামাল বা পূর্ণতার গুণাবলি সমৃদ্ধ। যেমন, চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক, একক-সত্তা, অমুখাপেক্ষী ইত্যাদি।

* আবার কতক নাম আছে যেগুলো আল্লাহর উপর তার বিপরীতটি উল্লেখ করা ছাড়া ব্যবহার করা হয় না। এ ধরনের নাম যদি একাকী উল্লেখ করা হয়, তাহলে আল্লাহর প্রতি অপূর্ণতার ধারণার সৃষ্টি হয়। যেমন, ক্ষতিকারক ও উপকারকারী, দানকারী ও বাধাদানকারী, ইজ্জতের মালিক ও বেইজ্জতের মালিক, সম্মান ও অসম্মানের মালিক ইত্যাদি। এখানে শুধু ক্ষতিকারক, বাধাদানকারী, বেইজ্জতের মালিক ইত্যাদি একা উল্লেখ করা বৈধ হবে না। কুরআন ও হাদিসে কোথাও এ ধরনের সিফাত আল্লাহর জন্য একা ব্যবহার করা হয় নি। এ ধরনের একটি নাম হল, المنتقم। (প্রতিশোধগ্রহণকারী) কুরআনে এ নামটি কোথাও একা ব্যবহার করা হয় নি। যেখানেই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে তার সম্পৃক্ত করে অপর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾ [السجدة: ٢٢]

“নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধগ্রহণকারী”। [সূরা আস-সাজদাহ: ২২]

অথবা ذو শব্দটিকে এ সিফাতের মাছদার বা ধাতুর সাথে সংশ্লিষ্ট করে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ ﴾ [ابراهيم: ٤٧]

“নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণ-কারী।” [সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪৭]

কুরআন থেকে আল্লাহর সত্তাগত গুণসমূহের দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলার কিছু সিফাত বা গুণ আছে সত্তাগত আর কিছু আছে কর্মগত। কুরআনের আয়াত থেকে সত্তাগত সিফাত বা গুণসমূহের দৃষ্টান্ত কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿٦٤﴾ ﴾ [المائدة: ٦٤]

“বরং তাঁর দু’হাত প্রসারিত” [সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬৪]

﴿كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ ٨٨﴾ [القصص: ٨٨]

“তাঁর চেহারা (ও সত্তা) ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল” [সূরা কাসাস, আয়াত: ৮৮]

﴿وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧﴾ [الرحمن: ٢٧]

“আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা (ও সত্তা)।” [সূরা রহমান, আয়াত: ২৭]

﴿ وَلِتُصۡنَعَ عَلَىٰ عَيۡنِيٓ ٣٩﴾ [طه: ٣٩]

“যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৩৯]

﴿ أَبۡصِرۡ بِهِۦ وَأَسۡمِعۡۚ ﴾ [الكهف: ٢٦]

“তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা!”

﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ٤٦﴾ [طه: ٤٦]

“নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, কারণ আমি শ্রবণ করি এবং দেখি”। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৪৬]

﴿يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا ١١٠﴾ [طه: ١١٠]

“তিনি তাদের আগের ও পরের সব কিছুই জানেন, কিন্তু তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না”। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১১০]

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾ [النساء: ١٦٤]

“আর আল্লাহ মুসার সাথে সুস্পষ্টভাবে কথা বলেন।” [সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৪]

﴿ وَإِذۡ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئۡتِ ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠﴾ [الشعراء: ١٠]

“আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব মূসাকে ডেকে বললেন, ‘তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কাছে যাও’।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ১০]

﴿وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمۡ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمَا ٱلشَّجَرَةِ ٢٢﴾ [الاعراف: ٢٢]

“এবং তাদের রব তাদেরকে ডাকলেন যে, ‘আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করি নি” ? [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২০]

﴿ وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٦٥ ﴾ [القصص: ٦٥]

“আর সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, ‘তোমরা রাসূলদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে’?” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৪৬] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

হাদিস থেকে সত্তাগত গুণসমূহের দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: হাদিস থেকে *সত্তাগত সিফাতের* দৃষ্টান্ত কী?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه »

“আল্লাহর পর্দা হলো নূর; যদি তা তিনি খোলেন, তবে তাঁর মাখলুক থেকে যতটুকু পর্যন্ত তাঁর চোখের দৃষ্টি যায়, তাঁর চেহারার

উজ্জ্বলতা সে পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে”[45]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ،فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض »

“আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত ও দিনের দান-খয়রাতে তার কোন ঘাটতি হয় না। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তিনি যা দান করেছেন, তাতেও তার ডান হাতে যা আছে তাতে কোনো কমতি হয় নি। আর তাঁর আরশ পানির উপর। আর তাঁর অপর হাতে রয়েছে বরকত অথবা গ্রহণ করা, তিনি উঠান এবং নামান।[46]”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের হাদিসে আরও বলেন,

« إن الله لا يخفى عليكم أن الله ليس بأعور »وأشار بيده إلى عينه الحديث،

---

[45] মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯।

[46] বুখারী, হাদীস নং ৪৬৮৪, ৭৪১১; মুসলিম, হাদীস নং ৯৯৩।

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না; আল্লাহ কানা নন।” এ কথা বলে, তিনি তার হাত দিয়ে চোখের দিকে ইশারা করেন[47]।

অনুরূপভাবে ইস্তেখারার হাদিসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اللَّهُمَّ إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب »

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কল্যাণকর বিষয়টি প্রার্থনা করছি তোমার ইলমের মাধ্যমে, আর আমি তোমার নিকট সামর্থ্য কামনা করছি তোমার কুদরত দ্বারা। আর তোমার নিকট তোমার মহা অনুগ্রহ কামনা করছি। কারণ, তুমি ক্ষমতা রাখ আর আমি ক্ষমতা রাখি না, আর তুমি জান, আমি জানি না, নিশ্চয় তুমি গায়েবের বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী।”[48]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

---

[47] বুখারী, হাদীস নং ৩০৫৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯।

[48] বুখারী, হাদীস নং ১১৬২; আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৫৩৮; তিরমিযী: ৪৮০।

« إنكم لا تدعون أصم لا غايبا تدعون سميعا بصيرا قريبا »

“তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তোমরা শ্রবণকারী, সর্বদ্রষ্টা ও নিকটে অবস্থানকারীকে ডাকছ”[49]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي... »الحديث.

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন আল্লাহ তা‘আলা কোন বিষয়ে ওহী প্রেরণ করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন”... হাদীসের শেষ পর্যন্ত[50]।

আর পুনরুত্থানের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: " يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ»

“মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম! তখন আদম বলবেন, আমি

---

[49] বুখারী, হাদীস নং ২৯৯২, ৪২০৫; মুসলিম ৪৪, ৪৫।

[50] ইবন আবি আছেম, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৫১৫; আজুররী ফিশ শরী‘আহ, হাদীস নং ১২৬। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাজির...”, হাদীসের শেষ পর্যন্ত[51]। অনুরূপভাবে হাশরের মাঠে বান্দাদের সাথে আল্লাহর কথোপকথন, জান্নাতীদের সাথে আল্লাহর কথা বলা, প্রভৃতি— যেগুলোর অগণিত অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে।

কুরআন থেকে কর্মগত সিফাত বা গুণের দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: কুরআন থেকে কর্মগত সিফাতের দৃষ্টান্ত কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা এর বাণী,

﴿ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٩﴾ ﴾ [البقرة: ٢٩]

“অতঃপর তিনি (আল্লাহ) আসমানের প্রতি ইচ্ছা করলেন” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৯]

﴿ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٢١٠]

“তারা কি এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট আল্লাহ আসবেন? [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২১০]

﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ

[51] বুখারী, হাদীস নং ৩৩৮৪; মুসলিম, হাদীস নং ২২২।

مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ ۝٦٧﴾ [الزمر: ٦٧]

“আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা যমীনই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭] আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ ﴾ [ص: ٧٥]

“আমি যাকে আমার দু’হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১২]

﴿وَكَتَبۡنَا لَهُۥ فِي ٱلۡأَلۡوَاحِ مِن كُلِّ شَيۡءٖ ۝١٤٥﴾ [الاعراف: ١٤٥]

“আর আমি তার জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৫]

﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ﴾ [الاعراف: ١٤٣]

“অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ করে দিল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।”

[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৩] আল্লাহ আরও বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ۩ ١٨﴾ [الحج: ١٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ করেন যা তাঁর ইচ্ছা”। [সূরা আল-হাজ: ১৮] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

হাদিস থেকে কর্মগত গুণাবলির দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: হাদিস থেকে কর্মগত সিফাত বা গুণসমূহের দৃষ্টান্ত কী?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر »الحديث

“আমাদের প্রভূ প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যখন শেষ রাতের এক তৃতীয় অংশ বাকী থাকে...।[52]” হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

---

[52] বুখারী, হাদীস নং ১১৪৫, ৬৩২১; মুসলিম, হাদীস নং ৭৫৮।

« فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا » الحديث

“আল্লাহ তা‘আলা তাদের নিকট তাঁর স্বীয় আকৃতিতে আসবেন, যে আকৃতি দেখে তারা তাঁকে চিনবে। তখন তিনি বলবেন: ‘আমি তোমাদের রব’, তারা তখন বলবে: ‘আপনি আমাদের রব’...” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[53]। এ হাদিসের কর্মগত সিফাত বা গুণ দ্বারা উদ্দেশ্য করছি আল্লাহর ‘আগমন করা’-কে, তাঁর আকৃতিকে নয়। এটি ভালোভাবে বুঝে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك» الحديث

“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা যমীনকে হাতের কব্জায় নেবেন আর আসমানসমূহ তার ডান হাতে থাকবে, তারপর তিনি বলবেন, আমিই বাদশাহ!...” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[54]।

---

[53] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭৩, ৭৪৩৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৮২।

[54] বুখারী, হাদীস নং ৪৮১২, ৬৫১৯, ৭৩৮২; মুসলিম, হাদীস নং ২৭৮৭।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي»

“আল্লাহ তা‘আলা যখন মখলুককে সৃষ্টি করেন, তিনি নিজ হাতে তার নিজের উপর লিখে দেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী।”[55]

আদম ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যকার বিতর্কের হাদীসে এসেছে,

«فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده»

“আদম আলাইহিস্‌সালাম মূসা আলাইহিস্‌সালামকে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ তা‘আলা তোমার সাথে কথা বলার মাধ্যমে তোমাকে নির্বাচন করেছেন, আর তাওরাতকে তোমার জন্য নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন।”[56] এখানে আল্লাহ তা‘আলার ‘কথা’ ও তাঁর ‘হাত’ আল্লাহর সত্তাগত সিফাত। পক্ষান্তরে ‘কথা বলা’ আল্লাহর সত্তাগত ও কর্মগত উভয় প্রকার সিফাত বা গুণ। আর ‘তাওরাত

---

[55] বুখারী, হাদীস নং ৩১৯৪, ৭৪২২; মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫১।

[56] বুখারী, হাদীস নং ৬৬১৪, ৩৪০৯, ৪৭৩৬; মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫২।

লিপিবদ্ধ করা' শুধু কর্মগত সিফাত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » الحديث

“আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতকে রাতে প্রসারিত করেন, যাতে দিনে অপরাধকারীরা তাওবা করে; আর দিনে তিনি তাঁর হাতকে প্রসারিত করেন যাতে রাতের অপরাধকারীরা তাওবা করে...” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[57]। এছাড়াও আরও অনেক হাদীস রয়েছে।

আল্লাহর নামসমূহ কুরআন ও হাদিসের উপর নির্ভরশীল

প্রশ্ন: আল্লাহর প্রতিটি কর্মগত গুণ বা সিফাত থেকে একটি করে নাম বের করা যাবে? নাকি আল্লাহর নামসমূহ কুরআন-হাদীসের ভাষ্যের উপর নির্ভরশীল?

উত্তর: না, যাবে না। আল্লাহর নামসমূহ কুরআন ও হাদিস থেকে শোনার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেকে যে নামে

[57] মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫৯।

নামকরণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে তাঁর জন্য যে নাম ব্যবহার করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আল্লাহর নাম বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। আর আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর যেসব কর্মের আখ্যা দিয়েছেন, তা সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশংসনীয় ও পরিপূর্ণতা। কিন্তু এর সবগুলো দ্বারা আল্লাহ্ শর্তহীনভাবে নিজেকে গুণান্বিত করেন নি এবং এর সবগুলো থেকে আল্লাহর নাম বের করা যাবে না। বরং এই কর্মগত গুণাবলির কিছু আছে এমন, যা দ্বারা আল্লাহ্ নিজেকে শর্তহীনভাবে গুণান্বিত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ ﴾ [الروم: ٤٠]

"আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পরে আবার তোমাদের জীবন দেবেন।" [সূরা রূম, আয়াত: ৪০] এর পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা নিজেকে খালেক (সৃষ্টিকর্তা), রাযেক (রিযিকদাতা), হায়াতদাতা, মৃত্যুদাতা ও পরিচালক নামকরণও করেছেন।

আবার কতক কর্ম আছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তার নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বিনিময় ও প্রতিদান হিসেবে। এগুলো যে প্রেক্ষাপটে এসেছে, সে প্রেক্ষাপটে আল্লাহর পূর্ণতা ও প্রশংসা বুঝায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ ١٤٢ ﴾ [النساء: ١٤٢]

“নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, অথচ তিনি তাদের ধোঁকা দানকারী।” [সূরা নিসা, আয়াত: ১৪২]

﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٥٤ ﴾ [ال عمران: ٥٤]

“আর তারা কৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৪]

﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ ٦٧ ﴾ [التوبة: ٦٧]

“তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬৭]

কিন্তু যে প্রেক্ষাপটে তা আলোচনা করা হয়েছে, সে প্রেক্ষাপট ছাড়া

আল্লাহর শানে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়। এ কথা বলা যাবে না, যে আল্লাহ তা'আলা ধোঁকা দেন, ঠাট্টা করেন, ষড়যন্ত্র করেন ইত্যাদি; আবার একইভাবে এ কথাও বলা যাবে না যে আল্লাহ্ ধোঁকাদানকারী, ঠাট্টাকারী, ষড়যন্ত্রকারী ইত্যাদি। এ ধরনের কথা কোন মুসলিম বা সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি বলতে পারে না। কেননা, যারা অসৎভাবে ষড়যন্ত্র করে, কৌশল করে, ধোঁকা দেয় শুধুমাত্র তাদের বিনিময় ও শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ নিজেকে এসব কর্মে আখ্যায়িত করেছেন। আর এটি জানা কথা যে, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ কাজগুলোর শাস্তি দেওয়া সৃষ্টির জন্যই একটি উত্তম গুণ। মহাজ্ঞানী, ন্যায়বিচারক ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার জন্য এ কাজ তবে আরও কত শ্রেষ্ঠ !

মহান আল্লাহর "আ'লা" (সর্বোচ্চ) নামটি যা যা অন্তর্ভুক্ত করে

প্রশ্ন: আল্লাহর নাম أعلى (উচ্চ) "আ'লা" ও এর সমার্থক যাহের (সর্বোচ্চ), কাহের (উচ্চতম পরাভূতকারী) ও মুতা'আলী (সর্বোচ্চ) ইত্যাদি নামগুলো কী কী অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে?

উত্তর: আল্লাহর 'আ'লা' (সর্বোচ্চ) নামটি এর থেকে নির্গত গুণকে

অন্তর্ভুক্ত করে। আর তা হচ্ছে ‘উচ্চতার’ সার্বিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা:

[প্রথমত,] তিনি আরশের উপরে উচ্চ অবস্থানে— সমগ্র সৃষ্টির উপরে, তাদের থেকে পৃথক, তাদের উপর রক্ষক, তারা যে অবস্থায় আছে তা সবই তিনি জানেন, তাঁর ইলম সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, তাঁর নিকট তাদের কোনো বিষয় গোপন নয়।

[দ্বিতীয়ত,] তাঁর প্রতাপ ও ক্ষমতায় তিনি সর্বোচ্চ; তাঁর কোনো পরাস্তকারী নেই, তাঁর সাথে বিবাদকারী নেই, বিপরীতে দাঁড়ানোর কেউ নেই এবং তাঁর ইচ্ছা রোধ করার কেউ নেই। বরং প্রতিটি বস্তু আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের সামনে অবনত, তাঁর পরাক্রমতার সামনে হীন, তাঁর বড়ত্বের সামনে বিনয়ী, তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার অধীন; তাঁর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো পথ নেই।

[তৃতীয়ত,] তাঁর শান-শওকত ও মর্যাদায় তিনি সর্বোচ্চ। পুর্ণতার যত গুণ আছে, তা সবই তার জন্য সাব্যস্ত, আর অপুর্ণতার যত প্রকার আছে, সব থেকে তিনি মুক্ত; তিনি পরাক্রমশালী ও সম্মানিত; বরকতময় ও মহান।

উল্লিখিত সব অর্থই ‘আল্লাহ সর্বোচ্চ’ কথাটির জন্য আবশ্যকীয় ও জরুরি; একটি অর্থ অপর অর্থ থেকে কোনভাবেই আলাদা হতে পারে না।

কুরআন থেকে আল্লাহ্‌র অবস্থানগত সর্বোচ্চতার প্রমাণ

প্রশ্ন: আল্লাহ্ অবস্থানগতভাবে সর্বোচ্চ— কুরআন থেকে এর প্রমাণ কী?

উত্তর: এ বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ অসংখ্য ও অগণিত। তার কিছু হলো উল্লেখিত নামগুলো এবং যেগুলো এর অনুরূপ অর্থবোধক। অন্য প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ ﴾ [طه: ٥]

“পরম করুণাময় আরশের ওপর উঠেছেন।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৫] এ আয়াতটি কুরআনের সাতটি জায়গায় বর্ণিত[58]।

আরেকটি প্রমাণ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦]

---

[58] সূরা আল-আ‘রাফ: ৫৪; সূরা ইউনুস: ৩; সূরা রা‘দ: ২; সূরা ত্বাহা: ৫; সূরা আল-ফুরকান: ৫৮; সূরা আস-সাজদাহ: ৪ এবং সূরা আল-হাদীদ: ৪। [সম্পাদক]

“তোমরা আসমানে যিনি আছেন তার থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ?” [সূরা মুলুক, আয়াত: ১৬]

আরেকটি হচ্ছে, আল্লাহ্ বলেন:

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ ﴾ [النحل: ٥٠]

“তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে।”। [সূরা নাহাল, আয়াত: ৫০]

আরও প্রমাণ:

﴿ إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ ﴾ [فاطر: ١٠]

“তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভাল কথা, আর নেক আমল— তিনি তা উন্নীত করেন।” [সূরা ফাতের, আয়াত: ১০]

আরও প্রমাণ:

﴿ تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥ خَمۡسِينَ أَلۡفَ سَنَةٖ ٤ ﴾ [المعارج: ٤]

“ফেরেশতাগণ ও রূহ এমন এক দিনে আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হয়, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।” [সূরা মা‘আরেজ, আয়াত: ৪]

অন্য প্রমাণ, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

﴿ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ۝٥ ﴾ [السجدة: ٥]

“তিনি পরিচালনা করেন সমুদয় বিষয় আসমান থেকে যমীনে।” [সূরা সেজদাহ, আয়াত: ৫]

আরেকটি প্রমাণ: আল্লাহ্ বলেন,

﴿ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ۝٥٥ ﴾ [ال عمران: ٥٥]

“হে ঈসা! আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব এবং তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নেব।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৫] এছাড়াও আরও বহু প্রমাণ রয়েছে।

হাদিস থেকে আল্লাহ্‌র অবস্থানগত সর্বোচ্চতার প্রমাণ

প্রশ্ন: আল্লাহ্ অবস্থানগতভাবে সর্বোচ্চ— হাদিস থেকে এর প্রমাণ কী?

উত্তর: এ বিষয়ের উপর হাদিস থেকে অসংখ্য ও অগণিত প্রমাণ আছে।

এক. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আও‘আল এর হাদীসে এসেছে:

«والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه »

“তার উপর রয়েছে আরশ; আর আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপর রয়েছেন। তিনি জানেন যার উপর তোমরা আছ।”[59]

দুই. বনী কুরাইযার ঘটনায় সা‘আদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة"

“তুমি তাদের বিষয়ে সপ্ত-আসমানের উপরে অবস্থিত বাদশাহ্র ফায়সালাই করেছ।”[60]

---

[59] আবু দাঊদ: ২৭২৪; তিরমিযী: ৩৩২০; ইবন খুযাইমাহ্, আত-তাওহীদ: ৬৮। হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল।

[60] সীরাতু ইবন হিশাম: ৩/২৫৯; ত্বাহাবী: শারহু মুশকিলুল আছার, ১৫/২৪৭; শারহু মা‘আনিল আছার, ৩/২১৬।

তিন. দাসীর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্ন ছিল,

« أين الله »قالت في السماء قال« اعتقها فإنها مؤمنة »

“আল্লাহ কোথায়?” সে বলল, “আল্লাহ আসমানে।” তখন তিনি বললেন, “তুমি তাকে আযাদ কর, কারণ সে ঈমানদার মেয়ে।”[61]

চার. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজের হাদিসসমূহ।

পাঁচ. ফেরেশতাদের আসা-যাওয়ার হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم » الحديث

“তারপর যেসব ফেরেশতা তোমাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছে তারা উপরের দিকে চলে যায়। তারপর আল্লাহ তাদের নিকট তোমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তোমাদের বিষয়ে সর্বজ্ঞ...” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[62]।

---

[61] মুসলিম, হাদীস নং-৫৩৭।

[62] বুখারী, ৫৫৫, ৩২২৩; মুসলিম: ৬৩২।

ছয়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী, তিনি বলেন,

«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» الحديث

“যে ব্যক্তি হালাল রুজি হতে একটি খেজুরের সমান দান করে— আর আল্লাহর নিকট একমাত্র পবিত্র বস্তুই উঠে থাকে....” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[63]।

সাত. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর হাদিসে বলেন,

«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» الحديث

“আল্লাহ তা‘আলা যখন আসমানে কোনো ফায়সালা করেন,

---

[63] বুখারী: ৭৪৩০, ১৪১০; মুসলিম: ১০১৪। বাকি অংশের অনুবাদ হচ্ছে: “... আল্লাহ্ তা‘আলা সে দানকে তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর একে বড় করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে বড় করে, এমনকি খেজুরটি পাহাড়ের মতো হয়ে যায়।”

ফেরেশতারা তাদের ডানাসমূহ আনুগত্য স্বরূপ বিনয়ের সাথে মেলে দেয় তাঁর বাণীর জন্য; যেন তা মসৃণ পাথরে শিকলের আঘাত…” হাদীসটির শেষ পর্যন্ত[64]।

এ ছাড়া আরও বহু হাদিস রয়েছে। একমাত্র ‘জাহমিয়া সম্প্রদায়’[65] ব্যতীত সকল সৃষ্টিই বিষয়টিকে স্বীকার করে।

আল্লাহ্‌র আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত মাসআলা

প্রশ্ন: আল্লাহর আরশের উপর উঠা সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল (সালাফ সালেহীন) দ্বীনের ইমামগণ কী বলেছেন?

উত্তর: আমাদের সালাফে সালেহীনগণ (আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাদেরকে রহমত করুন) সবাই বলেন, ইস্তেওয়া বা আরশের উপরে উঠা অজানা নয়, আর এর পদ্ধতি বোধগম্য নয়। আর এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, কিন্তু এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা বিদ‘আত। রিসালাত

---

[64] বুখারী: ৪৭০১, ৪৮০০।

[65] জাহমিয়া সম্প্রদায় বলতে জাহম ইবন সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তির অনুসারীদের বুঝায়। তারা আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলিকে অস্বীকার করে, তাক্বদীরকে অস্বীকার করে এবং আখেরাতের অনেক গায়েবী বিষয়ও অস্বীকার করে। মুসলিম উম্মতের অধিকাংশ আলেম তাদেরকে ইসলামি ফির্কার বহির্ভূত দল হিসেবে গণ্য করেন। [সম্পাদক]

ও বাণী আল্লাহর পক্ষ হতে আসে, রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে পৌঁছানো, আর আমাদের কর্তব্য তা বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া। আল্লাহ নাম ও সিফাত সম্পর্কিত যাবতীয় কুরআনের আয়াত ও হাদিসের বিষয়ে সালাফে সালেহীনের কথা এরূপই:

﴿ كُلٌّ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ ﴾ [ال عمران: ٧]

"সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭]

﴿ ۞ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ۝٥٢ ﴾ [ال عمران: ٥٢]

"আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আর তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫২]

আল্লাহ প্রতাপ ও ক্ষমতায় সর্বোচ্চ— কুরআন থেকে এর প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ ও ক্ষমতায় সর্বোচ্চ হওয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: এর প্রমাণ অনেক। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ۝١٨ ﴾ [الانعام: ١٨]

"আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর প্রতাপশালী; আর তিনি

প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১৮] এ আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও ক্ষমতার উচ্চতা এবং অবস্থানগত উচ্চতা উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ سُبۡحَٰنَهُۥۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٤ ﴾ [الزمر: ٤]

“তিনি পবিত্র মহান! তিনিই আল্লাহ, তিনি এক, প্রবল-পরাক্রান্ত।” [সূরা যুমার, আয়াত: ৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَۖ لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ ١٦ ﴾ [غافر: ١٦]

“আজ রাজত্ব কার?! প্রবল-প্রতাপশালী এক আল্লাহর!” [সূরা গাফের, আয়াত: ১৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٞۖ وَمَا مِنۡ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٦٥ ﴾ [ص: ٦٥]

“বলুন, ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর আল্লাহ ছাড়া আর কোন (সত্য) ইলাহ নেই, যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী’।” [সূরা সাদ, আয়াত: ৬৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ﴾ [هود: ٥٦]

অর্থাৎ “প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণীরই তিনি পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণকারী।” [সূরা হুদ, আয়াত: ৫৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ ٣٣ ﴾ [الرحمن: ٣٣]

“হে জ্বিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা থেকে বের হতে পার, তাহলে বের হও। কিন্তু তোমরা তো (আল্লাহর দেয়া) শক্তি ছাড়া বের হতে পারবে না।” [সূরা রহমান, আয়াত: ৩৩] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

হাদিস থেকে আল্লাহ তা‘আলার প্রতাপ ও ক্ষমতায় সর্বোচ্চতার প্রমাণ

প্রশ্ন: হাদিস থেকে আল্লাহ তা‘আলার প্রতাপ ও ক্ষমতায়

সর্বোচ্চতার প্রমাণ?

উত্তর: এ বিষয়ে একাধিক দলীল রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

« أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها »

“আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এমন সব জীব-জন্তুর অনিষ্টতা থেকে, তুমি যার কপাল ধরার অধিকারী।”[66]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« اللّٰهُمَّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك »الحديث

“হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার ছেলে, তোমার বাঁদির ছেলে; আমার মাথার সম্মুখভাগ তোমার হাতে, আমার বিষয়ে তোমার বিধান প্রযোজ্য, আমার ক্ষেত্রে তোমার সিদ্ধান্ত ইনসাফপূর্ণ...” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[67]।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

« إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت »

“নিশ্চয় আপনি ফয়সালা করেন, আপনার উপর ফয়সালা করা যায় না। আপনি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, সে অপমানিত

---

[66] মুসলিম: ২৭১৩।

[67] মুসনাদ আহমাদ, ১/৩৯১, ৪৫২।

হয় না, আর যার শত্রুতা করেন, সে সম্মানিত হয় না।[68]”

এ ছাড়াও আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

শান-শওকত ও মর্যাদায় আল্লাহ্ সর্বোচ্চ হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্নঃ শান-শওকত ও মর্যাদায় আল্লাহ সর্বোচ্চ হওয়ার প্রমাণ কী? আর আল্লাহ থেকে কোন বিষয়গুলো নিষেধ করা ওয়াজিব?

উত্তর: জেনে রাখবে যে, শান-শওকত ও মর্যাদায় আল্লাহ সর্বোচ্চ হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর নাম ‘আল-কুদ্দূস’ (মহাপবিত্র), ‘আস-সালাম’ (সার্বিক শান্তি), ‘আল-কাবীর’ (সর্ববৃহৎ), ‘আল-মুতা‘আল’ (সর্বোচ্চ) এবং এ জাতীয় অর্থের অন্যান্য নামের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে আল্লাহর যাবতীয় পূর্ণ গুণসমূহ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি বর্ণনামূলক সকল প্রশংসাই এ উচ্চ শান-শওকত ও মর্যাদার উপর প্রমাণবহ। সুতরাং তিনি তাঁর এককত্বে এতই মহান যে অন্য কারও পক্ষে তাঁর সেটার বা সেটার অংশবিশেষের মালিকানা দাবী করা, অথবা তাঁর কোনো সাহায্যকারী থাকা, অথবা পৃষ্ঠপোষক বা তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোনো সুপারিশকারী থাকা, অথবা তাঁর উপর কাউকে আশ্রয় দেয়া থেকে তিনি সম্পূর্ণ উর্ধ্বে।

[68] আবু দাউদ: ১৪২৫, ১৪২৬; তিরমিযী: ৪৬৪; ইবন মাজাহ: ১১৭৮।

অনুরূপভাবে তিনি তাঁর বড়ত্ব, অহংকার, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে এতই মহান যে তাঁর কোনো বিরোধী পক্ষ, তাঁকে পরাস্তকারী, অথবা হীনতাবশত তার জন্য কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই। তদ্রূপ তিনি তাঁর অমুখাপেক্ষীতায় এতই মহান যে, তাঁর কোনো সঙ্গীনী, সন্তান, পিতা, সমকক্ষ বা সমপর্যায়ের কেউ নেই। একইভাবে তিনি তাঁর জীবন, সর্বসত্তার ধারক, ক্ষমতার দিক থেকে এতই পরিপূর্ণ যে, তিনি মৃত্যু, তন্দ্রা, ঘুম, শ্রান্তি, অপারগতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও সর্বোচ্চ। তিনি তাঁর জ্ঞানে এতই পরিপূর্ণ যে, অসাবধানতা ও ভুল-ভ্রান্তি কিংবা আসমান ও যমীনের কোনো সামান্যতম কণা পরিমাণ কিছুর জ্ঞান তাঁর জ্ঞানের আওতা থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে তিনি মহান ও সর্বোচ্চ। তিনি তাঁর হেকমত-প্রজ্ঞা ও প্রশংসায় এতই পরিপূর্ণ যে, কোনো কিছু বেহুদা সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টিকে কোনো প্রকার নির্দেশ, নিষেধ, পুনরুত্থান কিংবা প্রতিফল প্রদান না করে এমনি ছেড়ে দেয়া থেকে তিনি সর্বোচ্চ ও মহান। তিনি তাঁর পূর্ণ ইনসাফের কারণে কাউকে শরিষা পরিমাণ অত্যাচার করা বা তাদের নেক আমলের সামান্যতম কিছুও নষ্ট করা থেকে সর্ব্বোচ্চ ও মহান। তিনি তাঁর পূর্ণ অভাবমুক্তিতার

কারণে তাঁকে খাওয়ানো হবে অথবা তাঁকে রিযিক প্রদান করা হবে, অথবা কোনো কিছুতে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে সম্পূর্ণ উঁচুতে রয়েছেন। তিনি তাঁর যাবতীয় গুণ যেগুলো দ্বারা তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁকে তাঁর রাসূল গুণান্বিত করেছেন সেগুলো গুণমুক্ত করা বা অন্যকিছুর মত হওয়া থেকে সর্বোচ্চ। আর তিনি তাঁর উলুহিয়াত, রবুবিয়াত এবং তাঁর মহান নাম ও গুণের বিরোধী যাবতীয় বিষয় থেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র, সম্মানিত ও মহান, বরকতময় ও সুউচ্চ।

﴿وَلَهُ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢٧﴾ [الروم: ٢٧]

“নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ গুণাগুন তাঁরই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।”

আর এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ওহীর ভাষ্যসমূহ সর্বজন বিদিত ও সুপরিচিত, সেগুলোর সংখ্যাও অনেক ও সুখ্যাত।

আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ‘যে ব্যক্তি এ গুলোকে ‘ইহসা’

করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’ এ কথার ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী; যে ব্যক্তি এ গুলোকে ‘ইহসা’ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথার ব্যাখ্যা কী?

উত্তর: আলেমগণ এ হাদিসের অনেক ব্যাখ্যা করেছেন।

এক. এ নামগুলো হেফয করা, এগুলো দ্বারা আল্লাহর কাছে দো‘আ করা ও আল্লাহর প্রশংসা করা।

দুই. যে সব নামের মধ্যে অনুকরণ-অনুসরণ করার অবকাশ আছে, তাতে অনুসরণ-অনুকরণ করা। তখন একজন বান্দা নিজেকে ঐ সব নামের গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা চালাবে। যেমন, রাহীম (দয়াবান) ও করীম (দানবীর)। আর যে সব নাম আল্লাহর সাথে সুনির্দিষ্ট যেমন, জাব্বার (বাধ্যকারী, পূর্ণতাপ্রদানকারী) ‘আযীম (মহান) মুতাকাব্বির (অহংকারকারী) ইত্যাদি এসব নামের ক্ষেত্রে বান্দার করণীয় হল, সেগুলোর স্বীকৃতি দেয়া, সেগুলোর প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করা বা বিনয়ী হওয়া এবং এ নামগুলোর কোনোটি নিজের জন্য দাবী না করা। আর যে সব নামের মধ্যে ভালো ওয়াদা আছে, যেমন গাফুর (ক্ষমাশীল), শাকুর (শোকরগুযার), ‘আফুউ (পাপ-মোচনকারী), রা’উফ (অত্যন্ত দয়ার্দ্র), হালীম (সহিষ্ণু), জাওয়াদ (দানশীল), কারীম (দানবীর), সে সব নামের ক্ষেত্রে করণীয় হল, আশা ও

আকাঙ্ক্ষার মাঝে অবস্থান করা। আর যেসব নামের মধ্যে ভয় বা হুমকি রয়েছে যেমন, ‘আযীযুন যুনতিকাম’ (মহাপরাক্রমশালী প্রতিশোধগ্রহণকারী), শাদীদুল ইকাব (কঠোর শাস্তিদাতা), সারী‘উল হিসাব (দ্রুত হিসেবগ্রহণকারী), সেসব নামের ক্ষেত্রে করণীয় হলো ভয় ও ভীতির মাঝে অবস্থান করা।

তিন. বান্দা কর্তৃক এ নাম-গুণগুলো ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করা, সেগুলোকে যথাযথভাবে চেনা ও সেগুলোর দ্বারা যথাযথ ইবাদত করার মাধ্যমে সেগুলোর হক্ক আদায় করা। যেমন, যে কেউ আল্লাহ কর্তৃক তাঁর সৃষ্টির উঁচুতে থাকা, তাদের উপরে তাঁর অবস্থান, তাঁর আরশের উপর উঠা, তাদের থেকে পৃথক অবস্থায় থাকার পাশাপাশি তাদেরকে জ্ঞান ও ক্ষমতায় পরিবেষ্টন করে রাখা ইত্যাদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করবে, সে এ-গুণ অনুসারে আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যে, তার অন্তর তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হবে, তাঁর দিকে উৎসারিত হবে, তাঁর প্রতিই আবেদন করবে, তাঁর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেভাবে পরাক্রমশালী বাদশাহ্‌র সামনে হীন এক দাস দাঁড়ায়। তখন সে অনুভব করবে যে, তার কথা ও কাজ আল্লাহ্‌র কাছে উঠে ও তাঁর কাছে পেশ করা হয়, তাই তাকে অপদস্থ করবে ও ফাঁসিয়ে দেবে এমন কথা ও কাজ আল্লাহ্‌র কাছে উঠতে গেলে সে লজ্জা পাবে। আর সে প্রত্যক্ষ করবে প্রত্যেক মুহূর্তে জগতের বিভিন্ন প্রান্তে

বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব নিয়ে ইলাহী নির্দেশ ও ফরমানের অবতরণ; যেগুলো মৃত্যুদান ও জীবিতকরণ, সম্মানিতকরণ ও অপমানিতকরণ, উঁচু করা ও নীচু করা, দান করা ও না করা, বিপদ দূর করা ও প্রেরণ করা, মানুষের মাঝে (সুখ-দুঃখের) দিনগুলোর আবর্তন ঘটানো প্রভৃতি কর্তৃত্ব নিয়ে অবতীর্ণ হয় তাঁর রাজত্বে, যে রাজত্বে শুধু তাঁরই কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ আছে। তাঁর ইচ্ছামতো শুধু তাঁর ফরমানই এখানে কার্যকর—

﴿ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٖ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٥ ﴾ [السجدة: ٥]

“তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সব কিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর”। [সূরা আস-সাজদাহ: ৫]

যে ব্যক্তি জেনে ও ইবাদত করে এই দৃশ্যের হক্ব যথাযথভাবে আদায় করবে, সে তাঁর রবকে নিয়ে যথেষ্ট হবে এবং তিনি তাঁর জন্য যথেষ্ট হবেন।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান, শ্রবণ, দৃষ্টি, জীবন, সর্বসত্তার ধারকতা ইত্যাদির দৃশ্য যথাযথভাবে অবলোকন করবে, (তারও একই অবস্থা হবে)। আর এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য কেবল অগ্রগামী নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরই হয়।

আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়

প্রশ্ন: আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় কী?

উত্তর: আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় হল, আল্লাহ নাম, গুণ ও আয়াতসমূহে বক্রতা অবলম্বন। আর এ বক্রতা অবলম্বন তিন প্রকারে হয়ে থাকে:

প্রথমত: মুশরিকদের বক্রতা; যারা আল্লাহর নামসমূহকে প্রকৃত অর্থ থেকে ফিরিয়ে অন্য অর্থে নিয়ে যায় এবং সেগুলো দ্বারা তারা তাদের মূর্তিগুলোর নাম রাখে। ফলে তারা এর মধ্যে বাড়ায় এবং কমায়। তারা ইলাহ থেকে 'লাত', আযীয থেকে 'উয্যা', আর মান্নান থেকে 'মানাত' নামে তাদের মূর্তিসমূহের নাম রেখেছিল।

দ্বিতীয়ত: 'মুশাব্বিহা' বা সাদৃশ্য স্থাপনকারীদের বক্রতা; তারা আল্লাহর গুণসমূহের 'আকৃতি' সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহর গুণসমূহকে তাঁর সৃষ্টির গুণের সাথে সাদৃশ্য করে। তাদের এ বক্রতা মুশরিকদের বক্রতার বিপরীত; মুশরিকরা সৃষ্টিকে সৃষ্টিকুলের রবের সমান করে দিয়েছে আর এরা আল্লাহকে তাঁর সৃষ্ট কোনো দেহের মতো করে দিয়েছে এবং তাঁকে তাঁর সৃষ্টির সদৃশ করেছে। আল্লাহ তা থেকে উচ্চ ও পবিত্র।

তৃতীয়ত: 'মু'আত্তিলা' বা অকার্যকরকারী ও অস্বীকারকারীদের বক্রতা: তারা আবার দুই প্রকার—

এক, যারা আল্লাহর জন্য নামসমূহের শব্দগুলো সাব্যস্ত করে, কিন্তু শব্দের অন্তর্গত পূর্ণতার গুণসমূহকে অস্বীকার করে। তারা বলে: তিনি 'রহমান' ও 'রাহিম' (দয়াবান), কিন্তু তার কোনো 'রহমত' (দয়া) নেই, তিনি 'আলীম' (সর্বজ্ঞ) কিন্তু তার কোনো 'ইলম' (জ্ঞান) নেই, তিমি 'সামী' (সর্বশ্রোতা) ও 'বাসীর' (সর্বদ্রষ্টা) কিন্তু তার কোন 'স্রবণ' ও 'কর্ণ' নেই ইত্যাদি।

দুই, তারা আল্লাহর যাবতীয় নাম ও যা সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত সে সব পুরোপুরিই অস্বীকার করেছে, এমনকি তারা তাকে শুধু এমন নাস্তিসূচক গুণই বর্ণনা করে থাকে যার না আছে কোনো নাম, না আছে কোনো গুণ। (আল্লাহর কোনো নাম নেই এবং কোনো সিফাত নেই।) আল্লাহ তা'আলা এ সব যালেমরা যা বলে তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥ ﴾ [مريم: ٦٥]

"তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সে সবের রব। কাজেই তাঁরই 'ইবাদাত করুন এবং তাঁর 'ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাকুন । আপনি কি তাঁর সমনামগুণসম্পন্ন কাউকেও জানেন"। [সূরা মারইয়াম: ৬৫]

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

“কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা শূরা: ১১]

﴿ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا ١١٠ ﴾ [طه: ١١٠]

“তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।”। [সূরা ত্বা-হা: ১১০]

তাওহীদের প্রকারগুলো একটি অপরটির জন্য বাধ্যতামূলক

প্রশ্ন: তাওহীদের প্রকারগুলো একটি অপরটির জন্য কী বাধ্যতামূলক যে এর কোনো প্রকারের বিরোধী কিছু হলে তা অপরাপর প্রকারাদিকেও নিষিদ্ধ করে?

উত্তর: হ্যা, তাওহীদের প্রকারগুলো একটি অপরটির জন্য বাধ্যতামূলক। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি একটি প্রকারের মধ্যে শির্ক করে তাহলে সে বাকীগুলোর মধ্যেও মুশরিক বলে বিবেচিত হবে। যেমন- গাইরুল্লাহকে ডাকা ও তার কাছে এমন কিছু চাওয়া

যার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে নেই। কারণ আল্লাহকে ডাকা ইবাদত বরং তা ইবাদতের মূল-মগজ। সুতরাং সেটিকে গাইরুল্লাহর দিকে ফিরানো অবশ্যই ইবাদতের মধ্যে শির্ক। অনুরূপভাবে গাইরুল্লাহর নিকট কোনো উপকার চাওয়া বা ক্ষতি দূর করতে চাওয়া এ কথা বিশ্বাস করে সে এ সবের উপর ক্ষমতা রাখে, এটি হলো আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে শির্ক করা। কারণ, এতে করে সে বিশ্বাস করল যে আল্লাহর রাজত্বে অন্য কোনো পরিচালনাকারী রয়েছে। তাছাড়া সে তখনই গাইরুল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো ইলাহকে ডেকেছে, যখন সে এ কথা বিশ্বাস করেছে যে এ গাইরুল্লাহ (যাকে সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডেকেছে) সে দূর কিংবা নিকট, যে কোনো সময় ও যেকোনো স্থান থেকে তার ডাক শোনে এবং দেখে, আবার কখনও কখনও তারা সেটা স্পষ্টভাবে বলেও থাকে। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর নাম ও গুণের সাথে শির্ক করা। কেননা সে গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও) জন্য এমন সর্বব্যাপী শ্রবণ সাব্যস্ত করল, যা সকল শ্রুত বিষয়াদিকে পরিবেষ্টন করেছে, নিকট কিংবা দূরের কোনো কিছুই যেন তার কাছে অপ্রকাশিত থাকল না। সুতরাং গাইরুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে) ডাকার মাধ্যমে আল্লাহর উলুহিয়্যাত তথা ইবাদতে যে শির্ক হয়ে থাকে, তা আল্লাহর রুবুবিয়্যাত ও তাঁর নাম ও গুণসমূহের মধ্যে শির্ক করা আবশ্যক

করে নেয়।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন ও হাদিস থেকে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার দলিল কী?

উত্তর: কুরআনে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অনেক প্রমাণ আছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الشورى: ٥]

“আর ফেরেশতারা তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে এবং যমীনে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।” [সূরা শুরা, আয়াত: ৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسۡجُدُونَ۩ ٢٠٦ ﴾ [الاعراف: ٢٠٦]

“নিশ্চয় যারা তোমার রবের নিকট আছে তারা তাঁর ইবাদাতের ব্যাপারে অহঙ্কার করে না এবং তার তাসবীহ পাঠ করে; আর তাঁর

জন্যই সিজদা করে।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ২০৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلۡكَٰفِرِينَ ٩٨ ﴾ [البقرة: ٩٨]

“যে শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের, জিবরীলের ও মীকাঈলের— তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৯৮]

সুন্নাত থেকে ফেরেশতাদের প্রতি উপর ঈমান আনার প্রমাণ জিবরীল আলাইহিসসালাম এর হাদীস ও অন্যান্য হাদিসে পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে। আর সহীহ মুসলিমে বর্ণিত যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।[69] এছাড়াও তাদের বিষয়ে অনেক হাদিস রয়েছে।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

প্রশ্ন: ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?

---

[69] মুসলিম, হাদীস নং-২৯৯৬।

উত্তর: এ দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব রয়েছে, আর তারা আল্লাহর সৃষ্টিকুলেরই এক প্রকার সৃষ্টি। তারা আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত, বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত। আর তারা—

﴿ عِبَادٌ مُّكۡرَمُونَ ۝٢٦ لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ ۝٢٧ ﴾ [الانبياء: ٢٦، ٢٧]

“সম্মানিত বান্দা; তারা তাঁর আগ বাড়িয়ে কোন কথা বলে না। আর তাঁর নির্দেশেই তো তারা কাজ করে।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৬, ২৭]

﴿ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ۝٦ ﴾ [التحريم: ٦]

“তারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।” [সূরা তাহরীম, আয়াত: ৬]

﴿ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ ۝١٩ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ ۝٢٠ ﴾ [الانبياء: ١٩، ٢٠]

“আর তাঁর কাছে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশত তাঁর ইবাদাত

হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিন-রাত তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, তারা শিথিলতা দেখায় না;” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৬, ২৭] আর তারা বিরক্তও হয় না, ক্লান্তও হয় না।

দায়িত্ব অনুযায়ী ফেরেশতাদের প্রকার

প্রশ্ন: ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা যে জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যে বিষয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন সে অনুযায়ী তাদের কিছু প্রকার কী?

উত্তর: দায়িত্বের দিক বিবেচনা করে ফেরেশতাদের প্রকার অনেক:

তাদের কারও দায়িত্ব রাসূলদের প্রতি ওহীর বার্তা পৌঁছানো। এ দায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম।

কেউ আছেন বৃষ্টির দায়িত্বে। তিনি হলেন মিকাইল আলাইহিস্‌সালাম।

আবার কাউকে শিঙ্গার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি হলেন ইসরাফিল আলাইহিসসালাম।

কারও দায়িত্ব মানুষের রূহ কবজ করা। তিনি হলেন মালাকুল মাওত ও তার সহগোযীরা।

কারও রয়েছে বান্দার আমলের দায়িত্ব। আর তারা হলেন আল-কিরামুল কাতিবূন (সম্মানিত লেখকবৃন্দ)।

কতক ফেরেশতা আছেন যাদের দায়িত্ব বান্দাকে সামনে ও পিছন থেকে হেফাজত করা। তারা হলেন মু'আক্কিবাত।

কারও দায়িত্বে রয়েছে জান্নাত ও তার নেয়ামতসমূহ। তারা হলেন, রিদ্ওয়ান ও তার সহযোগীরা।

কতক ফেরেশতার জাহান্নাম ও তার আযাবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা হলেন, মালেক ও তার সঙ্গের যাবানিয়া, যাদের সরদার উনিশ জন।

আবার কাউকে কবরের আযাবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা হলেন, মুনকার ও নাকীর।

কতক ফেরেশতা আরশকে বহনকারী। আবার কতক হলেন, কারূবিইয়ুন।

কোনো কোনো ফেরেশতার দায়িত্ব গর্ভের *নুত্বফাহ্* বা বীর্য থেকে মানবের আকৃতি-গঠন ও তাক্বদীর লিখন।

আবার কতক ফেরেশতা আছেন যারা বায়তুল মা‘মুরে প্রবেশ করেন। এ ঘরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন, যারা পুনরায় ফিরে আসবেন না।

কতক ফেরেশতা আছেন, যারা যিকরের মজলিসসমূহের খোঁজে বিচরণ করে থাকেন।

কতক ফেরেশতা আছেন, যারা কাতারবন্দি হয়ে দণ্ডায়মান থাকেন। যারা কখনো পরিশ্রান্ত হন না।

কতক ফেরেশতা আছেন যারা সব সময় রুকুকারী ও সেজদাকারী, কখনো তা হতে উঠেন না।

এগুলো ছাড়াও আরও অসংখ্য ফেরেশতা আছে,

﴿ وَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكۡرَىٰ لِلۡبَشَرِ ٣١ ﴾ [المدثر: ٣١]

“আর আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আর এ তো মানুষের জন্য উপদেশমাত্র”। [সূরা মুদ্দাচ্ছের,

আয়াত: ৩১] কুরআন ও হাদিস থেকে উল্লেখিত প্রকারসমূহের দলীল প্রমাণ অতি পরিচিত।

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ

প্রশ্ন: আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ কী?

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার বহু প্রমাণ আছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ ... ﴾ [النساء: ١٣٦]

“হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন।” [সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৬] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ

وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ ﴾ [البقرة: ١٣٦]

"তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর, আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে নবীগণকে তাদের রবের পক্ষ হতে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩৬]

এ ধরনের আয়াত আরও অনেক রয়েছে। তবে এর জন্য এ আয়াতই যথেষ্ট—

﴿ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ ﴾ [الشورى: ١٥]

"আর আপনি বলুন, 'আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করেছেন, তার প্রতি আমি ঈমান এনেছি' "। [সূরা শূরা, আয়াত: ১৫]

কুরআনে কি সব কিতাবের নাম আছে

প্রশ্ন: কুরআনে কি সব আসমানি কিতাবের নাম আছে?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। যথা, কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর, ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম ও মুসা আলাইহিসসালাম এর সহীফাসমূহ। অন্যান্য কিতাব তিনি সার্বিকভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ۝٢ نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ۝٣ مِن قَبۡلُ ﴾ [ال عمران: ٢، ٣]

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন যথাযথভাবে, এর পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে। আর নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইন্‌জীল, ইতোপূর্বে" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২, ৩] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا ۝٥٥ ﴾ [الاسراء: ٥٥]

"আর আমি দাঊদকে যবুর দান করেছি।" [সূরা ইসরা, আয়াত: ৫৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَمۡ لَمۡ يُنَبَّأۡ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝٣٦ وَإِبۡرَٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ ۝٣٧ ﴾ [النجم: ٣٦،

[৩৭

“নাকি তাকে জানানো হয় নি যা আছে মূসার সহীফায়, এবং ইবরাহীমের (সহীফায়), যিনি (অঙ্গীকার) পূর্ণ করেছিলেন।” [সূরা নজম, আয়াত: ৩৬, ৩৭] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ ﴾ [الحديد: ٢٥]

“নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে”। [সূরা হাদীদ, আয়াত: ২৫]

আল্লাহ তা‘আলা যেসব কিতাবের নাম বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর উপর বিস্তারিত ঈমান আনতে হবে। আর যেসব কিতাব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, সেসব কিতাবের উপর সংক্ষেপেই ঈমান আনা ওয়াজিব। সুতরাং, এ বিষয়ে আমরা সে কথা-ই বলব, যে কথা বলার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন—

﴿ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ ﴾ [الشورى: ١٥]

“আর আপনি বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, তার প্রতি আমি ঈমান এনেছি”। [সূরা শূরা, আয়াত: ১৫]

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

প্রশ্ন: আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?

উত্তর: আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার অর্থ এ কথা দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, এ সব কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে; আর আল্লাহ বাস্তবে সেগুলো বলেছেন। কিছু কথা পর্দার আড়াল থেকে কোনো ফেরেশতা-দূতের মাধ্যম ছাড়াই তাঁর কাছ থেকে শোনা গেছে; আর কিছু কথা ফেরেশতা-দূত মানব-দূত বা মানব-রাসূলের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন; আবার কিছু কথা আছে আল্লাহ তা‘আলা নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحۡيًا أَوۡ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ أَوۡ يُرۡسِلَ رَسُولٗا فَيُوحِيَ بِإِذۡنِهِۦ مَا يَشَآءُۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٞ ٥١ ﴾ [الشورى: ٥١]

“আর কোন মানুষেরই এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে

কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া, অথবা এমন দূতপ্রেরণ ছাড়া, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।” [সূরা শূরা, আয়াত: ৫১]

আল্লাহ তা‘আলা মুসা আলাইহিসসালামকে বলেন,

﴿ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّي ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي ﴾ [الاعراف: ١٤٤]

“তিনি বললেন, ‘হে মূসা, আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা আপনাকে মানুষের উপর বেছে নিয়েছি। সুতরাং যা কিছু আমি আপনাকে প্রদান করলাম তা গ্রহণ করুন এবং শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৪]

﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤ ﴾ [النساء: ١٦٤]

“আর আল্লাহ তা‘আলা মূসার সাথে কথোপকথান করেন।” [সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৪]

আল্লাহ তা‘আলা তাওরাত সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَكَتَبۡنَا لَهُۥ فِي ٱلۡأَلۡوَاحِ مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّوۡعِظَةٗ وَتَفۡصِيلٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ ﴾ [الاعراف: ١٤٥]

“আর আমরা তার জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৫]

আল্লাহ্ ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে বলেন:

﴿وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ﴾ [المائدة: ٤٦]

“আর আমরা তাকে ইঞ্জীল দিয়েছিলাম।” [সূরা আল-মায়েদা: ৪৬]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا ۝٥٥ ﴾ [الاسراء: ٥٥]

“আর আমরা দাউদকে দান করছি যবুর” [সূরা ইসরা, আয়াত: ৫৫]

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন সম্পর্কে বলেন,

﴿ لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَشۡهَدُونَۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦]

“কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যা তোমার নিকট তিনি নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে, তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে। আর ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট।” [সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৬] আল্লাহ তা‘আলা কুরআন সম্পর্কে আরও বলেন,

﴿ وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنَٰهُ لِتَقۡرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكۡثٖ وَنَزَّلۡنَٰهُ تَنزِيلٗا ١٠٦ ﴾ [الاسراء: ١٠٦]

“আর কুরআন আমি নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন আপনি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পারেন ধীরে ধীরে, আর আমি তা নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে।” [সূরা ইসরা, আয়াত: ১০৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٩٢ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥ ﴾ [الشعراء: ١٩٢، ١٩٥]

“আর নিশ্চয় এ কুরআন সৃষ্টিকুলের রবেরই নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত আত্মা এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও, সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।” [সূরা শুয়ারা, আয়াত: ১৯২, ১৯৫]

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন সম্পর্কে আরও বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكۡرِ لَمَّا جَآءَهُمۡۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ ٤١ لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢ ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢]

“নিশ্চয় যারা উপদেশ [কুরআন] আসার পরও তা অস্বীকার করে [তাদেরকে অবশ্যই এর পরিণাম ভোগ করতে হবে]। আর এটি নিশ্চয় এক সম্মানিত গ্রন্থ। বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।” [সূরা ফুছসিলাত, আয়াত: ৪১, ৪২] ইত্যাদি আয়াতসমূহ। এ ছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মাঝে কুরআনের মর্যাদা

প্রশ্ন: পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআনের মর্যাদা কী?

উত্তর: এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ ٤٨ ﴾ [المائدة: ٤٨])

“আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে”। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ أَن يُفۡتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٣٧ ﴾ [يونس: ٣٧]

“এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি যা তার সামনে (পূর্বে) রয়েছে, তার সত্যায়ন এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা; যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে”। [সূরা ইউনুস, আয়াত:

৩৭] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝١١١ ﴾ [يوسف: ١١١]

“এটা কোন বানানো গল্প নয়, বরং এর পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং হিদায়াত ও রহমত ঐ কওমের জন্য, যারা ঈমান আনে”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১]

মুফাচ্ছিরগণ বলেন, কুরআন নাযিল হয়েছে মুহাইমিন বা তদারককারী, আমানতদার ও পূর্বের কিতাবসমূহের উপর সাক্ষী ও সত্যায়নকারীরূপে। অর্থাৎ, কুরআন পূর্বের কিতাবসমূহের মধ্যে যা বিশুদ্ধ তার সত্যায়ন করে, পূর্বের কিতাবসমূহে যে সব পরিবর্তন ও বিকৃতি রয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করে এবং পূর্বের কিতাবসমূহ রহিত করা কিংবা বহাল রাখার বিধান দেয়। এ কারণেই দেখা যায়, যারা পূর্বের কিতাবসমূহকে ভালোভাবে অনুসরণ করেছে এবং (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর নি, তারা আল্লাহর কুরআনের প্রতি অনুগত হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤۡمِنُونَ ۝٥٢ وَإِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبۡلِهِۦ مُسۡلِمِينَ ۝٥٣ ﴾ [القصص: ٥٢، ٥٣]

“এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর প্রতি ঈমান আনে। আর যখন তাদের নিকট তা তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, নিশ্চয় তা সত্য, আমাদের রবের পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আমরা এর পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম”। [সূরা আরাফ, আয়াত: ৫২, ৫৩] এ বিষয়ে আরও আয়াত রয়েছে।

কুরআন সম্পর্কে আমাদের যা করা আবশ্যক

প্রশ্ন: কুরআন সম্পর্কে উম্মতের প্রত্যেকের কী করা আবশ্যক?

উত্তর: প্রকাশ্যে ও গোপনে কুরআনের অনুকরণ করা, কুরআনকে আঁকড়ে ধরা এবং কুরআনের হক আদায় করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ۝١٥٥ ﴾ [الانعام:

[১৫৫

“আর এটি একটি কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১৫৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣ ﴾ [الاعراف: ٣]

“তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৩] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلۡكِتَٰبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُصۡلِحِينَ ١٧٠ ﴾ [الاعراف: ١٧٠]

“আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সালাত কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।”

[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭০]

এ বিধানটি সব কিতাবের বিষয়েই এক। এ বিষয়ে কুরআনে আয়াতও রয়েছে অনেক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে ওসিয়ত করে বলেন,

«فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به»

“অতএব, তোমরা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ কর এবং তা মজবুতভাবে ধর[70]।” অপর একটি হাদিস আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« إنها ستكون فتن» قلت: ما المخرج منها يا رسول الله قال: « كتاب الله »

“অচিরেই এক ফিতনা সংঘটিত হবে।” আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তার থেকে মুক্তির পথ কী? তখন তিনি বললেন, “আল্লাহর কিতাব” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[71]।

---

[70] মুসলিম: ২৪০৮।

[71] তিরমিযী: ২৯০৬। হাদীসটি দুর্বল।

আল্লাহর কিতাবকে মজবুত করে ধরা ও তার হক আদায় করার অর্থ

প্রশ্ন: আল্লাহর কিতাবকে মজবুত করে ধরা ও তার হক আদায় করা অর্থ কী?

উত্তর: আল্লাহর কিতাবকে মজবুত করে ধরা ও তার হক আদায় করার অর্থ কুরআনকে রাত-দিন হিফয করা, তিলাওয়াত করা, তা দ্বারা সালাত আদায় করা; কুরআনের বিধানের উপর আমল করা, এর আয়াতসমূহে চিন্তা ও গবেষণা করা, হালালকে হালাল মানা ও হারামকে হারাম মানা, কুরআনের নির্দেশের আনুগত্য করা, এর নিষেধসমূহে হতে বিরত থাকা, কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ ও ঘটনাসমূহ হতে উপদেশ গ্রহণ করা, কুরআনের ‘মুহকাম’ বা সুস্পষ্ট বিধানের উপর আমল করা, ‘মুতাশাবিহ’ বা অস্পষ্ট বিধানগুলোকে মেনে নেয়া, কুরআনে বর্ণিত নির্ধারিত সীমায় থেমে যাওয়া ও সীমা অতিক্রম না করা, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিকৃতি এবং যারা বাতিলপন্থী তাদের অপব্যাখ্যাকে প্রতিহত করা, কুরআনের জন্য সার্বিক অর্থেই নসীহত করা এবং মানুষকে কুরআনের প্রতি জ্ঞান সহকারে দাওয়াত দেওয়া।

যারা বলে ‘কুরআন সৃষ্ট’ তাদের বিধান

প্রশ্ন: যারা বলে যে ‘কুরআন সৃষ্ট’, তাদের বিধান কী?

উত্তর: অক্ষর ও অর্থসহ কুরআন বাস্তবেই মহান আল্লাহর কথা। অর্থ ব্যতীত শুধু অক্ষর আল্লাহর কালাম নয়, আবার অক্ষর ব্যতীত শুধু অর্থ আল্লাহর বাণী নয়। আল্লাহ তা‘আলা এ কুরআন দ্বারা বাণী হিসেবে কথা বলেছেন, ওহি হিসেবে তার নবীর উপর এ কুরআন নাযিল করেছেন, আর মুমিনরা এ কুরআনের প্রতি সত্যিকার অর্থে ঈমান এনেছেন। কুরআন যদি কলম দ্বারা লেখা হয়, বা মুখ দ্বারা তিলাওয়াত করা হয়, বা অন্তর দ্বারা হিফয করা হয়, বা কান দ্বারা শোনা হয়, বা চোখ দ্বারা দেখা হয়: এর কোনটিই কুরআন আল্লাহর কালাম হতে প্রতিবন্ধক হবে না। হাত, কলম, কালি, কাগজ ইত্যাদি সৃষ্ট, কিন্তু যা লেখা হয়, তা সৃষ্ট নয়। মানুষের জিহ্বা ও আওয়াজ সৃষ্ট, আর জিহ্বা দ্বারা যা তিলাওয়াত করা হয় তা ভিন্নতা সত্বেও সৃষ্ট নয়। মানুষের অন্তর সৃষ্ট, কিন্তু মানুষের অন্তরে (কুরআনের) যা রক্ষিত তা সৃষ্ট নয়। কান সৃষ্ট, কিন্তু কান দিয়ে (কুরআনের) যা শোনা হয় তা সৃষ্ট নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ ٧٧ فِي كِتَٰبٖ مَّكۡنُونٖ ٧٨ ﴾ [الواقعة: ٧٧، ٧٨]

“নিশ্চয় এটি মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।” [সূরা ওয়াকে‘আ, আয়াত: ৭৭, ৭৮] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]

“বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা সুস্পষ্ট আয়াত। আর যালিমরা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না।” [সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৯] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ﴾ [الكهف: ٢٧]

“আর তোমার রবের কিতাব থেকে তোমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তুমি তা তিলাওয়াত কর। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]

“আর যদি মুশরিকদের কেউ আপনার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ১৭০],

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"أديموا النظر في المصحف"

“তোমরা কুরআনের মুসহাফে বেশি বেশি তাকাও”। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের বাণী অসংখ্য। যে ব্যক্তি কোরআন সম্পর্কে বা কুরআনের কোন একটি অংশ সম্পর্কে এ কথা বলে, তা সৃষ্ট, সে অবশ্যই বড় কুফরীর কারণে কাফের, যার ফলে সে ইসলাম হতে সম্পূর্ণ বের হয়ে যাবে। কারণ, কুরআন আল্লাহর বাণী, তাঁর থেকে শুরু এবং তাঁর দিকেই এর প্রত্যাবর্তন। আর আল্লাহর কথা তাঁর একটি গুণ বা সিফাত। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো সিফাত সম্পর্কে বলে যে তা সৃষ্ট, সে অবশ্যই কাফের ও মুরতাদ; তাকে পুনরায় ইসলামের ফিরে আসতে বলা হবে। যদি সে ফিরে না আসে, তাহলে তাকে কাফের হিসেবে হত্যা করা হবে, মুসলিমদের কোনো বিধান তার উপর প্রযোজ্য হবে না।

কালাম বা কথা বলা আল্লাহ্র সত্তাগত গুণ নাকি কর্মগত গুণ

প্রশ্ন: কালাম বা কথা বলা আল্লাহর সত্তাগত গুণ নাকি কর্মগত গুণ?

উত্তর: 'কথা বলার গুণটি' আল্লাহর সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা গুণান্বিত হওয়ার দিক থেকে আল্লাহর সত্তাগত গুণ। যেমন আল্লাহ তা'আলার 'ইলম'। বরং 'কালাম' বা 'কথা বলা' এ গুণটি আল্লাহর 'ইলম' বা জ্ঞানেরই অংশ। আল্লাহ তা'আলা তার ইলমের দ্বারা তা (কথা) নাযিল করেন এবং তিনি জানেন, যা নাযিল করবেন।

আর আল্লাহ তার ইচ্ছা ও ইরাদা অনুযায়ী কথা বলার বিবেচনায় 'কালাম' বা কথা বলা আল্লাহর কর্মগুণ। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي » الحديث-

"আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ের ওহী করতে চান তখন তিনি ওহীর

কথা বলেন”... হাদীসের শেষ পর্যন্ত[72]।

এ কারণেই সালফে সালে-হীনগণ সিফাতুল কালাম বা ‘আল্লাহর কথা বলার গুণ’ সম্পর্কে বলেন, এটি আল্লাহর সত্ত্বা-গত ও কর্মগত একসাথে উভয় প্রকারের গুণ। আল্লাহ তা‘আলা অতীতে ও ভবিষ্যতে সব সময় কালাম তথা কথা বলার গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং থাকবেন। আর আল্লাহ নিজে কথা বলা ও অন্যের সাথে কথা বলা উভয়টিই আল্লাহর ইচ্ছা ও ইরাদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে কথা বলবেন, যখন চাইবেন তখন বলবেন, যেভাবে চাইবেন সেভাবে বলবেন। তিনি যাকে চাইবেন তাকে তাঁর কথা শোনাবেন, তার কথা তাঁর গুণ, যার কোন সীমা ও শেষ নেই।

﴿ قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا ١٠٩ ﴾ [الكهف: ١٠٩]

“বলুন, ‘আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় তবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই। যদিও এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি’।”

---

[72] ইবন আবি আসেম, ফিস সুন্নাহ, হাদীস নং ৫১৫। দুর্বল সনদে।

[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১০৯]

﴿ وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ ٢٧ ﴾ [القمان: ٢٧]

"আর যমীনে যত গাছ আছে তা যদি কলম হয়, আর সমুদ্র (হয় কালি), তার সাথে কালিতে পরিণত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না।" [সূরা লোকমান, আয়াত: ২৭]

﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١١٥﴾ [الانعام: ١١٥]

"আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।" [সূরা আনআম, আয়াত: ১১৫]

ওয়াকেফা ও তাদের বিধান

প্রশ্ন: ওয়াকেফা কারা ও তাদের বিধান কী?

উত্তর: ওয়াকেফা হলো, যারা কুরআন সম্পর্কে বলে যে, আমরা কুরআনকে আল্লাহর কালাম বা কথা বলব না, আর এ কথাও বলব না যে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল রহ. বলেন,

“তাদের মধ্য থেকে যে (এ কথাটি) সুন্দর করে বলে, সে (মূলত) জাহমী। আর যে সুন্দরভাবে ঘুচিয়ে বলতে সক্ষম নয়, সে মূলত মূর্খ, একেবারে সাধাসিধে মূর্খ, সুতরাং তার বিপক্ষে বর্ণনা ও প্রমাণাদি পেশ করা করা হবে। তারপর যদি সে তাওবা করে এবং ঈমান আনে যে এটি আল্লাহর কালাম বা কথা, সৃষ্টি নয়, (তবে ভালো) নতুবা সে জাহমিয়াদের থেকেও নিকৃষ্ট”[73]।

যারা বলে, আমার দ্বারা কুরআনের উচ্চারণ সৃষ্টবস্তু

প্রশ্ন: যারা বলে, কুরআন থেকে আমি যা উচ্চারণ করি তা সৃষ্ট, তাদের বিধান কী?

উত্তর: এ কথাটি শর্তহীনভাবে সাব্যস্তও করা যাবে না, আবার প্রত্যাখ্যানও করাও জায়েয হবে না। কারণ, ‘উচ্চারণ’ দ্বারা দুটি বিষয় বোঝা যায়। একটি হলো শব্দ উচ্চারণ করা, যা বান্দার

[73] দেখুন, আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আস-সুন্নাহ, (১/১৭৯)।

কাজ। আর অপরটি হচ্ছে, উচ্চারিত শব্দ, যা এখানে কুরআন। সুতরাং, শর্তহীনভাবে যদি কেউ কুরআনের উচ্চারণকে সৃষ্ট বলে, তখন তা দ্বিতীয় অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে (যা মূলত আল্লাহ্ গুণ), আর এতে সে জাহমীয়াদের মতের দিকে ফিরে যাবে। আর যদি শর্তহীনভাবে বলে যে, কুরআনের উচ্চারণ সৃষ্ট নয়, তখন তা প্রথম অর্থকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যা মূলত বান্দার কাজ; আর তা ইত্তেহাদিয়া বা যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক বলে মনে করে তাদের আবিষ্কৃত বিদ‘আত বলে বিবেচিত। এ কারণে সালাফে সালেহীন বলেন,

من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ،ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع

“যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, আমার দ্বারা কুরআনের উচ্চারণ সৃষ্ট, সে জাহমী; আর যে বলে তা সৃষ্ট নয়, সে বেদ‘আতী[74]।”

রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ

প্রশ্ন: রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ কী?

উত্তর: কুরআন ও হাদিস থেকে রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার

[74] আব্দুল্লাহ্ ইবন আহমাদ ইবন হাম্বাল: কিতাবুস সুন্নাহ্, ১/১৬৪-১৬৫।

প্রমাণ অনেক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِن تُبۡدُواْ خَيۡرًا أَوۡ تُخۡفُوهُ أَوۡ تَعۡفُواْ عَن سُوٓءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا قَدِيرًا ١٤٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٥١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمۡ يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ أُوْلَٰٓئِكَ سَوۡفَ يُؤۡتِيهِمۡ أُجُورَهُمۡۚ ﴾ [النساء: ١٤٩، ١٥٢]

“যদি তোমরা ভালো কিছু প্রকাশ কর, কিংবা গোপন কর অথবা মন্দ ক্ষমা করে দাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, ক্ষমতাবান। নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি’ এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়। তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করে নি, তাদেরকে অচিরেই তিনি তাদের প্রতিদান দিবেন”। [সূরা নিসা,

আয়াত: ১৪৯]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«آمنت بالله ورسله»

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনলাম[75]।”

রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

প্রশ্ন: রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?

উত্তর: রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ এসব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি উম্মতের নিকট তাদের থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারা তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার দিকে আহ্বান করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত যেসব উপাস্যের উপাসনা করা হয় তাদের প্রত্যাখ্যান করার দাওয়াত দেন।

আর সমস্ত নবী ও রাসূল সত্যবাদী, বিশ্বাস্য, নেককার, সঠিক পথের পথিক, সম্মানিত, মুত্তাকী, আমানতদার ও হেদায়েতপ্রাপ্ত ও পথ প্রদর্শক। তারা তাদের রবের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণাদি ও

---

[75] বুখারী: ১৩৫৪, মুসলিম: ২৯৩০।

অকাট্য নিদর্শন দ্বারা সমর্থিত।

আর আল্লাহ তা‘আলা তাদের যে রিসালাত ও পয়গাম দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, তার তা সম্পূর্ণরূপে মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন; কোন কিছু গোপন করেন নি, পরিবর্তন করেন নি, তাদের নিজেদের থেকে কোন কিছু বৃদ্ধি করেন নি এবং কমতি করেন নি—

﴿ فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ۝٣٥ ﴾ [النحل: ٣٥]

“রাসূলদের কর্তব্য কি শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া নয়?” [সূরা নাহ্ল: ৩৫]

আর তারা সবাই সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর আল্লাহ তা‘আলা ইব্রাহীম আলাইহিসসালামকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, মূসা আলাইহিসসালাম এর সাথে কথা বলেছেন এবং ইদ্রিস আলাইহিসসালামকে উচ্চ স্থানে উঠিয়েছেন।

আর ঈসা আলাইহিসসালাম আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ্।

আর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলদের কাউকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাদের কাউকে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

রাসূলগণের আদেশ ও নিষেধের দাওয়াত কি এক

প্রশ্ন: রাসূলগণ যে সব কাজ করার আদেশ দিয়েছেন এবং যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সে বিষয়ে তাঁদের দাওয়াত কি এক?

উত্তর: প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সবার দাওয়াত ইবাদতের মূল ও ভিত্তির বিষয়ে এক ও অভিন্ন। আর সেই ভিত্তি হলো তাওহীদ— যত ধরনের ইবাদত আছে, চাই তা মৌখিক হোক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা হোক, বা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হোক, সমস্ত ইবাদত শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা এবং আল্লাহকে ছাড়া যেসব উপাস্যের উপাসনা করা হয়, সেগুলো অস্বীকার করা।

আর সালাত ও সাওমের মতো যেসব ফরয কাজ দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা হয়, সেগুলোর এমন কিছু কোনো উম্মতের উপর ফরয করা হয়, অন্যদের উপর যা করা হয় না। আবার কোনো উম্মতের উপর একটি বস্তু হারাম করা হয়, অপর উম্মতের জন্য তা হালাল করা হয়। এসবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি

পরীক্ষা—

﴿ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ ﴾ [الملك: ٢]

“যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্য হতে সবচেয়ে সুন্দর আমল করে।” [সূরা মুলুক, আয়াত: ২]

ইবাদতের ভিত্তির বিষয়ে রাসূলগণের দাওয়াত অভিন্ন হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: ইবাদতের ভিত্তির বিষয়ে রাসূলগণের দাওয়াত অভিন্ন হওয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: কুরআন থেকে এ বিষয়ের দলীল দুই ধরনের: সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত।

সংক্ষিপ্ত দলীলের উদাহরণ: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ﴾ [النحل: ٣٦]

“আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক উম্মতে একজন রাসূল প্রেরণ

করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।” [সূরা নাহাল, আয়াত: ৩৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥ ﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আর আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাই নি যার প্রতি আমরা এই ওহী নাযিল করি নি যে, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর”। [সূরা আম্বিয়, আয়াত: ২৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ ٤٥ ﴾ [الزخرف: ٤٥]

“আর আপনার পূর্বে আমরা রাসূলগণ থেকে যাদের প্রেরণ করেছিলাম আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি কি রহমানের পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, যাদের ইবাদাত করা যাবে”? [সূরা যুখরফ, আয়াত: ৪৫]

আর বিস্তারিত প্রমাণের উদাহরণ: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ ﴾ [الاعراف: ٥٩]

“আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই”। [সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৯]

﴿ وإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ ﴾ [الاعراف: ٧٣]

“আর সামূদের নিকট (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৭৩]

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۖ ﴾ [هود: ٥٠]

“আর আদ জাতির কাছে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই হূদকে। সে বলেছিল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন (সত্য) ইলাহ নেই’।”[সূরা হুদ, আয়াত: ৫৯]

﴿ وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ ﴾ [الاعراف: ٨٥]

“আর মাদইয়ানে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই শু‘আইবকে। সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই”। [সূরা আরাফ, আয়াত: ৮৫]

﴿ وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: ٢٦]

“আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, ‘তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর, নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। তবে তিনি ব্যতীত, যিনি আমাকে সৃষ্টি

করেছেন’।” [সূরা যুখরফ, আয়াত: ২৬-২৭]

মূসা আলাইহিস সালাম বলেন:

﴿ إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ وَسِعَ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمٗا ﴿٩٨﴾ ﴾ [طه: ٩٨]

“তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো সত্য ইলাহ নেই। সকল বিষয়েই তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত’। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৯৭]

﴿ وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ﴿٧٢﴾ ﴾ [المائدة: ٧٢]

“আর মাসীহ বলেছেন, ‘হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই’।” [সূরা মায়েদা, আয়াত: ৭২]

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٞۖ وَمَا مِنۡ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٦٥ ﴾ [ص: ٦٥]

"বলুন, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর আল্লাহ ছাড়া আর কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী।" [সূরা আরাফ, আয়াত: ৬৫] প্রভৃতি আয়াতসমূহ।

রাসূলদের শরীয়তসমূহে শাখাগত ও হালাল-হারামের বিষয়ে পার্থক্য হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: শাখাগত বিষয় তথা হারাম-হালাল বিষয়ে রাসূলদের শরিয়তে পার্থক্য থাকার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ ﴾ [المائدة: ٤٨]

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা। আর আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদেরকে এক উম্মত বানাতেন; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। তাই তোমরা ভাল কাজে

প্রতিযোগিতা কর”। [সূরা মায়েদা, আয়াত: ৪৭]

আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু “শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা’র ব্যাখ্যায় বলেন, سبيلا وسنة “পথ ও পদ্ধতি”। একই কথা মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বছরী, কাতাদাহ, যাহ্হাক, সুদ্দি ও আবু ইসহাক আস-সাবী‘য়ী প্রমুখ বলেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«نحن معشر الأنبياء أخوة لعلات ديننا واحد»

“আমরা নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই— আমাদের দ্বীন এক।”[76] এর দ্বারা উদ্দেশ্য ‘তাওহীদ’, যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রত্যেক রাসূল এসেছেন এবং অবতীর্ণ প্রতিটি কিতাবে যার উল্লেখ তিনি করেছেন। কিন্তু শরীয়ত অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ ও হারাম-হালাল ইত্যাদি প্রত্যেকের ছিল ভিন্ন ভিন্ন:

﴿ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ ٢ ﴾ [الملك: ٢]

“যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা হয় যে, তোমাদের কে সবচেয়ে

---

[76] বুখারী: ৩৪৪৩; মুসলিম: ২৩৬৫।

সুন্দর আমল করে।” [সূরা মুলক, আয়াত: ২]

সব রাসূলদের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করেছেন কিনা

প্রশ্ন: সব রাসূলদের বর্ণনা কি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা তাদের সংবাদ থেকে আমাদের জন্য পর্যাপ্ত উপদেশ, ওয়াজ ও স্মারক বর্ণনা করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَرُسُلًا قَدۡ قَصَصۡنَٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلًا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚ ﴾ [النساء: ١٦٤]

“আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা তোমাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা তোমাকে দেই নি।” [সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৪]

সুতরাং, যাদের বিষয়টি তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আমরা বিস্তারিতভাবে তাতে ঈমান আনব; আর যাদের বিষয়টি সংক্ষিপ্ত করেছেন, আমরা তাদের প্রতি সংক্ষিপ্তভাবেই ঈমান

আনব।

যে রাসূলগণের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে

প্রশ্ন: কতজন রাসূলের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর: যাদের নাম কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তারা হলেন, আদম, নুহ, ইদ্রিস, হূদ, সালেহ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, লূত, শুয়াইব, ইউনুস, মূসা, হারূন, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহয়া, আল-ইয়াসা‘, যুল-কিফ্ল, দাউদ, সুলাইমান, আইউব, একত্রে আস্বাত বা ইয়া‘কূব আলাইহিসসালামের বংশধরগণ, ঈসা এবং মুহাম্মদ, আল্লাহ্ উচ্চসভায় তার ও তাদের সকলের প্রশংসা করুন এবং তাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ

প্রশ্ন: রাসূলগণের মধ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কারা?

উত্তর: দৃঢ়প্রতিজ্ঞ أولو العزم রাসূল পাঁচ জন। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের দুটি জায়গায় আলাদা করে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম জায়গা হল, সূরা আহযাব। তাতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٧ ﴾ [الاحزاب: ٧]

“আর স্মরণ করুন, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে এবং আপনার থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম”। [সূরা আহযাব, আয়াত: ৭]

দ্বিতীয় স্থান হল, সূরা শূরা; আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ ﴾ [الشورى: ١٣] .

“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যা আমরা ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ‘ঈসাকে; এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর

না।” [সূরা শূরা, আয়াত: ১৩]

সর্বপ্রথম রাসূল

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম রাসূল কে?

উত্তর: মানবজাতির অনৈক্য ও বিভেদের পর সর্বপ্রথম রাসূল নূহ আলাইহিস্‌সালাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ ﴾ [النساء: ١٦٣]

“নিশ্চয় আমি আপনার নিকট ওহী পাঠিয়েছি, যেমন ওহী পাঠিয়েছি নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট।” [সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَعۡدِهِمۡۖ ﴾ [غافر: ٥]

“এদের পূর্বে নূহের কওম এবং তাদের পরে অনেক দলও মিথ্যারোপ করেছিল”। [সূরা গাফের, আয়াত: ৫]

প্রশ্ন: কখন অনৈক্য ও বিভেদ হয়?

উত্তর: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন[77], নূহ আলাইহিসসালাম ও আদম আলাইহিসসালামের মাঝে দশ প্রজন্ম ছিল; তারা সবাই সত্যের শরীয়তের উপর ছিল। তারপর তারা বিভেদ করল। “তখন আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীদেরকে প্রেরণ করলেন” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৫৯]।

সর্বশেষ নবী

প্রশ্ন: সর্বশেষ নবী কে?

উত্তর: সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রশ্ন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী— এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা এর বাণী:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴾

---

[77] মুস্তাদরাক হাকেম, ২/৫৯৬।

[الاحزاب: ٤٠]

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي »

“আমার পর ত্রিশ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে। প্রত্যেকে দাবি করবে সে নবী। অথচ আমি শেষ নবী, আমার পর আর কোন নবী আসবে না”।[78] সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেন,

« ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي »

“তুমি কি এতে খুশি নও যে তুমি আমার নিকট সম্মানের দিক দিয়ে এমন হবে, যেমনটি মুসা আলাইহিসসালাম এর নিকট হারুন আলাইহিসসালাম ছিল? তবে আমার পর আর কোন নবী

---

[78] আবু দাঊদ: ৪২৫২; তিরমিযী: ২২১৯।

আসবে না[79]।”

দাজ্জালের হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي»

“আর আমি শেষ নবী, আমার পর আর কোন নবী নেই[80]”। এছাড়াও আরও প্রমাণ রয়েছে।

আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন: অন্যান্য নবীদের থেকে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ কী?

উত্তর: আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনেক, সে বিষয়ে পৃথক কিতাবও লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন,

---

[79] বুখারী: ৩৭০৬, ৪৪১৬; মুসলিম: ২৪০৪।

[80] বুখারী: ৩৫৩৫।

তিনি সর্বশেষ নবী। যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

তিনি আদম সন্তানদের সেরা। আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের বাণীটির এ তাফসীর করা হয়েছে—

﴿ ۞تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَٰتٖۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

“সে রাসূলগণ, আমরা তাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আবার কাউকে তিনি উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।” [সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৫৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أنا سيد ولد آدم ولا فخر»

“আমি আদম সন্তানদের সরদার, এটি কোন অহংকার নয়”[81]।

আর আল্লাহ তা‘আলা তাকে মানুষ ও জীন সবার নিকট নবী ও

[81] মুসনাদে আহমাদ ১/২৮১; ২৮২, ২৯৫; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬১৫, ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৩০৮।

রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف: ١٥٨]

“বলুন, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল’।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا ٢٨ ﴾ [سبا: ٢٨]

“আর আমি তো কেবল আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২৭]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر ،وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ،وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

“আমাকে পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোন

নবীকে দেয়া হয় নি। এক মাস পথের দূরত্ব থেকে (কাফের-মুশরিকদের মনে) আতঙ্ক (সৃষ্টি করার) দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আমার জন্য সমগ্র জমিনকে পবিত্রকারী ও সাজদার স্থান বানানো হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তির নিকট যখন সালাতের ওয়াক্ত এসে যাবে, সে যেন (সেখানেই) সালাত আদায় করে। আমার জন্য গনীমতের মালসমূহ হালাল করা হয়েছে, ইতোপূর্বে কোনো উম্মতের জন্য তা হালাল ছিল না। আমাকে শাফা‘আতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর কোনো নবীকে তার কওমের লোকদের নিকট পাঠানো হয়, আমাকে সমস্ত মানুষের নিকট নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে।[82]”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار »

“আমি শপথ করে বলছি সে সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ। আমার সম্পর্কে যে কোনো ব্যক্তি শোনে, চাই সে ইয়াহূদী হোক বা নাছারা, তারপর সে আমাকে যা নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, তার

[82] বুখারী, হাদীস নং ৪৩৮; ৩১২২; মুসলিম, হাদীস নং ৫২১।

প্রতি ঈমান না এনে মারা গেল, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।”[83] আমরা যা উল্লেখ করছি এ গুলো ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, তোমরা তা তালাশ করতে পার।

নবীদের মু'জিযা

প্রশ্ন: নবীদের মু'জিযা কী?

উত্তর: মু'জিযা হল, সাধারণ নিয়মের বাইরে চ্যালেঞ্জযুক্ত বিষয়, যার মোকাবিলা করতে কেউ সমর্থ নয়। মু'জিযা দুই ধরনের হয়, এক. যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়; চোখ দিয়ে দেখা যায়, কান দিয়ে শোনা যায়। যেমন, পাথর থেকে উষ্ট্রী বের হওয়া, লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, প্রাণহীন বস্তুর কথা বলা ইত্যাদি। দুই. যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে দূরদর্শিতা দ্বারা অনুভব করা যায়। যেমন, পবিত্র কুরআন। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সব ধরনের মু'জিযাই দেয়া হয়েছে। অন্য নবীদের যত ধরনের মু'জিযা দেয়া হয়েছে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[83] মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩।

ওয়াসাল্লাম সে বিষয়ে তার থেকে বড় মু'জিযা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মু'জিযাসমূহের অন্যতম হচ্ছে, চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, খেজুরের ডালির কান্নাকাটি, তার সম্মানিত আঙ্গুলগুলো থেকে বেগে পানি বের হওয়া, খাদ্যের তাসবীহ পাঠ করা; ইত্যাদি মু'জিযাগুলোর বিষয়ে রাসূল থেকে এমনভাবে মুতাওয়াতিরভাবে হাদীসসমূহ এসেছে যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সব মু'জিযা স্থায়ী নয়, এগুলো অন্যান্য নবীদের মু'জিযার মত সাময়িক। তাদের সময় ও যুগ শেষ হওয়া সাথে এগুলোও শেষ হয়ে যায়। শুধু আলোচনাই বাকী থাকে। একমাত্র কুরআনই হল, চিরস্থায়ী মু'জিযা যার আশ্চর্য ও কখনো শেষ হওয়ার নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢ ﴾ [فصلت: ٤٢]

“বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত”। [সূরা ফুচ্ছিলাত, আয়াত: ৪২]

কুরআান যে মু'জিযা তার প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআান যে মু'জিযা, তার প্রমাণ কী?

উত্তর: এর প্রমাণ হল, প্রায় বিশ বছর ধরে কুরআান নাযিল হতে থাকে, এর মধ্যে কুরআান আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, বাগ্মী, সাহিত্যিক ও বক্তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা দিয়ে বলে যে,

﴿ فَلۡيَأۡتُواْ بِحَدِيثٖ مِّثۡلِهِۦٓ إِن كَانُواْ صَٰدِقِينَ ٣٤ ﴾ [الطور: ٣٤]

"অতএব, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ বাণী নিয়ে আসুক।" [সূরা তুর, আয়াত: ৩৪]

﴿ قُلۡ فَأۡتُواْ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّثۡلِهِۦ ﴾ [هود: ١٣]

"বলুন, তোমরা কুরআানে মত দশটি সূরা নিয়ে আস"। [সূরা হুদ, আয়াত: ১৩]

﴿ فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ ﴾ [البقرة: ٢٣]

"অতএব তোমরা কুরআানের মত একটি সূরা নিয়ে আস"।[সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৩]

কিন্তু তারা তা করতে পারে নি এবং তা করার চেষ্টাও করে নি, যদিও কুরআনকে সব রকম সম্ভব পদ্ধতিতে প্রতিহত করার বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। অথচ কুরআনের অক্ষর ও শব্দগুলো তাদের সে ভাষাতেই নাযিল হয়েছে, যে ভাষায় তারা কথা বলে, যে ভাষা দ্বারা তারা প্রতিযোগিতা করে এবং গর্ব করে। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের অক্ষমতা ও অপারগতার ঘোষণা দিয়ে বলেন:

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨ ﴾ [الاسراء: ٨٨]

“বলুন, ‘যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়’।” [সূরা ইসরা, আয়াত: ৮৮] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة »

“প্রত্যেক নবীকেই এমন অনেক নিদর্শন দেওয়া হয়েছে, যেগুলো দেখে মানুষ ঈমান এনেছে। আর আমাকে দেওয়া হয়েছে ওহী, যা আল্লাহ্ আমার নিকট ওহী করেছেন। তাই আমি আশা করি আমি কিয়ামতের দিন তাদের সবার চেয়ে বেশি অনুসারীর অধিকারী হব[84]।”

কুরআন মু‘জিযা হওয়া বিষয়ে আলেমগণ অনেক কিতাব লিখেছেন। কুরআনের শব্দ, অর্থ, অতীতের সংবাদ, ভবিষ্যতের সংবাদ এবং গাইবের সংবাদ ইত্যাদি বিষয়ে কুরআনের মু‘জিযা হওয়ার বিবরণ দিয়ে এসব কিতাব লিখেছেন। এ সব লিখনি দ্বারা তারা এটুকুই সফল হয়েছেন, যেমন একটি চড়ুই পাখি বিশাল সমুদ্রে ঠোট দিল তার ঠোটের সাথে যে পরিমাণ পানি উঠে আসে।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ

প্রশ্ন: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ

84 বুখারী: ৪৯৮১, ৭২৭৬; মুসলিম: ১৫২।

﴿ عَنْ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ۞ أُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٧، ٨]

“নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে ও তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে আর যারা আমার নিদর্শনাবলী হতে গাফেল— তারা যা উপার্জন করত, তার কারণে আগুনই হবে তাদের ঠিকানা।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭, ৮] আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَٰقِعٌ ۞ ﴾ [الذاريات: ٥، ٦]

“তোমরা যে ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছ তা অবশ্যই সত্য। নিশ্চয় প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী।” [সূরা জারিয়াত, আয়াত: ৫, ৬] আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ ﴾ [الحج: ٧]

“আর কিয়ামত আসবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন”। [সূরা হজ, আয়াত: ৭] এছাড়াও অন্যান্য বহু আয়াত রয়েছে।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

প্রশ্ন: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী এবং তা কোন কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে?

উত্তর: শেষ দিবস যে অবধারিত এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং এর চাহিদা অনুযায়ী আমল করা। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, কিয়ামতের নিদর্শন ও আলামতসমূহ যা কিয়ামতের পূর্বে অবশ্যই সংঘটিত হবে; মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কবরের পরীক্ষা, কবরের আযাব ও কবরের সুখ; শিঙ্গায় ফুঁৎকার করা; কবর থেকে সমগ্র সৃষ্টির বের হওয়া; কিয়ামত দিবসে অবস্থানের ভীতিপ্রদ অবস্থা ও ভয়াবহতা; হাশরের বিস্তারিত বিভিন্ন অবস্থা যেমন, আমল নামা তুলে ধরা, মীযান স্থাপন, পুল-ছিরাত, হাউয, শাফা'আত প্রভৃতি বিষয়; জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামতসমূহ, যার সর্বোচ্চ নেয়ামত আল্লাহ্‌র চেহারার দিকে তাকানো; জাহান্নাম ও জাহান্নামের আযাব, যার নিকৃষ্টতম আযাব হল আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানো হতে বঞ্চিত হওয়া— এসবের প্রতি ঈমান আনা।

কিয়ামত আগমনের সময় গায়বের চাবিসমূহের অন্যতম

প্রশ্ন: কেউ কি বলতে পারে কবে কিয়ামত সংঘটিত হবে?

উত্তর: কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় গায়েবী বিষয়ের অন্যতম চাবি, যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই আছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤ ﴾ [لقمان: ٣٤]

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” [সূরা লোকমান, আয়াত: ৩৪]

﴿ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرۡسَىٰهَاۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّيۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقۡتِهَآ إِلَّا هُوَۚ ثَقُلَتۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَا تَأۡتِيكُمۡ إِلَّا بَغۡتَةٗۗ ﴾ [الاعراف: ١٨٧]

“তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, ‘তা কখন ঘটবে’? তুমি বল, ‘এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর

নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন। আসমানসমূহ ও যমীনের উপর তা (কিয়ামত) কঠিন হবে। তা তোমাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে”। [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۝٤٢ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ۝٤٣ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ۝٤٤ ﴾ [النازعات: ٤٢، ٤٤]

“তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, ‘তা কখন ঘটবে?’। তা উল্লেখ করার জ্ঞান কি আপনার আছে? এর প্রকৃত জ্ঞান তো আপনার রবের কাছেই”। [সূরা আন-নাযি‘আত:৪২-৪৪]

ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة قال: « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » وذكر أماراتها وزاد في رواية:" في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى" وتلا الآية السابقة .

জিবরীল আলাইহিসসালাম যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আপনি আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে খবর দিন, তখন তিনি বললেন, এ বিষয়ে যাকে প্রশ্ন করা হল, সে প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশি জানে না।”[85] তবে তিনি কিয়ামতের কিছু

[85] বুখারী, হাদীস নং ৫০, ৪৭৭৭; মুসলিম, হাদীস নং ৮।

আলামত উল্লেখ করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আরও এসেছে, পাঁচটি বিষয় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এবং তিনি পূর্বোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।”

কুরআন থেকে কিয়ামতের আলামতসমূহ

প্রশ্ন: কুরআন থেকে কিয়ামতের আলামতসমূহের উদাহরণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَوۡ يَأۡتِيَ رَبُّكَ أَوۡ يَأۡتِيَ بَعۡضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَۗ يَوۡمَ يَأۡتِي بَعۡضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفۡسًا إِيمَٰنُهَا لَمۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ أَوۡ كَسَبَتۡ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيۡرٗاۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٥٨﴾ [الانعام: ١٥٨]

“তারা কি এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতাগণ হাযির হবে, কিংবা আপনার রব উপস্থিত হবেন অথবা প্রকাশ পাবে আপনার রবের আয়াতসমূহের কিছু? যেদিন আপনার রবের আয়াতসমূহের কিছু প্রকাশ পাবে, সেদিন কোন ব্যক্তিরই তার ঈমান উপকারে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনে নি, কিংবা সে তার ঈমানে কোন কল্যাণ অর্জন করে নি। বলুন, ‘তোমরা

অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি”। [সূরা আনআম, আয়াত: ১৮৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ ۞وَإِذَا وَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَيۡهِمۡ أَخۡرَجۡنَا لَهُمۡ دَآبَّةٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ تُكَلِّمُهُمۡ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢ ﴾ [النمل: ٨٢]

“আর যখন তাদের উপর ‘বাণী’ (আযাব) বাস্তবায়িত হবে তখন আমরা যমীনের জন্তু (দাব্বাতুল আরদ) বের করব, যে তাদের সাথে কথা বলবে। কারণ মানুষ আমার আয়াতসমূহে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখত না।” [সূরা নামাল, আয়াত: ৮২] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ ٩٦ وَٱقۡتَرَبَ ٱلۡوَعۡدُ ٱلۡحَقُّ ٩٧ ﴾ [الانبياء: ٩٦، ٩٧]

“অবশেষে যখন ইয়া’জূজ ও মা’জূজকে মুক্তি দেয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। আর সত্য ওয়াদার সময় নিকটে আসবে”। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯৬, ৯৭] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ فَٱرۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَأۡتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٖ مُّبِينٖ ١٠ ﴾ [الدخان: ١٠]

“অতএব অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ”। [সূরা দুখান, আয়াত: ১০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ ١ ﴾ [الحج: ١]

“হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।”[সূরা হজ, আয়াত: ১]

হাদিস থেকে কিয়ামতের আলামতসমূহের দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: হাদিস থেকে কিয়ামতের আলামত সমূহের দৃষ্টান্ত কী?

উত্তর: সূর্য পশ্চিম প্রান্ত থেকে উদয় হওয়ার ঘটনা, দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার হাদিস, ফিতনার হাদিসসমূহ, ঈসা আলাইহিসসালাম এর আগমনে হাদিসসমূহ, ইয়া’জুজ মা;জুজ বের হওয়া, দুখানের হাদিস এবং বাতাস বের হওয়া সংক্রান্ত হাদিসসমূহ, যে বাতাস প্রতিটি মুমিনের রুহ কবজ করবে ইত্যাদি। আগুন বের হওয়া সংক্রান্ত হাদিসসমূহ, যে আগুন কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাবে এবং ভূমিধ্বসের হাদিসসমূহ।

মৃত্যুর প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ

প্রশ্ন: মৃত্যুর প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ ١١ ﴾ [السجدة: ١١]

“বল, ‘তোমাদেরকে মৃত্য দেবে মৃত্যুর ফেরেশতা, যাকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে’।” [সূরা সেজদা, আয়াত: ১১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوۡنَ أُجُورَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ ﴾ [ال عمران: ١٨٥]

“প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ‘অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৫] আল্লাহ তা‘আলা তার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেন,

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٞ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ٣٠ ﴾ [الزمر: ٣٠]

“নিশ্চয় আপনি মারা যাবেন, আর তারাও মারা যাবে”। [সূরা যুমার, আয়াত: ৩০] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلۡنَا لِبَشَرٖ مِّن قَبۡلِكَ ٱلۡخُلۡدَۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلۡخَٰلِدُونَ ٣٤ ﴾ [الانبياء: ٣٤]

“আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে ?” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩৪] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ٢٦ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]

“যমীনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল। আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা”। [সূরা রহমান, আয়াত: ২৬, ২৭] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥ ٨٨ ﴾ [القصص: ٨٨]

“একমাত্র আল্লাহর চেহারা (ও সত্তা) ছাড়া সব কিছু ধ্বংসশীল।” [সূরা কাসাস, আয়াত: ৮৮] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ٥٨ ﴾ [الفرقان: ٥٧]

“আর ভরসা কর চিরঞ্জীব সত্ত্বার উপর যিনি কখনো মরবেন না।”

[সূরা ফুরকান, আয়াত: ৫৯]

এ বিষয়ে আরও অসংখ্য হাদিস রয়েছে, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আর মৃত্যু হল চাক্ষুষ বিষয়, কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। মৃত্যু বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তবে মানুষের মধ্যে হঠকারিতা ও অহংকার প্রবণতা বিদ্যমান আছে। মৃত্যুর প্রতি ঈমান আনা ও মৃত্যুর পরের চাহিদা অনুযায়ী আমল একমাত্র তারা করে যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা। আর আমরা এ কথা বিশ্বাস করি যে, যখন কোন ব্যক্তি মারা যাবে, অথবা হত্যা করা হবে বা যে কোন কারণে মারা যাবে তাই তার মৃত্যুর সময়। আল্লাহ তা'আলা তার নির্ধারিত হায়াত থেকে একটুও কমায় নি।

﴿ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّىۚ ۝٢ ﴾ [الرعد: ٢]

"প্রতিটি বস্তু নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।" [সূরা রা'আদ, আয়াত: ২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمۡ فَلَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسۡتَقۡدِمُونَ ۝٤٩ ﴾ [يونس: ٤٩]

"প্রত্যেক উম্মতের রয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়। যখন এসে যায় তাদের সময়, তখন এক মুহূর্ত পিছাতে পারে না এবং এগোতেও

পারে না।”

কুরআন থেকে কবরের ফিতনা, কবরের নিয়ামত অথবা আযাবের প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন থেকে কবরের ফিতনা, কবরের নিয়ামত অথবা আযাবের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ۝١٠٠ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]

“কখনো নয়, এটি (সময় দিয়ে দুনিয়ায় পাঠালে সে ভালো কাজ করবে) একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ”। [সূরা মুমিন, আয়াত: ১০০] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُواْۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرۡعَوۡنَ سُوٓءُ ٱلۡعَذَابِ ۝٤٥ ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ۝٤٦ ﴾ [غافر: ٤٥، ٤٦]

“অতঃপর তাদের ষড়যন্ত্রের অশুভ পরিণাম থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন আর ফির‘আউনের অনুসারীদেরকে ঘিরে ফেলল কঠিন আযাব। আগুন, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে উপস্থিত করা হয়, আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে), ‘ফির‘আউনের অনুসারীদেরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও”। [সূরা গাফের, আয়াত: ৪৫, ৪৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ﴾ [ابراهيم: ٢٧]

“আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আর আল্লাহ যালিমদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন”। [সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ২৭] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ﴾ [الانعام: ٩٣]

“আর যদি তুমি দেখতে, যখন যালিমরা মৃত্যু কষ্টে থাকে, এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে আছে (তারা বলে), ‘তোমাদের জান বের কর। আজ তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে লাঞ্ছনার আযাব, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তোমরা তার আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহঙ্কার করতে”। [সূরা আনআম, আয়াত: ৯৩] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيۡنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٖ ۝١٠١ ﴾ [التوبة: ١٠١] .

“আমি তাদের আযাব দেব দুই বার। অত:পর তাদের মহা আযাবের দিকে ধাবিত করা হবে।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ১০১]

হাদিস থেকে কবরের ফিতনা, কবরের নিয়ামত অথবা আযাবের প্রমাণ

প্রশ্ন: হাদিস থেকে কবরের ফিতনা, কবরের নিয়ামত অথবা আযাবের প্রমাণ কী?

উত্তর: এ বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। তন্মধ্যে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة ،فيراهما جميعا - قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس - قال وأما المنافق والكافر فيقال له :ما كنت تقول في هذا الرجل ؟فيقول :لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال. لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين »

"...যখন কোনো বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা তার থেকে বিদায় নেয়, আর সে তাদের পায়ের জুতোর আওয়াজ শুনতে থাকে, ঠিক এ মুহূর্তে তার নিকট দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে কবরের মধ্যে বসাবে। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করে বলবে তুমি এ লোক অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দুনিয়াতে কি বলতে? লোকটি যদি মুমিন হয়, তখন সে বলবে, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, সে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, তুমি তোমার জাহান্নামের অবস্থানের দিকে তাকাও, আল্লাহ তোমার এ অবস্থানকে জান্নাত দ্বারা

পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে উভয় অবস্থান দেখতে পাবে।” কাতাদাহ বলেন, “তখন তার কবরকে প্রশস্ত করা হবে।” “আর যদি লোকটি মুনাফেক ও কাফের হয়, তাকে যখন বলা হবে, এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? তখন সে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলত আমরাও তা বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জান নি এবং আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত কর নি। তাকে একটি লোহা দ্বারা আঘাত করা হবে। তখন সে এমন একটি আওয়াজ দেবে একমাত্র জ্বিন ইনসান ছাড়া সবকিছু তার এ আওয়াজ শুনতে পাবে।”[86]

অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة »

“তোমাদের কেউ যখন মারা যাবে, সকাল বিকাল তার অবস্থান কোথায় হবে, তা তুলে ধরা হবে। যদি সে জান্নাতি হয়, তার

---

[86] বুখারী হাদীস নং ১৩৩৮, ১৩৭৪; মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭০।

জান্নাতের অবস্থান আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাহলে তার জাহান্নামের অবস্থান তুলে ধরা হবে। তাকে বলা হবে, এ তোমার অবস্থান কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থান ঘটাবেন।"[87]

এবং দুটি কবরের হাদিস, যাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তাদের উভয়কে আযাব দেয়া হচ্ছে"[88]।

আবু আইয়ুব আনছারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস, তিনি বলেন,

خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: «يهود تعذب في قبورها »

"রাসূল সা. সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ঘর থেকে বের হলেন, তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, ইয়াহূদীদেরকে কবরের মধ্যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে"[89]।

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদিস। তিনি বলেন,

---

[87] বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৯, ৩২৪০; মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৬।

[88] বুখারী, হাদীস নং ২১৬, ২১৮; মুসলিম, হাদীস নং ২৯২।

[89] বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৫; মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৯।

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে খুতবা দেয়ার সময় মানুষকে কবরের মধ্যে যে সব পরীক্ষা চালানো হবে সে সব পরীক্ষার বর্ণনা প্রদান করেন, তিনি যখন সেগুলো আলোচনা করলেন তখন মুসলিমরা খুব কান্নাকাটি করতে থাকল”[90]।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন,

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরপর এমন কোনো সালাত আদায় করতে দেখি নি যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চান নি[91]।

তদ্রূপ সালাতুল কুসুফ তথা সূর্যগ্রহণের সালাতের ঘটনায়

---

[90] বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৩।

[91] বুখারী, হাদীস নং ১৩৭২।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, "তারা যেন কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চায়"[92]। এখানে যে কটি হাদিস উল্লেখ করা হল, সবই বিশুদ্ধ হাদিস। এগুলো ছাড়াও প্রায় ষাটটি হাদিস এক বিরাট সংখ্যক সাহাবী থেকে বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করেছি আমাদের 'আস-সুল্লাম গ্রন্থের ব্যাখ্যায়'। সুতরাং সেখানে দেখা যেতে পারে।

কবর থেকে পুনরুত্থানের প্রমাণ

প্রশ্ন: কবর থেকে পুনরুত্থানের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۢ بَهِيجٖ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَأَنَّهُۥ

[92] বুখারী, হাদীস নং ১০৫০।

عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ۝٦ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٞ لَّا رَيۡبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡعَثُ مَن فِي ٱلۡقُبُورِ ۝٧ ﴾ [الحج:٥، ٦، ٧]

“হে মানুষ! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাক তবে নিশ্চয়ই জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর ‘আলাকা’ থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট গোসত থেকে। তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার নিমিত্তে। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থিত রাখি। তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হীনতম বয়সে প্রত্যাবৃত্ত করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না। আর আপনি ভূমিকে দেখুন শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমরা পানি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সব ধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদ; এটি এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর কিয়ামত আসবেই, এতে কোন

সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন"। [সূরা হজ, আয়াত: ৫, ৬, ৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِۚ ٢٧ ﴾ [الروم: ٢٧]

"তিনি তো প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর এটি তার উপর অধিকতর সহজ"। [সূরা রূম, আয়াত: ২৭] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُۥۚ ١٠٤ ﴾ [الانبياء: ١٠٤]

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি সেভাবেই আমি সেটার পুনরাবর্তন ঘটাব"। [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَيَقُولُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوۡفَ أُخۡرَجُ حَيًّا ٦٦ أَوَ لَا يَذۡكُرُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقۡنَٰهُ مِن قَبۡلُ وَلَمۡ يَكُ شَيۡـٔٗا ٦٧ ﴾ [مريم: ٦٦، ٦٧]

"আর মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হলে আমাকে কি জীবিত অবস্থায়

উত্থিত করা হবে?’ মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি অথচ সে কিছুই ছিল না?” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৬৬, ৬৭] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ أَوَ لَمۡ يَرَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقۡنَٰهُ مِن نُّطۡفَةٖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلٗا وَنَسِيَ خَلۡقَهُۥۖ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٞ ٧٨ قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ ٧٩ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلۡأَخۡضَرِ نَارٗا فَإِذَآ أَنتُم مِّنۡهُ تُوقِدُونَ ٨٠ أَوَلَيۡسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخۡلُقَ مِثۡلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلۡخَلَّٰقُ ٱلۡعَلِيمُ ٨١ إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢ فَسُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٨٣ ﴾ [يس: ٧٧- ٨٣]

“মানুষ কি দেখেনি যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ সে (বনে যায়) একজন প্রকাশ্য কুটতর্ককারী। আর সে আমার উদ্দেশ্যে উপমা পেশ করে, অথচ সে তার নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, ‘হাড়গুলো জরাজীর্ণ হওয়া অবস্থায় কে সেগুলো জীবিত করবে’? বলুন, ‘তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।’ তিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ

থেকে আগুন উৎপাদন করেন, ফলে তোমরা তা থেকে আগুন প্রজ্বলিত কর। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হাঁ, নিশ্চয়ই। আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও, ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [সূরা ইয়াছিন, আয়াত: ৭৭-৮৩] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَلَمۡ يَعۡيَ بِخَلۡقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰۚ بَلَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٣٣ وَيَوۡمَ يُعۡرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيۡسَ هَٰذَا بِٱلۡحَقِّۖ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ٣٤ فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسۡتَعۡجِل لَّهُمۡۚ كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَ مَا يُوعَدُونَ لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةٗ مِّن نَّهَارِۭۚ بَلَٰغٞۚ فَهَلۡ يُهۡلَكُ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٣٥ ﴾ [الاحقاف: ٣٣، ٣٥]

"আর তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ

করেন নি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর যারা কুফরী করেছে যেদিন তাদেরকে পেশ করা হবে জাহান্নামের আগুনের কাছে, (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) ‘এটা কি সত্য নয়?’ তারা বলবে, ‘আমাদের রবের শপথ! অবশ্যই হ্যাঁ। তিনি বলবেন, ‘সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; কারণ তোমরা কুফরী করেছিলে।’ অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দন্ডের বেশী দুনিয়াতে অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা, সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায়কেই কেবল ধ্বংস করা হবে।” [সূরা আল-আহকাফ: ৩৩] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلۡأَرۡضَ خَٰشِعَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩ ﴾ [فصلت: ٣٩]

“তাঁর আরেকটি নিদর্শন হল এই যে, তুমি যমীনকে দেখতে পাও

শুষ্ক–অনুর্বর, অতঃপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। নিশ্চয়ই যিনি যমীনকে জীবিত করেন তিনি মৃতদেরও জীবিতকারী। নিশ্চয় তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান”। [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৯] এগুলো ছাড়াও আরও অনেক আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা প্রায়ই এর দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেন, পানির মাধ্যমে জমিনকে জীবিত করা, তারপর জমিন থেকে সবুজ শ্যামল ফসল উৎপন্ন হওয়া। অথচ এগুলো সবই ইতোপূর্বে একেবারেই শুষ্ক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও উকাইলী বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বলেন,

«ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم ؟ أي ما أمرك وما شأنك؟ لما كان منه يقول رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله» قلت :يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع قال: «أنبؤك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية فقلت لا تحي أبدا فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن

يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم» الحديث.

“... তোমার ইলাহের শপথ! জমিনের উপরে প্রত্যেক নিহতের নিহত হওয়ার স্থান বা প্রত্যেক মৃতের দাফনস্থান ফেটে যাবে আর মৃতকে তার মাথার কাছে নিয়ে আসবে। তখন সে উঠে বসবে, আর তার অতীতের দিকে ইঙ্গিত করে তোমার রব জিজ্ঞাসা করবেন, ‘কী খবর?’ তখন সে বলবে, ‘হে আমার রব! গতকাল! আজ!’ জীবনের কথা স্মরণ করে সে মনে করবে, তার পরিবারের সাথে সে অল্প আগে ছিল।” বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বাতাস, জীর্ণতা ও হিংস্র প্রাণী আমাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলার পরও কীভাবে তিনি আমাদের একত্রিত করবেন? তিনি বলেন, “আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলো থেকে কি এর দৃষ্টান্ত দেখাব? এক শুষ্ক-অনুর্বর জমিন দেখে তুমি বললে, তা কখনোই বাঁচবে না। তারপর তোমার রব তাতে বৃষ্টি পাঠালেন, কয়েক দিন পর গিয়ে দেখলে তা সবুজ-শ্যামল। তোমার ইলাহের শপথ! পানি জমিনের শস্য একত্রিত করে যেমন, তিনি তাদের একত্রিত করতে এর চেয়ে বেশি সক্ষম। তারপর তোমরা

তোমাদের মৃত্যুস্থান থেকে বের হবে।...” হাদীসের শেষ পর্যন্ত[93]। অনুরূপ আরও অনেক হাদীস রয়েছে।

পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার বিধান

প্রশ্ন: পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার বিধান কী?

উত্তর: পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী কাফের। সে মহান আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও রাসূলদের অস্বীকার করল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخۡرَجُونَ ٦٧﴾ [النمل: ٦٧]

“আর কাফেররা বলে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব এবং আমাদের বাপ-দাদা, তখন আমাদের কি আবার বের করা হবে”? [সূরা নামল, আয়াত: ৬৭] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ ۞وَإِن تَعۡجَبۡ فَعَجَبٞ قَوۡلُهُمۡ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدٍۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَاقِهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ

---

[93] আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৩-১৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৩৩৮।

هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۞ ﴾ [الرعد: ٥]

“আর যদি তুমি আশ্চর্য বোধ কর, তাহলে আশ্চর্যজনক হল তাদের এ বক্তব্য, ‘আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হব’? এরাই তারা, যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, আর ওদের গলায় থাকবে শিকল এবং ওরা অগ্নিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে”। [সূরা রা‘আদ, আয়াত: ৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ۞ ﴾ [التغابن: ٧]

“কাফিররা ধারণা করেছিল যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। বল, ‘হ্যাঁ, আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা আমল করেছিলে তা অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর এটি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।” [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ৭] ইত্যাদি আল্লাহর বাণীসমূহ।

বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

« كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ،وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد»

“আদম সন্তান আমার উপর মিথ্যারোপ করল, অথচ তা তার জন্য উচিত নয়, আমাকে গালি দিল অথচ তা করা তার জন্য সমীচিন ছিল না। তার দ্বারা আমার উপর মিথ্যারোপ করা হচ্ছে তার কথা, ‘আমাকে তিনি আর ফিরিয়ে আনবেন না যেমনটি তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন’। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা পুনরায় সৃষ্টি করার চেয়ে কোন ক্রমেই সহজ ছিল না। আর তার দ্বারা আমাকে গালি দেয়া হচ্ছে তার এ কথা বলা যে, ‘আল্লাহ তা‘আলা সন্তান গ্রহণ করছেন’। অথচ আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী নই, আমি নিজে জন্ম গ্রহণ করি নি, আবার কাউকে জন্মও দেই নি। আমার কোনো সমকক্ষ নেই”[94]।

---

[94] বুখারী, ৪৯৭৪, ৩১৯৩; মুসনাদে আহমাদ ২/৩১৭, ৩৫০, ৩৫১।

শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার প্রমাণ কী? আর কতবার সে ফুঁক দেওয়া হবে?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۝٦٨ ﴾ [الزمر: ٦٨]

"আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।" [সূরা যুমার, আয়াত: ৬৭]

এ আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেন যে, প্রথম ফুঁক হল, বেহুঁশ হওয়া জন্য আর দ্বিতীয় ফুঁক হল পুনরুত্থানের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ

ٱللَّهُۚ وَكُلٌّ أَتَوۡهُ دَٰخِرِينَ ۝٨٧ ﴾ [النمل: ٨٧]

“আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে সবাই ভীত হবে; তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ছাড়া। আর সবাই তাঁর কাছে হীন অবস্থায় উপস্থিত হবে।” [সূরা নামাল, আয়াত: ৮৭]

এ আয়াতে উল্লেখিত ‘ফাযা‘ (ভীত হওয়া) শব্দকে যদি কেউ ‘সা‘আক’ (বেহুঁশ) দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, তবে এ ফুঁকটি হবে পূর্বোক্ত সূরা আয-যুমারের আয়াতে উল্লেখিত শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেওয়া। আর মুসলিম শরীফের একটি হাদিস এ ব্যাখ্যারই সমর্থন করে। তাতে বলা হয়-

«ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا - قال - وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله - قال - فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل- شعبة الشاك- فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» الحديث

“তারপর শিঙ্গায় ফু দেয়া হবে, এর শব্দ যে শুনবে সেই একবার ঘাড় নোয়াবে আরেকবার উঠাবে।” তিনি বলেন, “সর্বপ্রথম এমন

এক ব্যক্তি সে আওয়াজ শুনতে পাবে, যে তার উটের হাউযের মাটি দিয়ে লেপে দিচ্ছে।” তিনি বলেন, “তারপর সে বেহুঁশ হয়ে যাবে এবং সাথে সমস্ত লোক বেহুঁশ হবে। তারপর আল্লাহ তা‘আলা বৃষ্টি প্রেরণ করবেন।” অথবা বলেন, “বৃষ্টি নাযিল করবেন। তা যেন কুয়াশা -অথবা- ছায়া।” (এখানে বর্ণনাকারী নু‘মান সন্দেহ করেন) “অতঃপর তা থেকে মানুষের দেহগুলো জন্মাবে। তারপর আবার ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তারা সবাই দণ্ডায়মান হয়ে তাকিয়ে থাকবে।”[95]

আর যারা ‘ফাযা‘ (ভীত হওয়া) শব্দটিকে ‘সা‘আক’ বা বেহুঁশ হওয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করেন নি, তাদের কথা অনুযায়ী এটি হবে তৃতীয় আরেক ফুঁ, পূর্বে বর্ণিত দুটি ফুঁকের আগে তা ঘটবে। এ কথার সমর্থন করে শিঙ্গা সংক্রান্ত দীর্ঘ এক হাদিস[96], যাতে তিনটি ফুঁকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি নফখাতুল ফাযা (ভীতিপ্রদ ফুঁক), দ্বিতীয়টি নাফখাতুস সা‘আক (জ্ঞানহীন/মৃত্যুর ফুঁক) আর তৃতীয়টি নাফখাতুল ক্বিয়াম বা রাব্বুল আলামীনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার ফুঁক।

---

[95] মুসলিম: ২৯৪০।

[96] বাইহাকী, আল-বা‘স ওয়ান নুশূর, ৩৩৬। হাদীসটি দুর্বল।

কুরআনে হাশরের বর্ণনা

প্রশ্ন: কুরআনে হাশর বা একত্রিকরণের বর্ণনা কী ধরনের করা হয়েছে?

উত্তর: হাশরের বর্ণনা সম্পর্কে কুরআনে অনেক আয়াত এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَقَدۡ جِئۡتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٖ ﴾ [الانعام: ٩٤]

“আর নিশ্চয় তোমরা এসেছ আমার কাছে একা একা, যেরূপ সৃষ্টি করেছি আমি তোমাদেরকে প্রথমবার” [সূরা আনআম, আয়াত: ৯৪]

﴿ وَيَوۡمَ نُسَيِّرُ ٱلۡجِبَالَ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ بَارِزَةٗ وَحَشَرۡنَٰهُمۡ فَلَمۡ نُغَادِرۡ مِنۡهُمۡ أَحَدٗا ٤٧ ﴾ [الكهف: ٤٧]

“আর যেদিন আমি পাহাড়কে চলমান করব এবং তুমি যমীনকে দেখতে পাবে দৃশ্যমান, আর আমরা তাদেরকে একত্র করব। অতঃপর তাদের কাউকেই ছাড়ব না।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৪৭]

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ۝٨٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝٨٦ ﴾ [مريم: ٨٥، ٨٦]

“যেদিন পরম করুণাময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব, আর অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৮৫, ৮৬]

﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَٰجًا ثَلَٰثَةً ۝٧ فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۝٨ وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ۝٩ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ۝١٠ ﴾ [الواقعة: ٧، ١٠]

“আর তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন দলে। সুতরাং ডান পার্শ্বের দল, ডান পার্শ্বের দলটি কত ভাগ্যবান! আর বাম পার্শ্বের দল, বাম পার্শ্বের দলটি কত হতভাগ্য! আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই।” [সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত: ৭-১০]

﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝١٠٨ ﴾ [طه: ١٠٨]

“সেদিন তারা আহ্বানকারীর (ফেরেশতার) অনুসরণ করবে। এর কোন এদিক-সেদিক হবে না এবং পরম করুণাময়ের সামনে সকল আওয়াজ নিচু হয়ে যাবে। তাই মৃদু আওয়াজ ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِۦۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّاۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا ٩٧ ﴾ [الاسراء: ٩٧]

“আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথহারা করেন তুমি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অভিভাবক পাবে না। আর আমি কিয়ামতের দিনে তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব।” [সূরা ইসরা, আয়াত: ৯৭] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

সুন্নাত থেকে হাশরের বর্ণনা

প্রশ্ন: সুন্নাত থেকে হাশরের বর্ণনার ধরণ কী?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير ،وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا »

“মানুষকে তিনটি পদ্ধতিতে একত্র করা হবে, আশাবাদী ও আতঙ্কগ্রস্ত, দুইজন একটি উটে, তিনজন একটি উটে, চারজন একটি উটে এবং দশজন একটি উটে; আর বাকীদের একত্র করবে আগুন। তারা যখন বিশ্রাম নেবে, আগুন সাথে বিশ্রাম নেবে, যেখানে সকাল হবে, আগুন তাদের সাথে থাকবে, আর যেখানে সন্ধ্যা হবে আগুন তাদের সাথে থাকবে।[97]

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال« أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة »

[97] বুখারী: ৬৫২২; মুসলিম: ২৮৬১।

আনাস ইব্‌ন মালিক হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নবী! কাফেরদের কীভাবে তাদের চেহারার উপর হাশর করা হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে আল্লাহ দুনিয়াতে তাকে দুই পায়ের উপর হাঁটাতে সক্ষম, তিনি কি তাকে কিয়ামতের দিন তার চেহারার উপর হাঁটাতে সক্ষম নন[98]?"

قال صلى الله عليه وسلم : « إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده - الآية. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم » الحديث

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের হাশর হবে বস্ত্রহীন, নগ্নপদ, খতনাবিহীন অবস্থায়।" অতঃপর পাঠ করেন: 'যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব...' আয়াতের শেষ পর্যন্ত [সূরা আম্বিয়া: ১০৪]। অতঃপর বলেন, "আর কিয়ামতে মাখলুকের মধ্যে যাকে সর্ব প্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে, তিনি হলেন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম।"[99]

وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر

---

[98] বুখারী, হাদীস নং-৬৫২৩; মুসলিম, হাদীস নং-২৮০৬।

[99] বুখারী, হাদীস নং-৩৩৪৯।

بعضهم إلى بعض فقال« الأمر أشد من أن يهمهم ذلك »

এ বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষ একে অপরের দিকে তাকাবে! তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে দিনের অবস্থা এদিকে গুরুত্ব দেওয়ার চাইতেও অনেক কঠিন হবে[100]।"

কিয়ামতের মাঠের বর্ণনা কুরআন থেকে

প্রশ্ন: কুরআন থেকে কিয়ামতের মাঠের বর্ণনা কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمۡ لِيَوۡمٖ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ ٤٢ مُهۡطِعِينَ مُقۡنِعِي رُءُوسِهِمۡ لَا يَرۡتَدُّ إِلَيۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡۖ وَأَفۡـِٔدَتُهُمۡ هَوَآءٞ ٤٣ ﴾ [ابراهيم: ٤٢، ٤٣]

"আর যালিমরা যা করছে, আল্লাহকে তুমি সে বিষয়ে মোটেই গাফেল মনে করো না, আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন, ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন চোখ পলকহীন তাকিয়ে থাকবে। তারা মাথা

---

[100] বুখারী, হাদীস নং-৬৫২৭; মুসলিম, হাদীস নং-২৮৫৯।

তুলে দৌড়াতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি নিজদের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪২, ৪৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ صَفّٗاۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَقَالَ صَوَابٗا ٣٨ ﴾ [النبا: ٣٨]

“সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যরা কোন কথা বলবে না। আর সে সঠিক কথাই বলবে।” [সূরা নাবা, আয়াত: ৩৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَأَنذِرۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡأٓزِفَةِ إِذِ ٱلۡقُلُوبُ لَدَى ٱلۡحَنَاجِرِ كَٰظِمِينَۚ مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلَا شَفِيعٖ يُطَاعُ ١٨ ﴾ [غافر: ١٨]

“আর তুমি তাদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও। যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ, কষ্ট সংবরণ অবস্থায়। যালিমদের জন্য নেই কোন অকৃত্রিম বন্ধু, নেই এমন কোন সুপারিশকারী যাকে গ্রাহ্য করা হবে।” [সূরা গাফের, আয়াত: ১৮] আল্লাহ

তা‘আলা বলেন,

﴿ تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥ خَمۡسِينَ أَلۡفَ سَنَةٖ ۝٤ ﴾ [المعارج: ٤]

“ফেরেশতাগণ ও রূহ এমন এক দিনে আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হয়, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।” [সূরা মা‘আরেজ, আয়াত: ৪] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ سَنَفۡرُغُ لَكُمۡ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ۝٣١ ﴾ [الرحمن: ٣١]

“হে মানুষ ও জিন, আমি অচিরেই তোমাদের (হিসাব-নিকাশ গ্রহণের) প্রতি মনোনিবেশ করব।” [সূরা রহমান, আয়াত: ৩১]

হাদিস থেকে কিয়ামতের মাঠে অবস্থানের বর্ণনা

প্রশ্ন: হাদিস থেকে কিয়ামতের মাঠে অবস্থানের বর্ণনা কী?

উত্তর: এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

(يوم يقوم الناس لرب العالمين) قال« يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه »

“যে দিন মানুষ রাব্বুল আলমীনে সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে” [সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন:৬] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন একজন ব্যক্তি তার ঘামের মধ্যে দাঁড়াবে যে অবস্থায় তার ঘাম তার অর্ধ কান পর্যন্ত পৌছবে।[101]”

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم »

“কিয়ামতের দিন লোকেরা এমন ঘামবে যে তাদের ঘাম জমিনে সত্তর গজ পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাবে এবং তাদের ঘাম তাদের কান পর্যন্ত পৌছবে।[102]” এটি সহীহ হাদীসের গ্রন্থে এসেছে, এর বাইরে আরও অনেক হাদীস রয়েছে।

---

[101] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩১, ৪৯৩৯।

[102] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩২।

কুরআন থেকে আমল নামা পেশ করা ও হিসাব কিভাবে নেওয়া হবে তার বর্ণনা

প্রশ্ন: কুরআন থেকে আমল নামা পেশ করা ও হিসাব কিভাবে নেওয়া হবে তার বর্ণনা কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَوۡمَئِذٖ تُعۡرَضُونَ لَا تَخۡفَىٰ مِنكُمۡ خَافِيَةٞ ١٨ ﴾ [الحاقة: ١٨]

“সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন গোপনীয়তাই গোপন থাকবে না।” [সূরা হাক্কা, আয়াত: ১৮] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفّٗا لَّقَدۡ جِئۡتُمُونَا كَمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٍۢۚ ﴾ [الكهف: ٤٨]

“আর তাদেরকে তোমার রবের সামনে উপস্থিত করা হবে কাতারবদ্ধ করে। (আল্লাহ বলবেন) ‘তোমরা আমার কাছে এসেছ তেমনভাবে, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৪৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَيَوۡمَ نَحۡشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٖ فَوۡجٗا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۝٨٣ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبۡتُم بِـَٔايَٰتِي وَلَمۡ تُحِيطُواْ بِهَا عِلۡمًا أَمَّاذَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ۝٨٤ وَوَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَيۡهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمۡ لَا يَنطِقُونَ ۝٨٥ ﴾ [النمل: ٨٣، ٨٥]

"আর স্মরণ করুন সে দিনের কথা, যেদিন আমরা সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একেকটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত অতঃপর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা হবে। শেষ পর্যন্ত যখন তারা এসে যাবে তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ তা তোমরা জ্ঞানে আয়ত্ত করতে পারনি ? নাকি তোমরা আর কিছু করছিলে ?' আর যুলুমের কারণে তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।" [সূরা নামাল, আয়াত: ৮৩-৮৫]

﴿ يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ ۝٦ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ۝٨ ﴾ [الزلزلة: ٦، ٨]

"সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়ে আসবে যাতে দেখানো যায় তাদেরকে তাদের নিজদের কৃতকর্ম। অতএব, কেউ অণু পরিমাণ

ভালকাজ করলে তা সে দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে।"[সূরা যিলযাল, আয়াত: ৬, ৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٩٢ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝٩٣ ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣]

"অতএব তোমার রবের কসম, আমি তাদের সকলকে অবশ্যই জেরা করব, তারা যা করত, সে সম্পর্কে"। [সূরা হিজর, আয়াত: ৯২, ৯৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ۝٢٤ ﴾ [الصافات: ٢٤]

"আর তাদেরকে থামাও, অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" [সূরা সাফফাত, আয়াত: ২৪]

হাদিস থেকে আমল নামা পেশ করা ও হিসাবে কিভাবে নেবে তার বর্ণনা

প্রশ্ন: হাদিস থেকে আমল নামা পেশ করা ও হিসাব কিভাবে নেবে তার বর্ণনা কী?

উত্তর: এ বিষয়ে অনেক হাদিস আছে। এক, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من نوقش الحساب عذب »قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى:(فسوف يحاسب حسابا يسيراً) قال: « ذلك العرض »

“যাকে হিসাবে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাকে আযাব দেয়া হবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহ তা‘আলা কি বলেন নি যে “অচিরেই তার সহজ হিসেবই নেয়া হবে”? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ‘হিসাব নেয়া’ শুধু পেশ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।[103]”

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملئ الأرض ذهبا كنت تفتدي به فيقول نعم فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك - وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك»

---

[103] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩৬, ৬৫৩৭।

“কিয়ামতের দিন কাফেরকে উপস্থিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যদি তোমার নিকট জমিন ভর্তি স্বর্ণ থাকে এবং তুমি সব কিছু দিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পেতে চাও তাহলে কি তা করবে? বলল, হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হবে, দুনিয়াতে তোমার নিকট এর চেয়ে আরও সহজ জিনিস চাওয়া হয়েছিল।” অপর বর্ণনায় বর্ণিত, “আমি তোমার নিকট এর চেয়ে অনেক সহজ কিছু চেয়েছিলাম যখন তুমি আদম এর পাঁজরের হাড়ে ছিলে, আর তা হচ্ছে, আমার সাথে শির্ক করবে না, কিন্তু তুমি শির্ক করাকেই পছন্দ করলে।[104]”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة»

“তোমাদের থেকে যে কোন মানুষ রবের সাথে এমনভাবে কথা বলবে, যার মধ্যে কোন প্রকার মধ্যস্থতাকারী থাকবে না। তখন

[104] বুখারী, হাদীস নং ১৪১৩, ১৪১৭।

সে তার ডান দিকে তাকাবে। তখন দেখতে পাবে দুনিয়াতে যা আমল করেছে। তারপর সে তার বাম দিকে তাকাবে তখন দেখতে পাবে দুনিয়াতে সে যে আমল করেছিল। তারপর সে তার সামনের দিকে তাকাবে তখন শুধুই আগুন দেখতে পাবে। তোমরা আগুন থেকে বাঁচ যদিও অর্ধ খেজুর দ্বারা সম্ভব হয় বা যদি একটি সুন্দর কথা দ্বারা”[105]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« يدنو أحدكم - يعني المؤمنين - من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول - إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم »

“তোমাদের ঈমানদারদের কাউকে তার রবের নিকটে আনা হবে, অবশেষে তিনি তাকে তাঁর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঢেকে বলবেন, তুমি কি এই আমল ওই আমল করো নি? বলবে হ্যাঁ, তখন সে স্বীকার করবে। তারপর তার প্রভু বলবে, আমি দুনিয়াতে তোমার অপরাধকে গোপন করেছিলাম আর আজকের দিন আমি তোমাকে

[105] বুখারী, হাদীস নং ১৪১৩ ; মুসলিম, হাদীস নং ১০১৬।

ক্ষমা করে দিলাম”[106]। ইত্যাদি হাদিসসমূহ।

কুরআন থেকে আমলনামা প্রসারিত করার বর্ণনা

প্রশ্ন:কুরআন থেকে আমলনামা প্রসারিত করার বর্ণনা কেমন?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلۡزَمۡنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦۖ وَنُخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ كِتَٰبٗا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا ١٣ ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا ١٤ ﴾ [الاسراء: ١٣، ١٤]

“আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট।” [সূরা ইসরা, আয়াত: ১৩, ১৪] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ ١٠ ﴾ [التكوير: ١٠]

---

106 বুখারী, হাদীস নং ২৪৪১, ৪৬৮৫।

“আর যখস আমল নামা প্রসারিত করা হবে।”[সূরা তাকওয়ীর, আয়াত: ১০] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا ٤٩ ﴾ [الكهف: ٤٩]

“আর আমলনামা খুলে রাখা হবে, তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে ভীত, তাতে যা রয়েছে তার কারণে। আর তারা বলবে, ‘হায় ধ্বংস আমাদের! কী হল এ কিতাবের! তা ছোট-বড় কিছুই ছাড়ে না, শুধু সংরক্ষণ করে’ এবং তারা যা করেছে, তা হাযির পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি যুলম করেন না।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৪৯]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰبِيَهۡ ١٩ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ ٢٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ٢١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ ٢٢ قُطُوفُهَا دَانِيَةٞ ٢٣ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَآ أَسۡلَفۡتُمۡ فِي ٱلۡأَيَّامِ ٱلۡخَالِيَةِ ٢٤ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ

بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُوتَ كِتَٰبِيَهۡ ۝٢٥ وَلَمۡ أَدۡرِ مَا حِسَابِيَهۡ ۝٢٦ يَٰلَيۡتَهَا كَانَتِ ٱلۡقَاضِيَةَ ۝٢٧ مَآ أَغۡنَىٰ عَنِّي مَالِيَهۡۜ ۝٢٨ هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ ۝٢٩ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝٣٠ ثُمَّ ٱلۡجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝٣١ ثُمَّ فِي سِلۡسِلَةٖ ذَرۡعُهَا سَبۡعُونَ ذِرَاعٗا فَٱسۡلُكُوهُ ۝٣٢ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ ۝٣٣ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ۝٣٤ فَلَيۡسَ لَهُ ٱلۡيَوۡمَ هَٰهُنَا حَمِيمٞ ۝٣٥ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنۡ غِسۡلِينٖ ۝٣٦ لَّا يَأۡكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡخَٰطِـُٔونَ ۝٣٧ ﴾ [الحاقة: ١٩، ٣٧]

“তখন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, ‘নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ’। ‘আমি দৃঢ়বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুউচ্চ জান্নাতে, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। বলা হবে, ‘পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। কিন্তু যার ‘আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, ‘হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার ‘আমলনামা, আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব! ‘হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! ‘আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না। ‘আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়েছে। ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে, ‘ধর তাকে,

তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। ‘তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ কর। ‘তারপর তাকে শৃংখলিত কর এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত, নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার ছিল না, আর মিসকীনকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না, অতএব এ দিন তার কোন সুহৃদ থাকবে না, আর কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া, যা অপরাধী ছাড়া কেউ খাবে না।” [সূরা হাক্কা, আয়াত: ১৯-৩৭]

সূরা ইনশিকাকের আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۞ ﴾ [الانشقاق: ٧] - ﴿ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ ۞ ﴾ [الانشقاق: ١٠]

“আর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, [সূরা আল-ইনশিকাক: ৭] “আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছন দিকে দেয়া হবে” [সূরা ইনশিকাক, আয়াত: ১০]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যাদের আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে, তাকে তার সামনের দিক দিয়ে দেয়া হবে। আর যাকে তার আমল নামা বাম হাতে দেয়া হবে, তার পিছন দিয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

হাদিস থেকে আমলনামা প্রসারিত করার বর্ণনা

প্রশ্ন: হাদিস থেকে আমলনামা প্রসারিত করার বর্ণনা কেমন?

উত্তর: এ বিষয়ে অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف يقول رب أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ، ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رءوس الأشهاد: (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) [هود: ١٨] »

"ঈমানদারকে (কিয়ামতের দিন) তার রবের নিকটে নেয়া হবে। তখন তার রব বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঢেকে বলবেন, তুমি কি এই আমল ওই আমল করো নি? বলবে হ্যাঁ, তখন সে তার গুনাহগুলো স্বীকার করবে। সে বলবে আমি জানি, সে বলবে আমার রব আমি স্বীকার করছি, এ কথা দু' বার বলবে। তারপর তার প্রভু তাকে বলবেন, 'আমি দুনিয়াতে তোমার অপরাধকে গোপন করেছিলাম

আর আজকের দিন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।' তারপর তার নেক আমলসমূহের আমল নামা খোলা হবে। আর অন্যদের অর্থাৎ কাফের অথবা মুনাফেকদেরকে সমস্ত মানুষের সামনে ডাকা হবে। "তারাই হল ঐ সব লোক যারা তাদের রবের উপর মিথ্যা আরোপ করেছিল, সাবধান যালেমদের উপরই আল্লাহর লা'নত"।[সূরা হূদ: ১৮]" [107]।

অনুরূপভাবে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال « يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار »
الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود

"আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করে বললাম হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন একজন বন্ধু তার অপর বন্ধুকে স্মরণ করবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, হে আয়েশা তিনটি জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। মীযানের সামনে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে

---

[107] বুখারী, হাদীস নং ৪৬৮৫।

জানবে তার পাল্লা ভারি হবে নাকি হালকা হবে। আমল নামা গ্রহণ করার সময়, তা কি ডান হাতে দেয়া হবে না বাম হাতে। আর যখন জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান বের হবে।" (একটি লম্বা হাদীসের অংশ বিশেষ)[108]

কুরআন থেকে মীযান স্থাপনের দলীল এবং ওজনের বর্ণনা

প্রশ্ন: কুরআন থেকে মীযান স্থাপনের দলীল এবং ওজনের বর্ণনার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧ ﴾ [الانبياء: ٤٧]

"আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মীযান বা ওজনের যন্ত্র স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কারো কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।" [সূরা আম্বিয়া,

---

108 মুসনাদে আহমাদ ৬/১১০; আবু দাউদ: ৪৭৫৫। হাদীসটি হাসান।

আয়াত: ৪৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّۚ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٨ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظۡلِمُونَ ٩ ﴾ [الاعراف: ٨، ٩]

“আর সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেই সব লোক, যারা নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (অস্বীকার করার মাধ্যমে) যুলুম করত।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৮, ৯] আল্লাহ তা‘আলা কাফেরদে বিষয়ে বলেন,

﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ١٠٥ ﴾ [الكهف: ١٠٥]

“সুতরাং আমি তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন ওজনের ব্যবস্থা রাখব না’।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৭]

সুন্নাত থেকে মীযান স্থাপনের দলীল এবং ওজনের বর্ণনা

প্রশ্ন: কুরআন থেকে মীযান স্থাপনের দলীল এবং ওজনের বর্ণনা কী?

উত্তর: এ বিষয়ে হাদিস অনেক আছে-

এক, সে ‘কার্ড’ এর হাদিস, যে ‘কার্ডে’ দু’টি শাহাদাত (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষদ্বয়) লিপিবদ্ধ ছিল[109]। তাতে বলা হয়-

« وإنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مدى البصر »

“নব্বইটি খারাপ আমলের দফতরের মোকাবেলায় এ কাগজের টুকরাটি অধিক ভারী হবে। প্রতিটি খারাপ দফতরের আকার হবে মানুষের দৃষ্টির দূরত্বের সমপরিমাণ।”

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য

---

[109] হাদীসের এ অংশটুকু বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ ২/২১৩; তিরমিযী ২৬৩৯; ইবন মাজাহ ৪৩০০, মুস্তাদরাকে হাকিম ১/৬; বাগভী, শারহুস সুন্নাহ ১৫/১৩৩, ১৩৪। তবে এখানে উল্লেখিত বাকী অংশ কোনো গ্রন্থে এখনো পাই নি। [সম্পাদক]

করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد »

“তোমরা কি তার পায়ের নলাদ্বয় সরু হওয়াতে অবাক হচ্ছ! মনে রাখবে, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি, কিয়ামতের তার দুটি নলা অহুদ পাহাড় থেকেও অধিক ভারী হবে।”[110]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة»
– وقال – اقرأوا﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ١٠٥ ﴾ [الكهف: ١٠٥]

“কিয়ামতের দিন একজন মোটা দেহের অধিকারী লোককে উপস্থিত করা হবে। কিন্তু আল্লাহর নিকট তার ওজন একটি মাছির ডানার পরিমাণও হবে না।” তারপর তিনি বলেন, তোমরা তিলাওয়াত কর- ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ١٠٥ ﴾ [الكهف: ١٠٥] “সুতরাং আমি তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন ওজনের ব্যবস্থা

---

110 মুসনাদে আহমাদ ১/৪২০, ৪২১।

রাখব না'।"[111] [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৭] ইত্যাদি হাদিসসমূহ।

কুরআন থেকে পুল-সিরাতের প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন থেকে পুল-সিরাতের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ٧١ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ٧٢ ﴾ [مريم: ٧١، ٧٢]

"আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তারপর আমি এদেরকে মুক্তি দেব যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর যালিমদেরকে আমি সেখানে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭১, ৭২] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمۖ ١٢ ﴾ [الحديد: ١٢]

---

[111] বুখারী, হাদীস নং ৪৭২৯।

“সেদিন তুমি মুমিন পুরুষদের ও মুমিন নারীদের দেখতে পাবে যে, তাদের সামনে ও তাদের ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটতে থাকবে”। [সূরা হাদিদ, আয়াত: ২৭]

হাদিস থেকে পুল সিরাতের প্রমাণ ও তার বর্ণনা

প্রশ্ন: হাদিস থেকে পুল সিরাতের প্রমাণ ও তার বর্ণনা কী?

উত্তর: এ বিষয়ে একাধিক হাদিস রয়েছে। যেমন, শাফা‘আতের হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب ،فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا " الحديث في الصحيح

“কিয়ামতের দিন, পুল সিরাতকে নিয়ে এসে জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল! পুল-সিরাত কী? তিনি বললেন, তা পদস্থলনকারী, পিচ্ছিল. যার উপর লোহার হুক ও বর্শি এবং চওড়া ও বাঁকা কাটা থাকবে, যা

নাজদের সা‘দান গাছরে কাঁটার মত। মু’মিনগণ তার উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও অন্যন্য বাহনের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে. তার দেহ জাহান্নামের আগুন জ্বলসে যাবে। এমন কি সর্বশেষ ব্যক্তি টেনে-হিঁচড়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনরকম অতিক্রম করবে।[112]

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

« بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف »

“আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, পুল সিরাত চুল থেকেও সূক্ষ্ম এবং তলোয়ার থেকে ধারালো।[113]”

কুরআন থেকে [কিয়ামতের দিন] কিসাসের প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন থেকে [কিয়ামতের দিন] কিসাসের বর্ণনা কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

---

[112] বুখারী হাদীস নং ৭৪৩৯; মুসলিম হাদীস নং ১৮৩।

[113] মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩; মুসনাদে আহমাদ ৬/১১০।

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٤٠ ﴾ [النساء: ٤٠]

“নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না। আর যদি সেটি ভাল কাজ হয়, তিনি তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান প্রদান করেন।” [সূরা নিসা, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡۚ لَا ظُلۡمَ ٱلۡيَوۡمَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ١٧﴾ [غافر: ١٧]

“আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অর্জন অনুসারে প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কোন যুল্ম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী।” [সূরা গাফের, আয়াত: ১৭] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَٱللَّهُ يَقۡضِي بِٱلۡحَقِّۖ ﴾ [غافر: ٢٠]

“আর আল্লাহ সঠিকভাবে ফয়সালা করেন” [সূরা গাফের, আয়াত: ২০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٦٩ ﴾ [الزمر: ٦٩]

“তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। এমতাবস্থায় যে, তাদের প্রতি যুলম করা হবে না।” [সূরা গাফের, আয়াত: ২০]

হাদিস থেকে [কিয়ামতের দিন যে] কিসাস নেয়া হবে তার বর্ণনা ও পদ্ধতি

প্রশ্ন: হাদিস থেকে [কিয়ামতের দিন যে] কিসাস নেয়া হবে তার বর্ণনা ও প্রমাণ কী?

উত্তর: এ বিষয়ের উপর অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। এক. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أول ما يقضى بين الناس في الدماء »

“সর্ব প্রথম মানুষের মাঝে তাদের রক্তপাত বিষয়ে বিচার-ফায়সালা করা হবে”[114]।

দুই. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا

[114] বুখারী, হাদীস নং ৬৮৬৪।

درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه »

“যদি তোমাদের কেউ তোমার কোন ভাইয়ের নিকট দেনা থাকে সে যেন দুনিয়াতে তার থেকে তা যেন সমাধান করে নেয়, আখিরাতে তার নেক আমল থেকে বদলা গ্রহণ করার পূর্বে। কারণ, আখিরাতে কোন দিরহাম বা দিনার নেই। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে তাহলে তার ভাইয়ে বদ আমলগুলো নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে”[115]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة »

“মুমিনদের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হবে, তারপর তাদের জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে ‘কানতারা’ তে অবস্থান করানো হবে। তখন তারা একে অপরের থেকে দুনিয়াতে সংঘটিত যুলুমের প্রতিশোধ নিবে। তারপর যখন তারা দায় মুক্ত

[115] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩৪, ২৪৪৯।

ও বিশুদ্ধ হবে তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে”[116]।

কুরআন থেকে কাউসারের প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন থেকে হাউজে কাউসারের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে করীমে তার প্রিয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿ إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ۝١ ﴾ [الكوثر: ١]

“নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি।” [সূরা কাউসার, আয়াত: ১]

হাদিস থেকে কাউসারের প্রমাণ ও বর্ণনা

প্রশ্ন: হাদিস থেকে হাউজে কাউছারের প্রমাণ ও বর্ণনা কী?

উত্তর: এর উপর অনেক হাদীস রয়েছে, যেমন,

[116] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩৫।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أنا فرطكم على الحوض»

“আমি কাউসারের উপর তোমাদের অগ্রগামী হিসেবে থাকব।[117]”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن»

“আমি তোমাদের অগ্রগামী। আমি তোমাদের সাক্ষী, আল্লাহর কসম আমি এখন আমার হাউজের দিকে তাকাচ্ছি[118]।”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا»

“আমার হাউজ একমাসের রাস্তার সমান দূরত্ব। তার পানি দুধের থেকে সাদা। তার গন্ধ মেশকের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণ। তার

---

[117] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭৫, ৬৫৭৬, ৬৫৭৩।

[118] বুখারী, হাদীস নং ১৩৪৪, ৪০৮৫।

পেয়ালাসমূহ আসমানের তারকার মত। যে ব্যক্তি তা হতে পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।[119]"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر »

"আমি একটি কূপের পাশে আসি তখন দেখি সেখানে মণি মুক্ত ছিটানো, আমি জিবরিলকে জিজ্ঞাসা করি এ কী? তিনি বললেন, এ হচ্ছে কাউসার।[120]" ইত্যাদি এ ব্যাপারে আরও বহু হাদীস রয়েছে।

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে ঈমান আনার প্রমাণ

প্রশ্ন: জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ে ঈমান আনার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ۝٢٤ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ

[119] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭৯।

[120] বুখারী, হাদীস নং ৪৯৬৪, ৬৫৮১।

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ﴾ [البقرة: ٢٤، ٢٥]

“তাহলে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ”। এ ছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

বিশুদ্ধ হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাতের সালাতের যে দু’আ করেন, তাতে তিনি বলেন,

« ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق »

“সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, তোমার কথা সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীরা সত্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য এবং

কিয়ামত সত্য”[121]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » وفي رواية" من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء " .

“যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তার সাথে কোন শরিক নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, ঈসা আলাইহিসসালাম আল্লাহর বান্দাও রাসূল এবং আল্লাহর কালেমা আল্লাহ তা‘আলা এর প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং তার রুহ, জান্নাত হক, জাহান্নাম সত্য আল্লা তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে, তার আমল যাই হোক না।[122]” বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, “জান্নাতের আটটি দরজা

---

[121] বুখারী, হাদীস নং ১১২০।

[122] বুখারী, হাদীস নং ৩৪৩৫; মুসলিম, হাদীস নং ২৮।

থেকে যে দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে চায়[123], (আল্লাহ তাকে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন।)

জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

প্রশ্ন: জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?

উত্তর: জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বের উপর অটল বিশ্বাস করা, যে এ দুটি বর্তমানে সৃষ্ট। জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ যেহেতু তৈরি করে রেখেছেন, তাই জান্নাত ও জাহান্নাম সব সময় বাকী থাকবে। আর জান্নাত ও জাহান্নাম বাকী থাকার অর্থ হচ্ছে, জান্নাত ও জাহান্নামে যা কিছু আছে-নেয়ামতসমূহ ও আযাব- সে সবই বাকী থাকা।

বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বের প্রমাণ

প্রশ্ন: বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লামা তা'আলা আমাদের জানিয়ে দেন যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে তৈরি করে রাখা হয়েছে। তিনি জান্নাত সম্পর্কে বলেন,

---

[123] বুখারী, হাদীস নং ৩৪৩৫; মুসলিম, হাদীস নং ২৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২০৭।

﴿أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣﴾ [ال عمران: ١٣٣]

“মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে”। [সূরা আলে ইমরান: ১৩৩]

আর জাহান্নাম সম্পর্কে বলেন,

﴿أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ٢٤﴾ [البقرة: ٢٤، آل عمران: ١٣١]

“কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে”। [সূরা আল-বাকারাহ: ২৪; সূরা আলে ইমরান: ১৩১]

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের আরও সংবাদ দেন, আদম আলাইহিসসালাম ও হাওয়া আলাইহাসসালাম গাছের ফল খাওয়ার পূর্বে জান্নাতে বসবাস করতেন।

আল্লাহ তা‘আলা আরও জানিয়েছেন যে, কাফেরদেরকে সকাল সন্ধ্যা জাহান্নামের আগুনের সামনে পেশ করা হয়। [দেখুন, গাফের: ৪৬]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر

أهلها النساء »

“আমি জান্নাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তখন আমি দেখতে পেলাম জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। আর আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তখন দেখতে পেলাম জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী।[124]”

কবর আযাবের ফিতনা সম্পর্কিত হাদিসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده »

“যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তখন তার নিকট ঠিকানা কোথায় হবে, তা পেশ করা হয়।[125]”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم »

“তোমরা সালাতকে ঠাণ্ডার সময় আদায় কর, কারণ, অধিক গরম

---

[124] বুখারী, হাদীস নং ৩২৪১, ৫১৮৯।

[125] বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৯।

জাহান্নামের বাষ্পের কারণে হয়ে থাকে[126]।”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير »

“জাহান্নাম আল্লাহর নিকট অভিযোগ করে বলেন, হে আমার রব, আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে, তারপর আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামকে দুটি নিশ্বাস ফেলার অনুমতি দেয়। একটি শীতকালে অপরটি গরমকালে, আর সেটাই তোমরা যে সবচেয়ে বেশী গরম পাও, আর সবেচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পাও তা”[127]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وقال صلى الله عليه وسلم »

“জ্বর জাহান্নামের তাপের কারণে হয়ে থাকে, তাই তোমরা জ্বরকে

---

[126] বুখারী, হাদীস নং ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫।

[127] বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭, ৩২৬০।

পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর[128]।”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها » الحديث

“আল্লাহ তা‘আলা যখন জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করেন, তখন জিবরীলকে জান্নাত দেখতে পাঠান এবং বলেন, যাও দেখে আস জান্নাতের ভিতরে কি আছে?... হাদীসের শেষ পর্যন্ত[129]।

সূর্যগ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে জান্নাত ও জাহান্নামকে পেশ করা হয়। অনুরূপভাবে মি‘রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়। তাছাড়া এ ব্যাপারে আরও অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে।

---

[128] বুখারী, হাদীস নং ৩২৬১, ৩২৬২, ৩২৬৩।

[129] নাসায়ী, হাদীস নং ৩৭৬৩, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৩২, ৩৩৪। হাসান সনদে

জান্নাত ও জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন: জান্নাত ও জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়ার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন,

﴿خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠]

“তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে, এ হল, মহা সাফল্য” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَا هُم مِّنۡهَا بِمُخۡرَجِينَ ٤٨ ﴾ [الحجر: ٤٨]

“আর তারা তা হতে বের হওয়ার নয়।” [সূরা হিজর, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ ۞ عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوذٖ ١٠٨ ﴾ [هود: ١٠٨]

“অব্যাহত প্রতিদানস্বরূপ।” [সূরা হুদ, আয়াত: ১০৮] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ لَّا مَقۡطُوعَةٖ وَلَا مَمۡنُوعَةٖ ٣٣ ﴾ [الواقعة: ٣٣]

“যা শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না।” [সূরা ওয়াকে‘আ, আয়াত: ৩৩]

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ۝٥٤ ﴾ [ص: ٥٤]

“নিশ্চয় এটি আমার দেয়া রিয্ক, যা নিঃশেষ হবার নয়।” [সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ৫৪] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ۝٥١ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝٥٢ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝٥٣ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ۝٥٤ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۝٥٥ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۝٥٦ ﴾ [الدخان: ٥١- ٥٦]

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে -- উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে। এরূপই ঘটবে; আর আমরা তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে, সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।” [সূরা দুখান, আয়াত: ৫১-৫৬] ইত্যাদি আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত যে স্থায়ী সে সম্পর্কে

আমাদের জানিয়ে দেন, আরও জানিয়ে দেন যে, যারা একবার জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা স্থায়ীভাবে জান্নাতে অবস্থান করবে, তা হতে তারা কখনোই বের হবে না।

অনুরূপভাবে তিনি জাহান্নাম সম্পর্কেও একই কথা বলেন। আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ ١٦٩ ﴾ [النساء: ١٦٩]

“জাহান্নামের পথ ছাড়া। তারা তাতে চিরস্থায়ী হবে এবং তা আল্লাহর জন্য সহজ।” [সূরা নিসা, আয়াত: ২০] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ٦٤ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٦٥ ﴾ [الاحزاب: ٦٤، ٦٥]

“নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে লা‘নত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারা না পাবে কোন অভিভাবক এবং না কোন সাহায্যকারী”। [সূরা আহযাব, আয়াত: ২০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣]

“আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।” [সূরা জিন, আয়াত: ২৩] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]

“আর তারা জাহান্নাম থেকে বের হবার নয়” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৭] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنۡهُمۡ وَهُمۡ فِيهِ مُبۡلِسُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٥]

“তাদের থেকে আযাব কমানো হবে না এবং তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়বে।” [সূরা যুখরফ, আয়াত: ৭৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ لَا يُقۡضَىٰ عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُم مِّنۡ عَذَابِهَاۚ ﴾ [فاطر: ٣٦]

“তাদের প্রতি এমন কোন ফয়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মারা

যাবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে না”। [সূরা ফাতের, আয়াত: ৩৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يَأۡتِ رَبَّهُۥ مُجۡرِمٗا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ ٧٤﴾ [طه: ٧٤]

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি তার রবের নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম, তাতে সে মরবেও না আবার বাঁচার মতও বাঁচবে না”। [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭৪] ইত্যাদি আয়াতসমূহ এবং এ ধরনের আরও যত আয়াত আছে, তাতে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দেন, জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামকে তৈরি করা হয়েছে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, তা থেকে তারা কোনো দিন বের হতে পারবে না, তাঁর কথা হচ্ছে, ﴿وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧﴾ এবং তাদের আযাব কখনও বন্ধও হবে না, আল্লাহ বলেন, ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنۡهُمۡ﴾আবার তাদের আয়ু সেখানে শেষ হয়ে যাবে না, এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ ٧٤﴾

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون »

“আর জাহান্নামী, যারা জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে মারাও যাবে না এবং বাঁচার মতও বাঁচবে না”[130]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ،ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم» - وفي لفظ - كل خالد فيما هو فيه ،وفي رواية ثم :قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩ ﴾ [مريم: ٣٩]

“যখন জান্নাতিদের জান্নাতে এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, তখন মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে উপস্থিত করা হবে এবং যবেহ করা হবে, তারপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে, হে জান্নাতের অধিবাসী তোমরা চিরদিন থাক, তোমাদের আর কোনো মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামের

[130] মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫।

অধিবাসী, তোমরা চিরদিন থাকবে, তোমাদের কোনো মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতিদের খুশি আরও বৃদ্ধি পাবে, আর জাহান্নামীদের অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাবে”[131]।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, “প্রত্যেকে যে যেখানে আছে, সে সেখানে স্থায়ী হবে[132]।”

অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন,

﴿وَأَنذِرۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ إِذۡ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ وَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٣٩﴾ [مريم: ٣٩]

““আর তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর এবং তারা ঈমান আনছে না।” [সূরা মারইয়াম: ৩৯][133], হাদিসটি সহীহতে বর্ণিত। এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

---

[131] বুখারী, হাদীস নং ৪৭৩০, ৬৫৪৮; মুসলিম, হাদীস নং ২৮৫০।

[132] মুসলিম, হাদীস নং ২৮৫০।

[133] বুখারী, হাদীস নং ৪৭৩০; মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৯।

আখিরাতে মুমিনরা তাদের রবকে দেখতে পাবে এ কথার প্রমাণ

প্রশ্ন: আখিরাতে মুমিনরা তাদের রবকে দেখতে পাবে এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা র বাণী আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]

"সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল। তাদের রবের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপকারী" [সূরা কিয়ামাহ, আয়াত: ২২, ২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ ۞لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌۖ ﴾ [يونس: ٢٦]

"যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি"। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬]

আল্লাহ তাআলা কাফেরদের বিষয়ে বলেন,

﴿ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝ ﴾ [المطففين: ١٥]

“কখনো নয়, নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।” [সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত: ১৫]

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: «إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»

বুখারি ও মুসলিমে জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বসে ছিলাম, তারপর সে চৌদ্দ তারিখ রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে যেভাবে এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ, চাঁদ দেখতে তোমরা কোন অসুবিধা অনুভব করছ না। যদি তোমরা সূর্য উদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে পরাজিত হতে না চাও তবে তোমরা তাই কর[134]।” এখানে “তোমরা যেভাবে দেখছ” বা ‘এই চাঁদকে যেভাবে তোমরা দেখছ’ কথাটি দ্বারা দেখার সাথে দেখার সাদৃশ্য করা হয়েছে, চাঁদের

[134] বুখারী, হাদীস নং-৫৫৪; মুসলিম, হাদীস নং-৬৩৩।

সাথে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য করা হয় নি। যেমনিভাবে ওহীর বাণী দিয়ে আল্লাহ্‌ কথা বলেন মর্মে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেখানে এসেছে: "ফেরেশতারা তাদের ডানাসমূহ আনুগত্য স্বরূপ বিনয়ের সাথে মেলে দেয় তাঁর বাণীর জন্য, যেন তা মসৃণ পাথরে শিকলের আঘাত।"[135] এখানে শোনার সাথে শোনার সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে, শ্রুত বিষয় (আল্লাহ্‌র কথা) এর সাথে শ্রুত বিষয় (শিকলের আঘাত) এর সাদৃশ্য দেওয়া হয় নি। আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা ও গুণে কোনো সৃষ্টি তাঁর সদৃশ থাকবে তা থেকে আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণ মুক্ত ও উচ্চ; আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার কোনো অংশ আল্লাহ্‌র সাথে সৃষ্টির সাদৃশ্য স্থাপন করবে, তা থেকে তিনিও তিনি মুক্ত— কেননা, তিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে মহান আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী।

ইমাম মুসলিম হতে বর্ণিত সুহাইবের হাদীসে এসেছে, "তারপর পর্দা খুলে দেয়া হবে। ফলে (তারা বুঝবে যে,) মহান ও সম্মানিত রবের দিকে তাকানোর চেয়ে প্রিয় আর কোনো কিছু তাদেরকে দেয়া হয় নি।" তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন—

﴿ ۞لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ ﴾ [يونس: ٢٦]

---

[135] বুখারী, হাদীস নং-৪৭০১।

“যারা ভালো কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬]

এ অধ্যায়ে আরও অনেক বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট হাদিস রয়েছে, তার থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশটি হাদিস ত্রিশের অধিক সাহাবী থেকে সুল্লামুল উসূল গ্রন্থের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তারা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহ তা‘আলা তার রাসূলদের যা নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, তাকে অস্বীকার করল, আর তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হল, যাদের বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ ١٥ ﴾ [المطففين: ١٥]

“কখনো নয়, নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।” [সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত: ১৫]

আমরা আল্লাহ তা‘আলার দরবারে ক্ষমা ও পরিত্রাণ চাই। আল্লাহ যেন আমাদেরকে আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানোর স্বাদ অনুভব করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

শাফা‘আতের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ, শাফা‘আত কার পক্ষ

থেকে হবে, কার জন্য হবে এবং কখন হবে তার আলোচনা

প্রশ্ন: শাফা‘আতের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ কী? শাফা‘আত কার পক্ষ থেকে হবে, কার জন্য হবে এবং কখন হবে?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের অনেক স্থানে কঠিন শর্তে শাফা‘আত সাব্যস্ত করেছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জানিয়েছেন যে, আল্লাহই শাফা‘আতের মালিক, এতে অন্য কারো কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]

“আপনি বলে দিন, যাবতীয় সুপারিশ আল্লাহর মালিকানাধীন।” [সূরা যুমার, আয়াত: ৪৪]

আর শাফা‘আত কখন হবে, এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জানিয়ে দেন যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তা হবে না। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

“কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া?”

[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৫] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ إِذۡنِهِۦۚ﴾ [يونس: ٣]

“তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৫] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ ٢٦ ﴾ [النجم: ٢٦]

“আর আসমানসমূহে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, তাদের সুপারিশ কোনোই কাজে আসবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তার যারা পরম করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তারা ছাড়া অন্য।” [সূরা নজম, আয়াত: ২৬] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ ﴾ [سبا: ٢٣]

“আল্লাহ্‌র নিকট যাকে তিনি অনুমতি দিয়েছেন তার শাফা‘আত ছাড়া আর কারো শাফা‘আত কোন উপকারে আসবে না।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২৩]

আর শাফা‘আত কারা করবে, এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জানিয়ে দেন যে, এটিও একমাত্র আল্লাহ যাদের অনুমতি দেন, তারা করতে পারবে। আর তিনি সবাইকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন না; তিনি শুধু তার বন্ধু, যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদেরকে অনুমতি দেবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَقَالَ صَوَابٗا ٣٨ ﴾ [النبا: ٣٨]

“যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যরা কোন কথা বলবে না। আর সে সঠিক কথাই বলবে।” [সূরা নাবা, আয়াত: ৩৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ لَّا يَمۡلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدٗا ٨٧ ﴾ [مريم: ٨٧]

“যারা পরম করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না”।

কারা শাফা‘আত পাবে, এ বিষয়ে তিনি আমাদের জানান যে, তিনি একমাত্র তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ ﴾ [الانبياء: ٢٨]

“আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَوۡمَئِذٖ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا ١٠٩ ﴾ [طه: ١٠٩]

“সেদিন কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না, তবে যার প্রতি দয়াময় অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন।” [সূরা তাহা, আয়াত: ১০৯]

আর আল্লাহ তা‘আলা শুধু যারা তাওহীদ ও ইখলাসের অধিকারী কেবল তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর যারা তাওহীদে বিশ্বাসী নয়, তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلَا شَفِيعٖ يُطَاعُ ١٨ ﴾ [غافر: ١٨]

“যালিমদের জন্য নেই কোন অকৃত্রিম বন্ধু, নেই এমন কোন সুপারিশকারী যাকে গ্রাহ্য করা হবে।” [সূরা গাফের, আয়াত: ১৮] আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে আরও বলেন,

﴿ فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ۝١٠٠ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٖ ۝١٠١ ﴾ [الشعراء: ١٠٠، ١٠١]

“অতএব, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই’ ‘এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই’।” [সূরা শু‘আরা, আয়াত: ১০০, ১০১] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ۝٤٨ ﴾ [المدثر: ٤٨]

“সুতরাং সুপারিশকারিদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।” [সূরা মুদাসসির, আয়াত: ৪৮]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তাকে শাফা‘আত দেয়া হয়েছে। তারপর তিনি বলেন, তিনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন, তারপর আরশের সামনে সেজদায় পড়ে যাবেন। তারপর তিনি বিভিন্ন কথা দ্বারা তার রবের প্রশংসা করবেন যা তাকে আল্লাহ্ শেখাবেন। প্রথমেই তিনি আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে না। যখন তাকে বলা হবে,

«ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع»

“তুমি তোমার মাথা উঠাও, আর তুমি বল, তোমার কথা শোনা

হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমাকে সুপারিশ কবুল করা হবে।” তারপর তিনি আমাদের জানান যে, তাওহীদপন্থী সব গুনাহগারদের ক্ষেত্রে একবারে সুপারিশ করবেন না। বরং তিনি বলেন,

«فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة»

“আমার জন্য নির্ধারিত সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া হবে, তারপর আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো।” তারপর ফিরে আসবেন, আবার সেজদা করবেন, অনুরূপভাবে তার জন্য আরেক সীমানা নির্ধারণ করা হবে— এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত[136]।

আর আবুহুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার শাফা‘আত লাভে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

« من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه »

“যে ব্যক্তি তার অন্তর থেকে খালেস নিয়তে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’

---

[136] বুখারী, হাদীস নং-৪৪৭৬; মুসলিম, হাদীস নং-১৯৩।

বলে[137]।”

শাফা‘আতের প্রকার ও বড় শাফা‘আত

প্রশ্ন: সুপারিশের কত প্রকার এবং বড় সুপারিশ কোনটি?

উত্তর: সবচেয়ে বড় শাফা‘আত হল, কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তা‘আলা যেন বান্দার মাঝে বিচার ফায়সালা করার জন্য আসেন সে শাফা‘আতটি। আর এ প্রকারের সুপারিশ আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সুনির্দিষ্ট। আর তা-ই ‘মাকামে মাহমুদ’, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা‘আলা তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ٧٩ ﴾ [الاسراء: ٧٩]

“হতে পারে তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে প্রেরণ করবে।” [সূরা ইসরা, আয়াত: ৭৯]

আর এটি তখন হবে, কিয়ামতের দিন যখন মানুষের কষ্ট সীমা ছড়িয়ে যাবে, তাদের অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ হবে, তাদের দুশ্চিন্তা ও

---

137 বুখারী, হাদীস নং-৯৯।

অস্থিরতা বেড়ে যাবে এবং তাদের ঘাম তাদের লাগাম পর্যন্ত যাবে, তখন তারা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশকারীর অনুসন্ধান করবে, যাতে আল্লাহ তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করেন। তারপর তারা প্রথমে আদম আলাইহিসসালামের নিকট আসবে, তারপর পর্যায়ক্রমে নূহ, ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসা ইব্ন মারিয়ামের নিকট আসবে। তারা সবই 'নাফসী' 'নাফসী' বলতে থাকবে। তারপর তারা সবাই আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসবে। তখন তিনি বলবেন, "আমি এ কাজের জন্য উপযুক্ত"[138]। বুখারি ও মুসলিমে হাদিসটির বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

দুই: জান্নাতের দরজাসমূহ খোলার বিষয়ে সুপারিশ। সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজাসমূহ খোলার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেদন করবেন। আর সব উম্মতের মধ্য হতে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তিন: এমন এক সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সুপারিশ, যাদের জাহান্নামে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তাদেরকে

---

[138] বুখারী, হাদীস নং ৩৩৪০; মুসলিম, হাদীস নং ১৯৪।

জাহান্নামে প্রবেশ হতে না হয়।

চার: তাওহীদপন্থীদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য সুপারিশ। তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে তারা কয়লা হয়ে গেছে। তারপর তাদেরকে জীবন-নদীতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা বন্যার পানিতে যেমন উদ্ভিদ গজে উঠে অনুরূপভাবে তারাও গজে উঠবে।

পাঁচ: যারা জান্নাতে যাবে, তাদের কারও কারও মর্যাদা বাড়ানোর জন্য সুপারিশ।

শেষোক্ত এ তিনটি সুপারিশ আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নির্দিষ্ট নয়। তবে তার অগ্রাধিকার থাকবে। তারপর অন্যান্য নবী, ফেরেশতা, আল্লাহর ওলী, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান সুপারিশ করবে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে কোনো প্রকার সুপারিশ ছাড়াই কেবল তাঁর দয়ায় বের করে আনবেন, তাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ষষ্ঠ: কোনো কাফেরের আযাবকে কমানোর সুপারিশ। আর এটি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তার চাচা আবু তালিবের বিষয়ে নির্দিষ্ট[139]। যেমনটি মুসলিম ও অন্যান্য হাদিসের কিতাবে বর্ণিত।

আর জাহান্নামে সর্বদা নিক্ষেপ করা হতে থাকবে আর জাহান্নাম বলবে, আরও বেশি আছে কী? তারপর আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে তাঁর পা রাখবেন। তখন জাহান্নামের একটি অংশ অপর অংশের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং বলবে থাম থাম, তোমার ইজ্জতের কসম।

আর জান্নাতের মধ্যে সবার প্রবেশের পরও অতিরিক্ত জায়গা থাকবে, তারপর আল্লাহ তা'আলা কতক লোক সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন[140]।

এ বিষয়ে আরও অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে, যা গুণে শেষ করা যাবে না। যে চাইবে সে কুরআন ও হাদিস থেকে দেখে নিতে পারবে।

---

[139] বুখারী, হাদীস নং ৩৮৮৩; মুসলিম, হাদীস নং ২০৯।

[140] বুখারী, হাদীস নং ৪৮৪৮, ৪৮৪৯, ৪৮৫০।

জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নামে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমলের ভূমিকা

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে কি?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله - قالوا يا رسول الله ولا أنت - قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل »

"তোমরা কাছাকাছি করার চেষ্টা কর এবং তোমাদের আমলকে সুন্দর কর, আর মনে রাখ, তোমাদের কেউই তার আমলের বিনিময়ে নাজাত পাবে না।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও না? বললেন, "না, আমিও না, তবে যদি আল্লাহ তা'আলা রহমত ও ফযল দ্বারা আমাকে ঢেকে ফেলেন।"[141]

وفي رواية « سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله - قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل »

---

[141] মুসলিম, হাদীস নং ২৮১৬।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, “তোমরা তোমাদের আমলকে ঠিক কর, কাছাকাছি এসো এবং সু-সংবাদ গ্রহণ কর। কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।” সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও না? তিনি বলেন, “না, আমিও না, যদি-না আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এক রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে ফেলেন। আর জেনে রাখবে, আল্লাহর নিকট সব চেয়ে প্রিয় আমল হল যা সব সময় করা হয়, যদিও তা কম হয়[142]।”

নেক আমল জান্নাতে প্রবেশের কারণ

প্রশ্ন: এ হাদিস এবং আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون “আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, ‘তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের ওয়ারিস করা হয়েছে।’” এ দুটির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় কী?

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ কুরআনের আয়াত ও হাদিসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াতে যে باء (দ্বারা, জন্য) আছে, তা باء السببية বা ‘কারণ’ অর্থবোধক। অর্থাৎ নেক আমলসমূহ জান্নাতে

[142] মুসলিম, হাদীস নং-২৮১৮।

প্রবেশের কারণ, নেক আমল ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কোনো কিছুকে অন্য কিছু কারণ বলা হলে কারণ না থাকলে অন্য বিষয়টিও হয় না। অন্যদিকে হাদিসের মধ্যে যা অস্বীকার করা হয়েছে, তা হচ্ছে باء الثمنية যা 'বিনিময়' অর্থবোধক। যদি কোনো বান্দাকে দুনিয়ার সমান হায়াত দেয়া হয়, আর সে দিনে রোজা রাখে ও রাতে ইবাদত করে এবং সব গুনাহ থেকে বিরত থাকে; তবু তার এই সকল আমল তার উপর আল্লাহর যত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামত আছে, সেগুলোর সবচেয়ে ক্ষুদ্র নেয়ামতের এক শতাংশের বিনিময়েও হবে না। তাহলে তা কীভাবে জান্নাতে প্রবেশের বিনিময় হতে পারে?

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি অবশ্যই সর্বোত্তম দয়াবান!

কদরের প্রতি ঈমান আনার সংক্ষিপ্ত প্রমাণ

প্রশ্ন: কদরের প্রতি সংক্ষিপ্ত ঈমান আনার প্রমাণ কি:

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا ۝٣٨ ﴾ [الاحزاب: ٣٨]

“আর আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৮] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ لِيَقۡضِيَ ٱللَّهُ أَمۡرٗا كَانَ مَفۡعُولٗاۗ ٤٤ ﴾ [الانفال: ٤٤]

“যাতে আল্লাহ সম্পন্ন করেন এমন কাজ যা হওয়ারই ছিল।” [সূরা আনফাল, আয়াত: 44] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولًا ٤٧ ﴾ [النساء: ٤٧]

“আর আল্লাহর নির্দেশ হওয়ারই ছিল” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৮] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١ ﴾ [التغابن: ١١]

“আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ, তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।” [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১১] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَلِيَعۡلَمَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٦٦ ﴾ [ال

عمران: ١٦٦]

“আর তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল দুই দল মুখোমুখি হওয়ার দিন তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি মুমিনদেরকে জেনে নেন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৬]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧ ﴾ [البقرة: ١٥٦، ١٥٧]

“যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৬, ১৫৭]

হাদিসে জিবরীলে উল্লেখ করা হয়েছে,

«وتؤمن بالقدر خيره وشره»

“আর তাকদীরের ভালো ও মন্দের উপর ঈমান আনবে[143]।”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« واعلم أنما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك »

“মনে রাখবে, নিশ্চয় (ভালো কিংবা মন্দ যা) তোমাকে পেয়েছে, তা তোমাকে ভুল করে বাদ দেওয়ার ছিল না, (সেটা তোমাকে পাবেই) আর যা (ভালো কিংবা মন্দ) তোমাকে পায় নি, তা তোমার কাছে কোনোভাবেই পৌঁছার ছিল না।[144]” রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل »

“যদি তুমি কোন কিছু বিপদগ্রস্থ হও, তাহলে তুমি এ কথা বলবে না, যদি আমি কাজ করতাম তাহলে এ রকম হত, ও রকম হত! বরং তুমি বল, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক নির্ধারিত (ভাগ্য), আর

---

[143] বুখারী, হাদীস নং ৫০, ৪৭৭৭; মুসলিম, হাদীস নং ৮।

[144] মুসনাদে আহমাদ ৫/১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৯; আবু দাউদ ৪৬৯৯; ইবন মাজাহ: ৭৭।

তিনি যা চান তা-ই করেন”[145]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس »

“প্রতিটি জিনিস আল্লাহর ফায়সালায় হয়ে থাকে, এমনকি অক্ষমতা ও সক্ষমতা।”[146] এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

তাকদীরের উপর ঈমান আনার স্তরসমূহ

প্রশ্ন: তাকদীরের উপর ঈমান আনার স্তরসমূহ কী?

উত্তর: তাকদীরের উপর ঈমান আনার স্তরসমূহ চারটি:

প্রথম স্তর: আল্লাহর ইলমের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, যে ইলম প্রতিটি বস্তুকে সামিল করে। আসমান ও জমিনে বিন্দু পরিমাণ কোন বস্তু আল্লাহর ইলমের বাইরে নয়। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সমস্ত মাখলুকদেরকে সৃষ্টির পূর্ব থেকে জানেন। তাদের রিজিক,

---

[145] মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৭৯।

[146] মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৫।

আয়ু, কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম এবং তাদের যাবতীয় নড়া-চড়া ও গোপনীয়তা ও প্রকাশ্য বিষয়াদি সবই আল্লাহ জানেন। তাদের মধ্যে কে জান্নাতি হবে আর কে জাহান্নামী হবে, এগুলো সবই আল্লাহ তা‘আলা জানেন।

দ্বিতীয় স্তর: আল্লাহ তা‘আলা এ সবকে লিপিবদ্ধ করেছেন এ কথার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। এও ঈমান রাখা যে, যা কিছু ঘটবে বলে আল্লাহ তা‘আলা পূর্ব থেকেই জানেন তা তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত হল, লাওহ ও কলমের প্রতি ঈমান আনা।

তৃতীয় স্তর: আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা ও তার ব্যাপক ক্ষমতার উপর ঈমান আনা। বস্তুত একদিক থেকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা এ দু’টো জিনিস পরস্পর ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, কোনো কিছু অতীতে হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে তাতে ইচ্ছা ও ক্ষমতা দু’টি জিনিস থাকাই আবশ্যকীয়। পক্ষান্তরে যা হয় নি এবং যা হবার নয়, তাতে ইচ্ছা ও ক্ষমতা এ দু’টি থাকা আবশ্যক নয়। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা যা চান, তা অবশ্যই তার কুদরতের কারণে সংঘটিত হবে। আর আল্লাহ তা‘আলা যা চান না, তা আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক না চাওয়ার কারণে সংঘটিত হয় না, ক্ষমতা না থাকার কারণে নয়। আল্লাহ তা‘আলা এর অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহ

তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعۡجِزَهُۥ مِن شَيۡءٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمٗا قَدِيرٗا ٤٤﴾ [فاطر: ٤٤]

“আল্লাহ তো এমন নন যে, আসমানসমূহ ও যমীনের কোন কিছু তাকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, শক্তিমান।” [সূরা ফাতের, আয়াত: ৪৪]

চতুর্থ স্তর: আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এর উপর ঈমান আনয়ন করা। আসমান ও জমিন এবং এতদোভয়ের মাঝে যত ক্ষুদ্র বস্তুই হোক না কেন, তার স্রষ্টা কেবলই আল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা তাদের নড়া-চড়া, উঠা-বসা সব কিছুর স্রষ্টা। আল্লাহ ছাড়া কোন খালেক নেই এবং তিনি ছাড়া কোনো রবও নেই।

প্রশ্ন: প্রথম স্তর- আল্লাহর ‘ইলম’ বা পূর্ব থেকে সবকিছুর জ্ঞান আল্লাহর রয়েছে এর প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা এর বাণী:

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ ٢٢﴾ [الحشر: ٢٢]

“তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই; উপস্থিত ও অনুপস্থিতের জ্ঞানী।” [সূরা হাশর, আয়াত: ২২] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِۖ لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَآ أَصۡغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٣ ﴾ [سبا: ٣]

“যিনি গায়েব সম্পর্কে অবগত, আসমানসমূহ ও যমীনে অনু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ছোট অথবা বড় কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, বরং সবই সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে”। [সূরা সাবা, আয়াত: ৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ ٥٩ ﴾ [الانعام: ٥٩]

“আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥۗ ١٢٤ ﴾ [الانعام: ١٢٤]

“আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি কোথায় তাঁর রিসালাত অর্পণ করবেন।” [সূরা আন‘আম, আয়াত: ১২৪] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١١٧ ﴾ [الانعام: ١١٧]

"নিশ্চয় তোমার রব অধিক অবগত তার সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনি অধিক অবগত হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে।" [সূরা আন'আম, আয়াত: ১১৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَعۡلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ٥٣ ﴾ [الانعام: ٥٣]).

"আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত নয়?" [সূরা আনআম, আয়াত: ৫৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَوَ لَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَعۡلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٠ ﴾ [العنكبوت: ١٠]

"সৃষ্টিকুলের অন্তরসমূহে যা কিছু আছে আল্লাহ কি তা সম্পর্কে সম্যক অবগত নন?" [সূরা আনকাবূত, আয়াত: ১০] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠ ﴾ [البقرة: ٣٠]

“আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি’, তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩০] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦ ﴾ [البقرة: ٢١٦]

“হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২১৬]

وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيم يعمل العاملون؟ قال : « كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له »

বিশুদ্ধে হাদিসে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামী কারা ও জান্নাতি কারা তা কি জানা গেছে? রাসূল বললেন “হ্যাঁ।” তারপর সে বলল, তাহলে কিসের ভিত্তিতে একজন আমলকারী আমল করবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “প্রত্যেক ব্যক্তিই তাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে জন্য কাজ করবে। অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে, তার জন্য কাজ করবে।”[147]

সহীহ হাদীসে আরও এসেছে,

سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: « الله أعلم بما كانوا عاملين »

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, “আল্লাহ তা‘আলা ভালো জানেন তারা ভবিষ্যতে কি আমল করবে।”[148]

মুসলিমে শরিফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[147] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৯৬, ৭৫৫১; মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪৯।

[148] বুখারী, হাদীস নং ১৩৮৩; মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৯।

বলেন,

«أن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم »

“আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের জন্য কিছু অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন। তাদের তিনি তার জন্যই সৃষ্টি করেছেন যখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠে; আর আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের জন্য কতক অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন অথচ তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠে।”[149]

সহীহ হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة »

“একজন লোককে দেখা যায়, সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে জান্নাতি ব্যক্তি যে আমল করে সে উক্ত আমল করতে থাকে, অথচ সে জাহান্নামী। আর একজন ব্যক্তি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, জাহান্নামী লোক যে আমল করে, সে উক্ত আমল করে অথচ সে

---

[149] মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬২।

জান্নাতি।”[150]

وفيه قال صلى الله عليه وسلم : « ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار" قالوا يا رسول الله فلم نعمل أفلا نتكل، قال:" اعملوا فكل ميسر لما خلق » له "ثم قرأ :(فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى - إلى قوله - فسنيسره للعسرى) وغير ذلك من الأحاديث .

সহীহ গ্রন্থে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে এমন কোন সত্তা নেই যার অবস্থান কি জান্নাত হবে নাকি জাহান্নাম হবে তা আল্লাহ জানেন না।” এ কথা শোনে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা আমলা না করে ভরসা করে বসে থাকব না কেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা আমল করতে থাক। তোমাদের যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তোমাদের জন্য সহজ করা হয়েছে।” তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করেন-

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ۝١٠ ﴾ [الليل:

[150] বুখারী, হাদীস নং ২৮৯৮, ৪২০২, ৪২০৭; মুসলিম, হাদীস নং ১১২।

٥، ١٠]

“কাজেই কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে, এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে, আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে অমুখাপেক্ষী মনে করলে, আর যা উত্তম তাতে মিথ্যারোপ করলে, তার জন্য আমরা সুগম করে দেব কঠোর পথ।” [সূরা আল-লাইল, আয়াত: ৫-১০][151] এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

প্রশ্ন: দ্বিতীয় স্তর, আল্লাহ কর্তৃক তাকদীর লিপিবদ্ধ করার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ ۝١٢ ﴾ [يس: ١٢]

“আর প্রতিটি বস্তুকেই আমি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।” [সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ১২] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

151 বুখারী, হাদীস নং ১৩৬২, ৪৯৪৫, ৪৯৪৬; মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪৭।

﴿ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧٠ ﴾ [الحج: ٧٠]

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন? নিশ্চয় তা একটি কিতাবে রয়েছে। অবশ্যই এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ"। [সূরা হজ, আয়াত: ৭০]

আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিসসালাম ও ফের'আউনের বিবাদ সম্পর্কে বলেন,

﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلۡقُرُونِ ٱلۡأُولَىٰ ٥١ قَالَ عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَٰبٖۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ٥٢ ﴾ [طه: ٥١، ٥٢])،

"ফির'আউন বলল, 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী'? মূসা বলল, 'এর জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে আছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না'।" [সূরা তা-হা, আয়াত: ৫১, ৫২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلۡمِهِۦۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٖ وَلَا يُنقَصُ مِنۡ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ١١ ﴾ [فاطر: ١١]

“এবং নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে আর যা প্রসব করে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই হয়। আর কোন বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয় না কিংবা কমানো হয় না কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে; নিশ্চয় তা আল্লাহর জন্য সহজ।” [সূরা ফাতের, আয়াত: ১১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة »

“যত জীবন আছে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের অবস্থান কি জান্নাতে হবে না জাহান্নামে তা নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং সে কি নেককার হবে নাকি বদকার হবে তাও তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।”[152]

সহীহ হাদীসে আরও এসেছে,

قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟

[152] বুখারী, হাদীস নং ১৩৬২; মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪৭।

قال : « لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » ، قال: ففيم العمل؟ فقال: « اعملوا فكل ميسر » - وفي رواية « كل عامل ميسر لعمله »

সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু‘শুম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করে বলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আপনি আমাদের জন্য আমাদের দ্বীনকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করে বলেন। যেন আজকেই আমরা নতুনভাবে জন্ম লাভ করছি। আমাদের আজকালকার আমল কি বিষয়ে? যে বিষয়ে কাগজ শুকিয়ে গেছে এবং তাকদীর নির্ধারণ হয়ে গেছে, নাকি ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য আমল? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “না, বরং যে বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে এবং তাকদীর নির্ধারণ করা হয়েছে।” এ কথা শুনে সাহাবী বলল, “তাহলে আমল কি বিষয়ে?” তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা আমল কর। প্রত্যেকের জন্য তার আমল সহজ করা হয়েছে।” অপর এক বর্ণনায় এসেছে, “প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের জন্য সহজ করা হয়েছে।”[153] এ ছাড়া আরও অনেক হাদিস এ বিষয়ের উপর বর্ণিত আছে।

[153] মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪৮।

লিপিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কয়টি তাকদীর অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন: লিপিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কয়টি তাকদীর অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর: লিপিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, পাঁচটি তাকদীর, যা আল্লাহ তা'আলার ইলম এর সাথে সম্পৃক্ত।

প্রথম তাকদীর: আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর লিপিবদ্ধ করা, যখন আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেন। এটি সর্বপ্রথম তাকদীর।

দ্বিতীয় তাকদীর: তকদীরে ওমরী বা জীবনব্যাপী তাকদীর। যখন আল্লাহ তা'আলা মানুষ থেকে প্রতিশ্রুতি নেন,

﴿أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ﴾ [الاعراف: ١٧٢]

"আমি কি তোমাদের রব নই?" এ কথা বলে।

তৃতীয় তাকদীর: এটাও 'তাকদীরে ওমরী বা আয়ুষ্কাল ব্যাপী তাকদীর' যখন আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে বীর্য থেকে সৃষ্টির সুত্রপাত করেন।

চতুর্থ তাকদীর: বাৎসরিক তাকদীর অর্থাৎ কদর রজনীতে যা লিপিবদ্ধ করেন।

পঞ্চম তাকদীর: দৈনিক তাকদীর। আর তা হচ্ছে পূর্বোক্ত প্রতিটি তাকদীরকে যথা স্থানে বাস্তবায়ন করা।

তকদীরে আযালী বা আদী তাকদীরের প্রমাণ

প্রশ্ন: তকদীরে আযালীর প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ ٢٢ ﴾ [الحديد: ٢٢]

"যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না।" [সূরা হাদিদ, আয়াত: ২২]

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال :وعرشه على الماء »

“আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও জমিনসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলুকের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। আর তখন তাঁর আল্লাহর আরশ ছিল পানিতে।[154]”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إن أول ما خلق الله القلم فقال له :اكتب فقال رب وماذا أكتب؟ قال :كتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة »

“আল্লাহ তা‘আলা প্রথম (যখন) কলমকে সৃষ্টি করেন, তখন তাকে বলেন, তুমি লিখ। তখন সে বলল, হে আমার রব! আমি কি লিখব? তিনি বললেন, তুমি প্রতি কিয়ামত অবধি প্রতিটি বস্তুর তাকদীর লিপিবদ্ধ কর।”[155] হাদিসটি সূনানের কিতাবসমূহে বর্ণিত।”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

---

[154] মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৩; মুসনাদে আহমাদ ২/১৬৯; তিরমিযী, ২১৫৬।

[155] মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৭; আবু দাউদ ৪৭০০; তিরমিযী, ২১৫৫।

« يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن »

“হে আবু হুরাইরা! যা কিছু সংঘটিত হবে, সে বিষয় লিখে কলম শুকিয়ে গেছে।”[156] হাদিসটি বুখারিতে।

প্রতিশ্রুতির দিনে যে ‘তাকদীরে ওমরী’ হয়েছে তার প্রমাণ

প্রশ্ন: প্রতিশ্রুতির দিনে ‘তাকদীরে ওমরী’ হয়েছে তার প্রমাণ কি?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ ١٧٢﴾ [الاعراف: ١٧٢]

“আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, ‘আমি কি তোমাদের রব নই’? তারা বলল, ‘হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭২]

ইসহাক ইবন রাহওয়াই বর্ণনা করেন,

---

[156] বুখারী, হাদীস নং ৫০৭৬।

এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কর্ম কি নতুন করে শুরু হয়, নাকি পূর্বেই এ ব্যাপারে ফয়সালা গত হয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه فقال :هؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار »

“আল্লাহ তা‘আলা যখন আদম সন্তানদের আদমের পৃষ্ঠ থেকে বের করেছেন। তাদের থেকে তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য নিয়েছেন। তারপর তাদের তিনি তার দুই হাতের তালুতে নিয়ে নেন। তারপর তিনি বলেন, এরা জান্নাতের জন্য, আর এরা জাহান্নামের জন্য। যারা জান্নাতি তাদের জন্য জান্নাতের আমল করা সহজ হবে। আর যারা জাহান্নামী তাদের জন্য জাহান্নামের আমল করা সহজ হবে।”[157]

মুয়াত্তা গ্রন্থে এসেছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিম্নোক্ত আয়াত,

---

[157] বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, হাদীস নং ৩৩৬; তাফসীরে তাবারী, ৯/৮০,৮১; তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল।

﴿ وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنۡ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ١٧٢ ﴾ [الاعراف: ١٧٢]

"আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৭২] এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি কারও পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে শুনেছি, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون »

"আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিসসালামকে সৃষ্টি করেন, তারপর সে পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দেন, তারপর তা থেকে কতক সন্তান-সন্ততিকে বের করেন, তখন তিনি বলেন, এগুলোকে জাহান্নামের জন্য তৈরি করা হয়েছে, আর তারা জাহান্নামীদের

আমল অনুযায়ী আমল করবে।”[158]

অনুরূপভাবে তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হলেন, তখন তার হাতে দু’টি কিতাব ছিল, তারপর তিনি বললেন,

« أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا :لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا ،فقال للذي في يده اليمنى :"هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا "ثم قال للذي في شماله :"هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ،ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا "- فقال أصحابه ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال :"سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل "ثم قال صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال :"فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير »

[158] মুসনাদে আহমাদ ১/৪৪; আবুদাউদ ৪৭০৩, ৪৭০৪; তিরমিযী ৩০৭৫; মুস্তাদরাকে হাকিম, ২/৩২৪, ৩২৫; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ১৯৬, ২০১। হাদীসটি সহীহ।

“তোমরা কি জান এ দুটি কিতাব কিসের? আমরা বললাম, না হে আল্লাহর রাসূল, তবে যদি আপনি আমাদের জানান। তারপর তিনি তার ডান হাতে যে কিতাব আছে সে বিষয়ে বলেন, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে কিতাব, এটিতে জান্নাতিদের এবং তাদের বংশ ও বাপ-দাদাদের নাম রয়েছে। তারপর সবশেষে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তাতে কোনো প্রকার বাড়ানো হবে না এবং তাতে কোনো প্রকার কমানোও হবে না। তারপর তিনি তার বাম হাতের কিতাবের বিষয়ে বললেন, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব যাতে জাহান্নামীদের নাম, তাদের বাপ-দাদা ও বংশের লোকদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তারপর সবশেষে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, এতে আর বাড়ানোও হবে না, কমানোও হবে না। সাহাবীগণ বললেন, যদি বিষয়টি ফায়সালাকৃতই হয় তাহলে আমল কিসের জন্য? তখন তিনি বললেন, তোমরা সঠিকভাবে সরলপথে কাজ করে যাও এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। কারণ, জান্নাতিকে অন্য যে আমলই করুক না কেন জান্নাতের আমল দ্বারা শেষ করা হবে। আর জাহান্নামীকে অন্য যে কাজই করুক না কেন জাহান্নামীদের আমল দ্বারাই ইতি টানা হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দু’টিকে ঝাঁড়া দিয়ে কিতাব দুটিকে ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমাদের প্রভু বান্দাদের ব্যাপার বহু আগেই শেষ করেছেন। তাদের একটি দল জান্নাতি, আর অপর দলটি জাহান্নামী।”[159] ইমাম তিরমিযি বলেন, এ হাদিসটি হাসান সহীহ গরিব।

তকদীরে ওমরীর দলীল যা বীর্য থেকে সৃষ্টির শুরুতে নির্ধারণ করা হয়

প্রশ্ন: তকদীরে ওমরী যা বীর্য থেকে সৃষ্টির শুরুতে নির্ধারণ করা হয়, তার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ هُوَ أَعۡلَمُ بِكُمۡ إِذۡ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَإِذۡ أَنتُمۡ أَجِنَّةٞ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡۖ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ٣٢ ﴾ [النجم: ٣٢]

“তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। কাজেই তোমরা আত্মপ্রশংসা

---

[159] তিরমিযী, হাদীস নং ২১৪১; মুসনাদে আহমাদ ২/১৬৭। হাদীসটি হাসান।

করো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।” [সূরা নজম, আয়াত: ৩২]

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ،ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينهما إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»

“তোমাদের যে কাউকে সৃষ্টির ধরণ হল, তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য আকারে অবস্থান করে। তারপর তা আলাকায় পরিণত হয়, তারপর তা গোস্তের টুকরায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তার নিকট ফেরেশতাকে প্রেরণ করে। সে তার মধ্যে রুহকে নিক্ষেপ করে। তখন চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেয়। তার রিজিক, হায়াত, আমল ও নেককার নাকি

বদকার। আমি সে সত্তার কসম করে বলছি যিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, একজন ব্যক্তি জান্নাতি লোক যে আমল করে তা করতে থাকে, তারপর দেখা যাবে, তার মধ্যে এবং জান্নাতের মধ্যে এক বিঘাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে। ঠিক সে মুহূর্তে সে জাহান্নামীদের আমলের মত আমল করতে থাকে। ফলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। আর তোমাদের কেউ আছে, সে জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে[160], তার মধ্যে এবং জাহান্নামে মধ্যে এক বিঘাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে। তখন তার উপর তার ভাগ্য অগ্রগামী হয়, তখন সে জান্নাতি যে আমল করে সে আমল করতে থাকে। তারপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়"।

এ বিষয়ে একাধিক সাহাবী থেকে এ বর্ণনা ছাড়াও আরও অনেক বর্ণনা বিভিন্ন বর্ণনায় ও বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। তবে সব বর্ণনার অর্থ এক ও অভিন্ন।

---

[160] অন্য হাদীসে জান্নাতের আমল বা জাহান্নামের আমল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা মূলত: মানুষের বাহ্য দৃষ্টিতে এ রকম মনে হবে। বাস্তবে তা নয়। এ ব্যাপারে অন্য হাদীসে ব্যাখ্যা এসেছে। দেখুন, মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬২। [সম্পাদক]

কদর রজনীতে বাৎসরিক বাজেট নির্ধারণের প্রমাণ

প্রশ্ন: কদর রজনীতে বাৎসরিক বাজেট নির্ধারণের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা র বাণী: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ ٤ أَمۡرٗا مِّنۡ عِندِنَآۚ إِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِينَ ٥ ﴾ [الدخان: ٤، ٥]

“সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়, আমার নির্দেশে। নিশ্চয় আমি রাসূল প্রেরণকারী।”[সূরা দুখান, আয়াত: ৪, ৫] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

« يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان »

মূল কিতাব (লাওহে মাহফূয) থেকে এ বছর হায়াত, মাউত, রিজিক, বৃষ্টি ইত্যাদি যা যা সংঘটিত হবে তা লিখা হয়। এমন কি হাজীদের নামও লিখা হয়ে থাকে। বলা হয়, অমুকে হজ করবে, অমুকে হজ করবে” ইত্যাদি। একই কথা হাসান সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুকাতিল, আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী প্রমুখ বলেন।

প্রতি দিনের তাকদীরের প্রমাণ

প্রশ্ন: প্রতি দিনের তাকদীরের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ ٢٩ ﴾ [الرحمن: ٢٩]

“প্রতিদিন তিনি তাঁর কোনো না কোনো শান বা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থার উপর আছেন।” [সূরা আর-রাহমান, আয়াত: ২৯]

হাকেমের সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ,ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى :(كل يوم هو في شأن) وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق ،وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح، المحفوظ وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى:(إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى»

“আল্লাহ তা‘আলা লাওহে মাহফুযকে সৃষ্টি করেছেন সাদা মণি-মুক্তা থেকে। তার উভয় দিক লাল ইয়াকুত পাথর দ্বারা তৈরী। তার কলম নূর, কিতাব নূর, প্রতিদিন তিনশত ষাটবার সেটার উপর তিনি তাঁর প্রতি দৃষ্টি দেন। প্রতি দৃষ্টিতে তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং যা চান বাস্তবায়ন করেন। সৃষ্টি করেন, রিযিক দেন, জীবন দেন, মৃত্যু দেন, ইজ্জত দেন এবং বে-ইজ্জত করেন। আল্লাহ তা‘আলার বাণী, “তিনি প্রতিদিন কোনো মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় আছেন।”[161] আর এ তাকদীরগুলো (প্রতি দৃষ্টিতে সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, ইত্যাদি) অবশ্য পূর্ব নির্ধারিত সেই তাকদীরের বিস্তারিত বর্ণনা মাত্র, যেই আযালী বা প্রথম তাকদীর লেখার জন্য আল্লাহ তা‘আলা কলম সৃষ্টির পর লাওহে মাহফুযে লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলার বাণী-

﴿إِنَّا كُنَّا نَسۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٩﴾ [الجاثية: ٢٩]

“নিশ্চয় আমরা অনুলিখন করে নিতাম তা যা তোমরা আমল করতে”। [সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৯] এর এ রকমই ব্যাখ্যাই করেন, ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আর এসবই মহান আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান নামক গুণের বহিঃপ্রকাশ।

---

[161] মুস্তাদরাকে হাকিম, ২/৪৭৪। কিন্তু এর সনদ দুর্বল।

ভালো বা মন্দ নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার দাবি কি?

প্রশ্ন: পূর্বেই ভালো কি মন্দ এবং ভাগ্যবান ও হতভাগা নির্ধারণ হওয়ার চাহিদা বা দাবি কী?

উত্তর: সকল আসমানি কিতাব ও নবীর সুন্নাত এ বিষয়ে একমত যে সৃষ্টির পূর্বে ভাগ্য নির্ধারণ হওয়া মানুষকে আমল করতে বারণ করে না এবং হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য করে না। বরং প্রতিটি মানুষকে নেক আমল করা এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করা আবশ্যক করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার সাহাবীদের ভাগ্য নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ হওয়া এবং কলম শুকিয়ে যাওয়া সম্পর্কে জানাল, তারা প্রশ্ন করল, আমরা কি আমাদের বিষয়ে লিখিত ভাগ্যের উপর ভরসা করব না এবং আমল করা ছেড়ে দেব না? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

« لا اعملوا فكل ميسر » ثم قرأ:(فأما من أعطى واتقى) الآية

“না তোমরা আমল করা চালিয়ে যাও। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য (তাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা) সহজ করে দেয়া হয়েছে।” তারপর তিনি “সুতরাং যে দান করল ও তাকওয়া অবলম্বন করল,

---- আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা মানুষের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং কিছু উপায়-উপকরণও সহজ করে দিয়েছেন। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের কর্মকাণ্ডের জন্য যে সকল উপায়-উপকরণ সুগম করে দিয়েছেন তাতে তাঁর রয়েছে প্রজ্ঞার স্বাক্ষর। আর আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার সৃষ্টির যাকে যে জন্য সৃষ্টি করেছেন তার জন্য সেখানে পৌঁছার যাবতীয় উপায়-উপকরণ সহজ করে দিয়েছেন। এ সব উপকরণ তার জন্য সহজ করা এবং নাগালের মধ্যে রাখা আছে। সুতরং যখন কোনো বান্দা এ কথা বুঝতে পারবে যে, তার আখিরাতের কল্যাণ এ সব উপায়-উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত, তখন সে এ সব উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে আরও বেশি আগ্রহী হবে এবং অধিক চেষ্টা চালাবে। এর থেকেও বেশী চেষ্টা চালাবে তার দুনিয়ার উপায়-উপকরণ ও দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারে। সাহাবীগণের মধ্যে সে সাহাবী এ বিষয়টি খুব ভালোভাবেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যখন তিনি তাকদীরের উপর বর্ণিত হাদীসসমূহ শুনলেন তখন বললেন,

(ما كنت أشد اجتهاداً منّي الآن)

“বর্তমানের চেয়ে আগে আমি এত বেশী পরিশ্রমী ছিলাম না।[162]”

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز »

“যা তোমার উপকারে আসবে তার প্রতি মনোযোগী হও এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা কর, আর অক্ষম হয়ো না।”[163]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যে ঔষধ দ্বারা আমরা চিকিৎসা করি এবং যে ঝাঁড়-ফুঁক দ্বারা আমরা ঝাড়-ফুক নেই, তা কি আল্লাহ তা‘আলার তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«هي من قدر الله»

---

[162] অর্থাৎ তাকদীরের উপর বর্ণিত হাদীসসমূহ শুনে তিনি আরও অধিক পরিমান আমল করতে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি এটা করতে তিনি সমর্থ হন তবে এর অর্থ হবে যে তাকে জান্নাতের জন্য তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং তার কাজ হবে নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। [সম্পাদক]

[163] মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৭৯।

“এ গুলো সবই তাকদীরের অংশ”[164]। অর্থাৎ আল্লাহর ফায়সালা। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং প্রত্যেকটির উপায়-উপকরণ গ্রহণের ফায়সালা করে রেখেছেন।

তৃতীয় স্তর অর্থাৎ আল্লাহর সর্বব্যাপী ইচ্ছার প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ

প্রশ্ন: তৃতীয় স্তর অর্থাৎ আল্লাহর সর্বব্যাপী ইচ্ছার প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩ ﴾ [التكوير: ٢٩]

“আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন”। [সূরা তাকওয়ীর, আয়াত: ২৯]

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]

---

[164] মুসনাদে আহমাদ ৩/৪২১; তিরমিযী, হাদীস নং ২০৬৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৩৭।

“আর কোন কিছুর ব্যাপারে তুমি মোটেই বলবে না যে, ‘নিশ্চয় আমি তা আগামীকাল করব’ তবে ‘আল্লাহ যদি চান’।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৩, ২৪] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضۡلِلۡهُ وَمَن يَشَأۡ يَجۡعَلۡهُ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٣٩﴾ [الانعام: ٣٩]

“আল্লাহ যাকে চান, তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান তাকে সরল পথে অটল রাখেন।” [সূরা আন‘আম, আয়াত: ৩৯] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ ﴾ [النحل: ٩٣]

“আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তোমাদের সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতেন।” [সূরা নাহাল, আয়াত: ৯৩]

﴿ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

“আর আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তারা লড়াই করত না। কিন্তু আল্লাহ যা চান, তা করেন।” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৫৩] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ﴾ [محمد: ٤]

“আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৪] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ١٦﴾ [البروج: ١٦]

“তিনি যা চান তা করেন।” [সূরা বুরুজ, আয়াত: ১৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢ ﴾ [يس: ٨٢]

“তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, কোন কিছুর হওয়া চাইলে, শুধু বলেন, ‘হও’ আর তাতেই তা হয়ে যায়।” [সূরা ইয়াছিন, আয়াত: ৮২] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّمَا قَوۡلُنَا لِشَيۡءٍ إِذَآ أَرَدۡنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٤٠ ﴾ [النحل: ٤٠]

“যখন আমি কোন কিছু ইচ্ছা করি, তখন আমার কথা হয় কেবল এই বলা যে, ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়”। [সূরা নাহাল, আয়াত:

৪০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [الانعام: ١٢٥]

“সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ-সঙ্কুচিত করে দেন,” [সূরা আনআম, আয়াত: ১২৫]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء »

“বান্দার অন্তরসমূহ রহমানের আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে একটি অন্তরের মত, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা নড়া ছাড়া করেন।[165]”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপত্তকার কোলে সাহাবীগণের ঘুমিয়ে পড়ার ব্যাপারে বলেন,

---

[165] মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৪।

« أن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء »

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের রুহকে যখন তিনি চান কবজ করেন, আবার যখন তিনি চান তোমাদের রুহকে তোমাদের দেহে ফিরিয়ে দেন[166]।”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء »

“তোমরা সুপারিশ কর, তাহলে তোমাদের বিনিময় দেয়া হবে, আল্লাহ তা‘আলা তার রাসূল এর মুখ দিয়ে যা চান তার ফায়সালা করে দেবেন।”[167]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ،ولكن قولوا :ما شاء الله وحده »

“তোমরা এ কথা বলও না, আল্লাহ যা চান এবং অমুক যা চান।

---

[166] বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫, ১৪৭১।

[167] বুখারী, হাদীস নং ১৪৩৩; মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৭।

তবে তোমরা বল, আল্লাহ তা‘আলা একা যা চান।”[168]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين »

“আল্লাহ তা‘আলা যার কল্যাণ চান, তাকে আল্লাহ তা‘আলা দ্বীনের বুঝ দান করেন।”[169]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي »

“যখন আল্লাহ তা‘আলা কোনো জাতির উপর দয়া করার ইচ্ছা করেন, তখন সে জাতি হতে তাদের নবীকে উঠিয়ে নেন। আর যখন আল্লাহ তা‘আলা কোন জাতির ধ্বংস চান, তখন তাকে শাস্তি দেন, আর তাদের নবীকে তখন জীবিত রাখেন।”[170] ইত্যাদি আল্লাহর সর্বব্যাপী ইচ্ছা ও ইরাদা বর্ণনা করে অসংখ্য অগণিত

[168] মুসনাদে আবি দাউদ আত-ত্বায়ালেসী, হাদীস নং ৪৩১।

[169] বুখারী, হাদীস নং ৭১, ৩১১৬, ৭৩২১; মুসলিম, হাদীস নং ১০৩৭।

[170] মুসলিম, হাদীস নং ২২৮৮।

হাদীসই রয়েছে।

যার প্রতি সন্তুষ্ট নয় এবং যাকে মহব্বত করে না, তাকে আল্লাহ তা‘আলা কীভাবে চাইলেন? এ কথার উত্তর।

প্রশ্ন: আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাযিলকৃত কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের জবানে আমাদের জানান এবং তার গুণাগুণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি মুহসীন, মুত্তাকী ও ধৈর্যশীলদের মহব্বত করেন এবং যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের মহব্বত করেন। তিনি কাফের যালেমদের মহব্বত করেন না। তিনি তার বান্দাদের জন্য কুফর ও ফ্যাসাদকে পছন্দ করেন না। অথচ এ গুলো সবই হয়ে থাকে আল্লাহ তা‘আলা এর ইচ্ছায় এবং চাওয়ার উপর ভিত্তি করে। আল্লাহ তা‘আলা যদি চাইত, তাহলে কিছুই হত না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা এর রাজত্বে তিনি যা চান না, তা কখনোই হয় না। তাহলে এ কথার উত্তর কী? যা আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেন না এবং মহব্বত করেন না তা কিভাবে সংঘটিত হয়?

উত্তর: মনে রাখতে হবে, হাদিস কুরআনে ইরাদা শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়:

একটি হল, ইরাদা কাওনীয়া কাদারিয়া বা ‘জাগতিকভাবে নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী চাওয়া’। এটির মধ্যে এবং মহব্বত ও সন্তুষ্টির মধ্যে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। কুফর ও ঈমান, ইবাদত ও নাফরমানি পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সবই এ প্রকারের ইরাদা বা চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের ইরাদা থেকে কোনো প্রকারে কারও পক্ষে রেহাই পাওয়ার সুযোগ নেই। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا ١٢٥ ﴾ [الانعام: ١٢٥]

“সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ–সঙ্কুচিত করে দেন।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১২৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔاۚ ٤١ ﴾ [المائدة: ٤١] .

“আর আল্লাহ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান, তুমি তার পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কিছুরই ক্ষমতা রাখ না।” [সূরা মায়েদা, আয়াত:

৪১] ইত্যাদি অন্যান্য আয়াত।

দ্বিতীয় প্রকার ইরাদাহ হল, ইরাদাহ দ্বীনীয়া ও শর‘ঈয়াহ বা ‘দ্বীনীভাবে শরী‘আত অনুযায়ী চাওয়া’। এ প্রকারের ‘ইরাদাহ আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি ও মহব্বতের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা‘আলা এর চাহিদা অনুযায়ীই বান্দাদের আদেশ দেন এবং নিষেধ করেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٦ ﴾ [النساء: ٢٦]

“আল্লাহ চান তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ প্রদর্শন করতে এবং তোমাদের তাওবা কবূল করতে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা নিসা, আয়াত: ২৬]

এ প্রকারের ইরাদার অনুকরণ-অনুসরণ করা, প্রথম প্রকার ইরাদাহ ‘জাগতিকভাবে পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর’ অনুযায়ী হলেই কেবল সম্ভব। [অর্থাৎ এটা কখনই আল্লাহর প্রথম প্রকার ইরাদার বাইরে সংঘটিত হয় না।] সুতরাং যে মুমিন আল্লাহর আনুগত্য করে তার ক্ষেত্রে উভয় প্রকার ইরাদা প্রযোজ্য। আর যে কাফের নাফরমান তার ক্ষেত্রে শুধু ‘ইরাদায়ে কাওনিয়া’ বা জাগতিকভাবে পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর’ প্রযোজ্য। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে সামগ্রিকভাবে তার সন্তুষ্টির প্রতি আহ্বান করেন এবং তার হিদায়েতের অনুসরণ করার প্রতি ডাকেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ۝٢٥ ﴾ [يونس: ٢٥]

“আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন সরল পথের দিকে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৫]

আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা দাওয়াতকে ব্যাপক করেন। কিন্তু

হেদায়েত লাভকে যাকে চান তার জন্য আল্লাহ তা‘আলা খাস করেন।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱهۡتَدَىٰ ٣٠﴾ [النجم: ٣٠]

“নিশ্চয় তোমার রব অধিক অবগত তার সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি অধিক অবগত হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩০]

তাকদীরের উপর ঈমান আনার চতুর্থ স্তর অর্থাৎ আল্লাহ যে সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা এ বিষয়ের উপর প্রমাণ

প্রশ্ন: তাকদীর বিষয়ে ঈমান আনার চতুর্থ স্তর অর্থাৎ আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা সে বিষয়ের প্রমাণ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢﴾ [الزمر: ٦٢]

“আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।” [সূরা যুমার, আয়াত ৬২:] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هَلۡ مِنۡ خَٰلِقٍ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ ٣﴾ [فاطر: ٣]

“আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিয্ক দিবে?” [সূরা ফাতের, আয়াত: ৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ هَٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ﴾ [لقمان: ١١]

“এ আল্লাহর সৃষ্টি; অতএব আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া আর যারা আছে তারা কী সৃষ্টি করেছে!” [সূরা ফাতের, আয়াত: ৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ ثُمَّ رَزَقَكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡۖ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفۡعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيۡءٖۚ﴾ [الروم: ٤٠]

“আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিযক দিয়েছেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পরে আবার তোমাদের জীবন দেবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ থেকে কোন কিছু

করতে পারবে?” [সূরা রুম, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ۝٩٦ ﴾ [الصافات: ٩٦]

“আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর।” [সূরা আস-সাফফাত: ৯৬] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا ۝٧ فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ۝٨ ﴾ [الشمس: ٧، ٨]

“কসম নাফসের এবং যিনি তা সুসম করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে।” [সূরা রুম, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِيۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ۝١٧٨﴾ [الاعراف: ١٧٨]

“যাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন সেই হিদায়াতপ্রাপ্ত আর যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭৮] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَۚ ﴾ [الحجرات: ٧]

“কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। আর তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন।” [সূরা হুজরাত, আয়াত: ৭]

ইমাম বুখারী রাহেমাহুল্লাহ তার ‘খালকু আফ‘আলিল ইবাদ’ নামক গ্রন্থে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إن الله يصنع كل صانع وصنعته »

“আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি কর্ম ও কর্মকারকে সৃষ্টি করেন।[171]”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« اللَّهُمَّ آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها »

“হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে তাকওয়া দাও এবং অন্তরকে পবিত্র কর, আর তুমি হলে, উত্তম যে তা পবিত্র করে। নিশ্চয়

---

[171] বুখারী, খালকু আফ‘আলিল ইবাদ, হাদীস নং ৭৩।

তুমি তার অভিবাবক ও তার মাওলা।[172]” ইত্যাদি অন্যান্য হাদীস।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী «والخير كله في يديك والشر ليس إليك» ‘আর কল্যাণ সবই তোমার হাতে আর ক্ষতি তোমার দিকে নয়’[173] এ কথার অর্থ

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী « والخير كله في يديك والشر ليس إليك » ‘কল্যাণ সবই তোমার হাতে আর ক্ষতি তোমার দিকে নয়’ এ কথার অর্থ কী? অথচ আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা।

উত্তর: এর অর্থ হল, আল্লাহ তা‘আলা যাবতীয় কর্ম তার থেকে প্রকাশ পাওয়া ও কর্মের সাথে তার গুণান্বিত হওয়ার দিক বিবেচনায় শুধুই কল্যাণকর, তাতে কোনোভাবেই ক্ষতির যোগ নেই। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা প্রজ্ঞাবান, ইনাসাফগার। সুতরাং তার যাবতীয় কর্মে হিকমত ও প্রজ্ঞা নিহিত। আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি বস্তু যেখানে রাখা দরকার তার ইলম অনুযায়ী সেখানে রাখেন। আর কোনো কাজকে ক্ষতিকর বা অকল্যাণ বলা হয়ে

---

[172] মুসলিম, ২৭২২।

[173] মুসলিম, ৭৭১।

থাকে বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করার বিবেচনায়। কারণ, বান্দা যখন ক্ষতিকর কাজ করে, তখন তাকেই ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হয়। আর তা তার কর্মের যথাযথ ফল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠﴾ [الشورى: ٣٠]

"আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন।" [সূরা শূরা, আয়াত: ৩০] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَا ظَلَمۡنَٰهُمۡ وَلَٰكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ٧٦ ﴾ [الزخرف: ٧٦]

"আমি তাদের প্রতি কোন অবিচার করিনি" [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৪০]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ ٱلنَّاسَ شَيۡـٔٗا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ٤٤﴾ [يونس: ٤٤]

"নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কিছুমাত্র যুলম করেন না; বরং মানুষই নিজদের উপর যুলম করে"। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪৪]

বান্দার দিকে যে সব কর্ম সম্পৃক্ত হয়, তাতে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকার বিষয়ে আলোচনা

প্রশ্ন: বান্দার দিকে যে সব কর্ম সম্পৃক্ত করা হয়, তাতে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে কি না?

উত্তর: হ্যাঁ, বান্দার জন্য তাদের কর্মের উপর ক্ষমতা রয়েছে। যেমনিভাবে তাদের রয়েছে ইচ্ছা ও চাওয়া। আর তাদের কর্মকাণ্ড সত্যিকার অর্থেই তাদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। আর তাদেরকে ক্ষমতা, ইচ্ছা ও চাওয়ার শক্তি এগুলো তাদের মধ্যে থাকার ভিত্তিতেই মুকাল্লাফ বা দায়িত্ব-কর্তব্যশীল বানানো হয়েছে। আর এর উপর ভিত্তি করেই তাদেরকে সওয়াব বা আযাব দেয়া হবে। আল্লাহ্ তাদের ক্ষমতার বাইরে তাদের উপর কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য চাপিয়ে দেন নি। আল্লাহ তা'আলা কুরআন ও সুন্নাহ তাদের জন্য (ক্ষমতা, ইচ্ছা ও চাওয়া) এগুলো সাব্যস্ত করেছে। তবে তারা শুধু এমন সব কাজের ক্ষমতাই রাখে যা করার ক্ষমতা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন। তারা এমন কিছুই চাইতে পারে যা আল্লাহ তাদের জন্য চান না এবং তারা এমন কোনো কাজই করতে পারে যা আল্লাহ তাদের করার ক্ষমতা দিবেন। যেমনটি ইতোপূর্বে আল্লাহর ব্যাপক ইচ্ছা, চাওয়া ও সৃষ্টি করার প্রমাণসমূহে অতিবাহিত হয়েছে। যেভাবে তারা তাদের নিজেদের

সৃষ্টি করতে পারে নি, তেমনিভাবে তারা তাদের কর্মকেও সৃষ্টি করে নি। সুতরাং তাদের ক্ষমতা, তাদের ইচ্ছা, চাওয়া ও কর্ম সবই আল্লাহর ক্ষমতা, ইচ্ছা, চাওয়া ও কর্মের অনুগত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যেমন তাদের স্রষ্টা, তেমনি তাদের ক্ষমতা, ইচ্ছা, চাওয়া ও কর্মেরও স্রষ্টা। তবে বান্দার ইচ্ছা, চাওয়া, ক্ষমতা ও কর্মই আল্লাহর ইচ্ছা, চাওয়া, ক্ষমতা ও কর্ম নয়; যেমনিভাবে তাদের সত্তা ও আল্লাহর সত্তা এক নয়। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও সুউচ্চ। বরং তাদের কর্ম আল্লাহর সৃষ্ট, যা বাস্তবেই তাদের দ্বারা সংঘটিত, তাদের জন্য উপযুক্ত এবং তাদের দিকে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর দ্বারা সংঘটিত, তাঁর জন্য উপযুক্ত ও তাঁর দিকে সম্পর্ককৃত কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল। সুতরাং সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন কর্তা, আর বান্দা সত্যিকার অর্থেই কর্তার ক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সত্যিকার অর্থেই হেদায়াতদাতা, আর বান্দা সত্যিকার অর্থেই হেদায়াত গ্রহণকারী। এ কারণেই উভয় কর্মকে, যার দ্বারা যেটি সংঘটিত হয়, তার প্রতি সেটিকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِۖ﴾ [الاسراء: ٩٧]

“যাকে আল্লাহ হেদায়েত করেন সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয়”। [সূরা

আল-ইসরা, আয়াত: ৯৭] এখানে হেদায়াতের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা বাস্তব, আর হেদায়েত লাভের সম্পর্ক বান্দার দিকে করাও বাস্তব। সুতরাং যেমনিভাবে যিনি হেদায়াত-দাতা তিনিই হেদায়াত গ্রহণকারী নয়, তেমনিভাবে যেটা হেদায়াত সেটাই হেদায়াত-গ্রহণ নয়। একইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বাস্তবেই পথভ্রষ্ট করেন, আর ঐ বান্দা নিজেও বাস্তবে পথভ্রষ্ট। বান্দাদের বিষয়ে আল্লাহর যাবতীয় কর্মসমূহ এই একই পর্যায়ের। যে ব্যক্তি কর্ম ও কর্ম সাধিত হওয়া উভয়টিকে বান্দার দিকে সম্পৃক্ত করবে সে অবশ্যই কুফরি করল, আর যে উভয়টিকেই আল্লাহর দিকে সম্বোধন করল, সেও কুফরি করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কর্মকে সত্যিকারভাবে আল্লাহর দিকে এবং ক্রিয়াটি সাধিত হওয়া সত্যিকার অর্থে বান্দার দিকে সম্পর্কিত করল সে সত্যিকার অর্থেই মুমিন।

যারা এ কথা বলেন, 'আল্লাহর কি এ ক্ষমতা নেই যে তিনি তার সমস্ত বান্দাদেরকে মুমিন, অনুগত ও হেদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে ফেলবেন' তাদের কথার উত্তর

প্রশ্ন: যারা বলে, 'আল্লাহর কি এ ক্ষমতা নেই যে তিনি তার সকল বান্দাদেরকে মুমিন, অনুগত ও হেদায়েত-প্রাপ্ত বানিয়ে ফেলবেন, যখন তিনি শরী'আতগতভাবে সেটা ভালোওবাসেন'? তাদের

কথার উত্তর কী?

উত্তর: অবশ্যই হ্যাঁ, তিনি এ কাজের উপর পুরোপুরি সক্ষম। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً﴾ [النحل: ٩٣]

"যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তোমাদের সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতেন"। [সূরা নাহাল, আয়াত: ৯৩] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاۚ ۝٩٩ ﴾ [يونس: ٩٩]

"আর যদি তোমার রব চাইতেন, তবে যমীনের সকলেই ঈমান আনত।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

কিন্তু তা না করে তিনি তাদের সাথে যে কর্মটি করে থাকেন (অর্থাৎ সকলকে হেদায়াত না করে কাউকে হেদায়াত দেন আর কাউকে দেন না) তা মূলত তাঁর হিকমত বা প্রজ্ঞার দাবীর ভিত্তিতেই, তাঁর রবুবিয়্যত, উলুহিয়্যাত, নাম ও গুণসমূহের চাহিদা মোতাবেকই (তিনি তা করে থাকেন)। সুতরাং যে ব্যক্তি বলল,

আল্লাহর বান্দারা কেন, অনুগত ও অবাধ্য উভয়টি হল, তার এ কথা এমন যেমন কেউ বলল, কেন الضار النافع বা “উপকারকারী-অপকারকারী” আল্লাহর নাম হলো? কেন المعطي المانع বা দানকারী-নিষেধকারী আল্লাহর নাম হলো, কেন الخافض الرافع বা নীচুকারী-উঁচুকারী আল্লাহর নাম হলো, কেন المنعم المنقتم নেয়ামতদাতা-প্রতিশোধগ্রহণকারী আল্লাহর নাম হলো? ইত্যাদি। কারণ, আল্লাহর কর্মসমূহ তাঁর নামসমূহের দাবী ও তাঁর সিফাত বা গুণসমূহের প্রভাবেই হয়ে থাকে। সুতরাং যারা আল্লাহর কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তারা আল্লাহর নাম ও গুণাগুণ বরং আল্লাহর উলুহিয়্যাত ও রবুবিয়্যাত তথা তার মা‘বুদ প্রভুত্বের উপরই প্রশ্ন তুলল। অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

﴿ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝٢٢ لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ ۝٢٣ ﴾ [الانبياء: ٢٢، ٢٣]

“সুতরাং তারা যা বলে আরশের রব আল্লাহ তা থেকে কতই না পবিত্র! তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২২, ২৩]

দ্বীনের মধ্যে তাকদীরের উপর ঈমান আনার গুরুত্ব ও মর্যাদা

প্রশ্ন: দ্বীনের মধ্যে তাকদীরের উপর ঈমান আনার গুরুত্ব ও মর্যাদা কী?

উত্তর: তাকদীরের উপর ঈমান আনা তাওহীদের নিয়ম-নীতি বা শৃঙ্খলা। অনুরূপভাবে মানুষকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়ার এবং খারাপ থেকে বিরত রাখার যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা শরী'আতের নিয়ম-নীতি বা শৃঙ্খলা। দ্বীনের বিধান কখনোই সশৃঙ্খল থাকবে না এবং সুস্থভাবে পরিচালিত হবে না যতক্ষণ না তাকদীরের উপর ঈমান আনা হয় এবং শরী'আতকে না মানা হয়। আর এ কারণেই[174] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদীরের উপর ঈমান আনার গুরুত্ব দেয়ার পর, যে ব্যক্তি বলেছিল, আমরা কি তাহলে আমাদের তাকদীরের লেখার উপর নির্ভর করে বসে থাকব না? এবং আমল করা ছেড়ে দেব না? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

---

[174] অর্থাৎ তাকদীর শরী'আতের নিয়ম-নীতি ঠিক রাখার অপরিহার্য অঙ্গ, এ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদীরের উপর ঈমানের সাথে শরী'আতের উপর আমল করে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। [সম্পাদক]

«اعملوا فكل ميسر لما خلق له»

“না ‘তোমরা কাজ চালিয়ে যাও, তোমাদের প্রত্যেককে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সহজ করা হয়েছে’।”

সুতরাং যে ব্যক্তি এ ধারণা করে তাকদীর অস্বীকার করে যে, তাকদীর শরীয়তের পরিপন্থী, সে আল্লাহকে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি থেকে বিমুক্ত করল। অপরদিকে সে বান্দাদেরকে তাদের কর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্রষ্টা বানিয়ে দিল। ফলে সে আল্লাহর সাথে বান্দাকেও একজন স্রষ্টা সাব্যস্ত করল। শুধু তাই নয়, সমগ্র সৃষ্টিই স্রষ্টায় পরিণত হয়ে গেল।

আর যে ব্যক্তি তাকদীরকে স্বীকার করা সত্ত্বেও এটাকে শরী‘আতের বিরুদ্ধে বিপক্ষ হিসেবে যুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তিকে অস্বীকার করল, যে প্রদত্ত ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি থাকার উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে শরী‘আতের মুকাল্লাফ বা দায়িত্ব ও কর্তব্যশীল বানিয়েছে। যে বান্দার আল্লাহ প্রদত্ত ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করল এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে অন্ধকে কুরআনে নুকতা লাগানো দায়িত্ব দেয়ার মত এমন কর্মের দায়িত্ব দিয়েছেন যা তাদের সাধ্যের মধ্যে নেই, সে

আল্লাহকে যুলুমের দিকে সম্পর্কিত করল। এ বিষয়ে তাদের ইমাম হল, অভিশপ্ত শয়তান। কারণ, সে বলে,

﴿قَالَ فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَٰطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ١٦﴾ [الاعراف: ١٦]

“সে বলল, ‘আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন[175], সে কারণে অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনার সরল পথে মানুষের জন্য বসে থাকব।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬]

আর সত্যিকার মুমিন যারা তারা তাকদীরের ভালো ও মন্দের উপর বিশ্বাস করে এবং এ কথা বিশ্বাস করে যে, সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তা‘আলা। আর তারা শরী‘আতের আদেশ নিষেধের অনুবর্তিতা করে। তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে শরী‘আতের বিধি-বিধানকে তাদের ফয়সালাকারী হিসেবে মানে। আরও বিশ্বাস করে

---

[175] এভাবে শয়তান আল্লাহর প্রতি পথভ্রষ্ট করার দোষ চাপাতে চেষ্টা করে আল্লাহর প্রতি যুলুম সম্পৃক্ত করল। অনুরূপভাবে যারা মনে করে যে, তাকদীর নির্ধারিত হলেও বান্দার কোনো ক্ষমতা নেই, যা করে সব আল্লাহই করে, সে হিসেবে বান্দা যদি কোনো গুনাহ বা অপরাধ করে তবে সেটাও আল্লাহই করিয়েছেন, তাদের মতে শরী‘আতের নির্দেশ পালনের ক্ষমতা বান্দার নেই। সুতরাং শরী‘আত নির্দেশ পালনের নির্দেশ দেয়া যুলুমের পর্যায়ে, ‘নাউযু বিল্লাহ’। এভাবে তারা আল্লাহকে যুলুমের সাথে সম্পৃক্ত করল [সম্পাদক]

যে, হেদায়েত ও গোমরাহী আল্লাহর হাতে, আল্লাহ যাকে চান তাকে স্বীয় অনুগ্রহে হেদায়াত দেন, আর তাঁর ইনসাফের ভিত্তিতে যাকে চান তিনি গোমরাহ করেন। আর কোথায় ইনসাফ ও কোথায় দয়া করতে হবে এ বিষয়ে আল্লাহ সর্বজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ۝٧﴾ [القلم: ٧]

"নিশ্চয় তোমার রবই সম্যক পরিজ্ঞাত তাদের ব্যাপারে যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত।" [সূরা কলম, আয়াত: ৭] এ বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য বিশেষ হিকমত ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। আর তাকদীরের উপর ভিত্তি করেই শরী'আতের আনুগত্য করা ও না করার উপর সওয়াব ও শাস্তি আপতিত হয়ে থাকে। তবে তারা যখন কোনো বিপদে পতিত হয়, তখন তাকদীরের কারণে হয়েছে এ কথা বলে থাকে। তারপর যখন কোনো ভালো কর্মের তাওফীক বা সৌভাগ্য তাদের হয়, তখন তারা সে সত্যটিকে উপযুক্ত সত্ত্বা (আল্লাহ তা'আলা) এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করে। তখন তারা বলবে,

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُۖ ۝٤٣﴾

[الاعراف: ٤٣]

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর আমরা হিদায়াত পাওয়ার ছিলাম না, যদি না আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিতেন।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৪৩] তারা কোনো ফাজের দুষ্কৃতিকারীর মত[176] এ কথা বলবে না,

﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍۚ ٤٩﴾ [الزمر: ٤٩]

“জ্ঞানের কারণেই কেবল আমাকে তা দেয়া হয়েছে”। [সূরা যুমার, আয়াত: ৪৯]

আর সত্যিকারের ঈমানদারগণ যখন কোনো অন্যায় কাজ করে বসে তখন তারা বলে, যেমন আদি পিতা-মাতা (আদম ও হাওয়া) বলেছিলেন,

﴿رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٢٣﴾ [الاعراف: ٢٣]

---

[176] সে হচ্ছে কারূন; কারণ সে আল্লাহর নেয়ামতকে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে। তার জন্য উচিত ছিল প্রকৃত নেয়ামতদাতা আল্লাহর দিকে এর সম্পর্ক তৈরী করা, যেমনটি পূর্বোক্ত আয়াতে ঈমানদাররা করেছিল। [সম্পাদক]

“হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুল্‌ম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে রহম না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব”। [সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ২৩] তারা শয়তানের কথার মত কথা বলে না,

﴿رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي﴾ [الحجر: ٣٩]

“‘হে আমার রব, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।” [সূরা হিজর, আয়াত: ২৯] আর যখন তাদের কোনো বিপদ হয়, তখন তারা বলে,

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦﴾ [البقرة: ١٥٦]

“আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর দিকেই ফিরে যাব।” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৫৬] তারা তা বলে না যা কাফেররা বলে,

﴿ وَقَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَوۡ كَانُواْ غُزّٗى لَّوۡ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجۡعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسۡرَةٗ فِي قُلُوبِهِمۡۗ وَٱللَّهُ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١٥٦﴾ [ال عمران: ١٥٦]

“আর তাদের ভাইদেরকে বলেছে– যখন তারা যমীনে সফরে বের হয়েছিল অথবা তারা ছিল যোদ্ধা (অতঃপর নিহত হয়েছিল) – ‘যদি তারা আমাদের কাছে থাকত, তবে তারা মারা যেত না এবং তাদেরকে হত্যা করা হত না’। যাতে আল্লাহ তা তাদের অন্তরে আক্ষেপে পরিণত করেন এবং আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৬]

ঈমানের শাখাসমূহ

প্রশ্ন: ঈমানের শাখা কয়টি?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿۞لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ١٧٧﴾ [البقرة: ١٧٧]

“ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৭৭]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« الإيمان بضع وستون " وفي رواية :"بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان »

“ঈমান ষাট ও ততোধিক। অপর এক বর্ণনায়, ঈমানের শাখা সত্তরটি বা তার বেশি। সর্বোচ্চ শাখা হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর এর সর্বনিম্ন হল, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো,

আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা[177]।

ঈমানের শাখা বিষয়ে আলেমদের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন: ঈমানের শাখা বিষয়ে আলেমদের ব্যাখ্যা কী?

উত্তর: হাদিসের ব্যাখ্যাদানকারী অনেকেই এ বিষয়ে অনেক কিতাব লিখেছেন এবং তারা ঈমানের শাখাসমূহ গণনা করে নির্ধারণ করেছেন। তারা এ বিষয়ে খুব ভালো খেদমত করেছেন এবং মানুষের উপকারের জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঈমানের শাখাসমূহের গণনা জানা ঈমানের জন্য শর্ত নয়। বরং এ গুলোর প্রতি সামগ্রিক ঈমান আনাই যথেষ্ট। এগুলো কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে যাবে না। সুতরাং একজন বান্দার করণীয় হল, কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ পালন করবে এবং নিষেধ হতে বিরত থাকবে। আর সংবাদসমূহকে বিশ্বাস করবে। তবে এটা সত্য যে, ঈমানের শাখাসমূহ পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু যারা ঈমানের এ শাখাসমূহ গণনা করেছে সেগুলো সম্পর্কে বাস্তব সত্য এই যে, এগুলো ঈমানের বিভিন্ন বিষয়াদি। কিন্তু এ সকল লেখকদের গণনাকৃত বিষয়াদিই (পূর্বোল্লেখিত) এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন সেটা অকাট্যভাবে বলার জন্য কুরআন বা হাদীস থেকে প্রমাণ থাকতে হবে।

---

[177] বুখারী, হাদীস নং ৯ ; মুসলিম, হাদীস নং ৩৫।

আলেমগণ ঈমানের শাখা সম্পর্কে যে সংখ্যা গণনা করেছেন তার সার সংক্ষেপ

প্রশ্ন: আলেমগণ ঈমানের শাখা হিসেবে যেগুলো নির্ধারণ করেছেন তার সারসংক্ষেপ কি উল্লেখ কর?

উত্তর: আল্লামা ইবনে হিব্বান রহ. এ বিষয়ের উপর যে আলোচনা করেন, হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারীতে তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ শাখাগুলো অন্তরের আমল, মুখের আমল ও দেহের আমলের মধ্যে বিস্তৃত।

অন্তরের আমল হল, বিশ্বাস ও নিয়ত। এর সংখ্যা চব্বিশটি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো, আল্লাহর সত্তা, গুণাগুন ও তাওহীদের প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ ﴾ [الشورى: ١١]

“তার মত কিছু নেই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা” [সূরা শূরা, আয়াত: ১১] আরও ঈমান আনা, আল্লাহ ছাড়া যত কিছু আছে সব কিছু নশ্বর বা পরবর্তীতে এসেছে। আরও ঈমান আনা আল্লাহর

ফেরেশতাদের প্রতি, নবী-রাসূল, কিতাবসমূহ, তাকদীরের ভালো কিংবা মন্দ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনা। এর আওতায় আরও রয়েছে, কবর, হাশর, নশর, হিসাব, মীযান, পুল-সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম। আর আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য দুশমনি করা, আল্লাহর নবীর মহব্বত এবং তার ইজ্জত-সম্মান করা, এর সাথে আরও সম্পৃক্ত হবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া ও তার সুন্নাতের অনুসরণ করা। অনুরূপভাবে ইখলাস বা নিষ্ঠা, আর এর অন্তর্ভুক্ত হল রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা ও মুনাফেকী ছেড়ে দেয়া। আরও রয়েছে তাওবা করা, ভয় করা, আশা করা, শুকর করা, ওয়াদা পূর্ণ করা, ধৈর্য ধারণ, আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, দয়া করা, বিনয়ী হওয়া, আর এর অন্তর্ভুক্ত হল, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের দয়া করা, অহংকার ছাড়া, আত্ম-গরীমা পরিহার করা, হিংসা ছেড়ে দেয়া, বিদ্বেষ মুক্ত থাকা, ক্রোধ বা রাগ থেকে বেঁচে থাকা।

আর মুখের আমলসমূহ সাতটি চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। মুখে তাওহীদকে উচ্চারণ করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া, দু'আ করা, যিকির করা, আর এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ইস্তেগফার করা এবং বাজে-অশ্লীল কথা থেকে

বিরত রাখা।

আর দৈহিক কর্মসমূহ হল, আটত্রিশটি চরিত্র। তার মধ্যে কিছু আছে ব্যক্তি-সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। আর এ গুলো হল, পনেরটি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে কিংবা বিধানের দিক থেকে পবিত্রতা অর্জন করা, যার আওতাভুক্ত হচ্ছে, মানুষকে খানা খাওয়ানো, মেহমানের মেহমানদারি করা। অনুরূপভাবে নফল ও ফরয রোজা রাখা, এ'তেকাফ করা, কদর রাতের অনুসন্ধান করা, হজ করা, ওমরা করা, তাওয়াফ করা, অমুসলিম দেশ হতে দ্বীন সংরক্ষণের স্বার্থে তা নিয়ে পালিয়ে আসা, যার আওতায় রয়েছে শির্ক ও কুফরি দেশ থেকে হিজরত করা। মান্নত পূর্ণ করা, কসমসমূহ পূর্ণ করতে চেষ্টা করা, কাফফারা আদায় করা। দৈহিক কর্মসমূহের কিছু আছে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর সেগুলো হল, ছয়টি চরিত্র। বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র থাকা, পরিবার পরিজনের হক আদায় করা, মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করা। যার আওতাভুক্ত হচ্ছে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা। অনুরূপভাবে বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, নেতৃত্বের আনুগত্য করা, অধীনস্থদের সাথে দয়া পরবশ হওয়া। দৈহিক কর্মসমূহের কিছু আছে জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত। আর সেগুলো হল, সতেরটি চরিত্র। ইনসাফের সাথে বিচার কাজ পরিচালনা করা,

জামা‘আতের অনুসরণ করা, দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা, মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করা। এর আওতাভুক্ত হচ্ছে খারেজী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের সাথে যুদ্ধ করা। অনুরূপভাবে আরও রয়েছে সৎ কাজে সাহায্য করা, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা, হদ কায়েম করা, জিহাদ করা, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেয়া, আমানত আদায় করা। তন্মধ্যে রয়েছে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা, ঋণ দেয়া ও পরিশোধ করা, প্রতিবেশীদের সম্মান করা, সুন্দর আচরণ ও সৎ ব্যবহার করা। এর আওতায় আরও রয়েছে হালাল মাল উপার্জন করা ও হক পথে ব্যয় করা। এর আওতায় রয়েছে অপচয় করা থেকে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেয়া, হাঁচির জবাব দেয়া, মানুষ থেকে ক্ষতি প্রতিহত করা, অনর্থক কাজ হতে বিরত থাকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। এখানে উনসত্তরটি চরিত্র উল্লেখ করা হল। আর যদি আমরা আলাদা আলাদা উল্লেখ করি একটিকে আরেকটির সাথে না মিলাই তবে এর সংখ্যা হবে, সাতাত্তরটি। আল্লাহই ভালো জানেন।

কুরআন হাদিস থেকে ইহসানের প্রমাণ

প্রশ্ন: কুরআন ও সুন্নাহ হতে ইহসানের প্রমাণ কী?

উত্তর: ইহসানের দলীল অসংখ্য। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥﴾ [البقرة: ١٩٥]

“আর সুকর্ম কর। নিশ্চয় আল্লাহ সুকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৯৫] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ١٢٨ ﴾ [النحل: ١٢٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাকীদের সাথে এবং মুহসীনদের সাথে।” [সূরা নাহাল, আয়াত: ১২৮] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿۞وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ﴾ [لقمان: ٢٢]

“আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে।” [সূরা লোকমান, আয়াত: ২২] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ ٢٦ ﴾ [يونس: ٢٦]

“যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম

(জান্নাত) এবং আরও বেশি”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ ٦٠ ﴾ [الرحمن: ٦٠]

“ইহসানের বিনিময় ইহসান ছাড়া আর কি হতে পারে?” [সূরা রহমান, আয়াত: ৬০]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إن الله كتب الإحسان على كل شيء »

“আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি বস্তুর উপর ইহসান করাকে ফরয করেছেন।[178]”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« نعما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له »

“একজন বান্দার জন্য আল্লাহ তা‘আলার সুন্দর ইবাদতের সাথে মৃত্যু বরণ করা কত না ভাল! অনুরূপভাবে তার সরদারের সাথে

---

[178] মুসলিম, হাদীস নং ১৯৫৫।

থাকা তার জন্য কতই না উত্তম![179]”

ইবাদতের মধ্যে ইহসান

প্রশ্ন: ইবাদতে ইহসান কী?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে জিবরাইলে যখন জিবরীল আলাইহিসসালাম এ বলে প্রশ্ন করেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে খবর দিন, তখন তিনি এ বলে, ইহসানের ব্যাখ্যা দেন যে,

« أن تعبد الله كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك »

“তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে না দেখ তাহলে মনে রাখবে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।[180]”

হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দেন যে, ইহসানের দুটি স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর হল, আল্লাহর ইবাদত

---

[179] বুখারী, হাদীস নং ২৫৪৯; মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬৭।

[180] বুখারী, হাদীস নং ৫০, ৪৭৭৭; মুসলিম, হাদীস নং ৮।

করা যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। এটি হল, প্রত্যক্ষ করার মাকাম। অর্থাৎ একজন লোক তার অন্তর দ্বারা প্রত্যক্ষ করার দাবির ভিত্তিতে আমল করবে। বান্দার অন্তর ঈমানের কারণে আলোকিত হবে, আল্লাহর মারেফাত লাভে তার চোখ এমনভাবে খুলবে, তার নিকট গায়বী বস্তুসমূহ দৃশ্য বস্তুর মত হয়ে যাবে। একেই বলা হয়, সত্যিকার ইহসান।

দ্বিতীয়ত: মোরাকাবা তথা ‘সদাজাগ্রত’ থাকার স্থান। একজন বান্দা এ অনুভূতি নিয়ে আমল করবে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে প্রত্যক্ষ করছে, তার সম্পর্কে সে অবগত এবং আল্লাহ তা‘আলা তার একেবারেই সন্নিকটে। যখন কোন তার আমলের মধ্যে এ বিষয়টির অনুভূতি জাগ্রত রাখবে এবং এরই ভিত্তিতে সে আমল করবে, তখন সে অবশ্যই আল্লাহর জন্য মুখলিস হবে। কারণ, বান্দার অন্তরে এ ধরনের অনুভূতি তাকে তার আমলের মধ্যে গাইরুল্লাহর দিকে মনোযোগ দেয়া ও আমল দ্বারা গাইরুল্লাহকে উদ্দেশ্য করা হতে বিরত রাখে। আর এ দু’টি স্থানের মানুষ চক্ষুষ্মান হওয়ার দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে।

ঈমানের পরিপন্থী বিষয়

প্রশ্ন: ঈমানের পরিপন্থী বিষয় কী?

উত্তর: ঈমানের বিপরীত হলো কুফর। কুফর হচ্ছে এমন একটি মৌল বস্তু, যার রয়েছে অনেক শাখা, যেমনিভাবে ঈমানের শাখা প্রশাখা রয়েছে। পূর্বের আলোচনা হতে তুমি এ কথা জেনেছ যে, ঈমান হল, এমন ঐকান্তিকভাবে মেনে নেয়ার বিশ্বাসের নাম, যা আনুগত্যকে বাধ্য করে। আর কুফর, তার মূল অর্থ হচ্ছে, অস্বীকার এবং অবাধ্যতা যা অহংকার, আল্লাহর নাফরমানিকে আবশ্যক করে তোলে। যাবতীয় সৎকাজ-আনুগত্য ঈমানের শাখা। এ কারণেই দেখা যায়, হাদিস-কুরআনে অনেক আমলকে ঈমান বলে নাম রাখা হয়েছে। আর অসৎকাজ-আল্লাহর নাফরমানি সব কুফরের শাখা-প্রশাখা। এ কারণেই অনেক গুনাহকে হাদিস ও কুরআনে কুফর বলে নাম রাখা হয়েছে। যার বর্ণনা অচিরেই আসছে।

এ কথা জানার পর তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কুফর দুই প্রকার। একটি হল, বড় কুফর যা একজন মানুষকে ঈমান হতে পরিপূর্ণরূপে বের করে দেয়। এটি হল, বিশ্বাসের কুফর যা অন্তরের কথা ও কাজের পরিপন্থী অথবা যে কোন একটির পরিপন্থী। অপরটি হল, ছোট কুফর, এটি ঈমানের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী, তবে আসল ঈমানের পরিপন্থী নয়। একে বলা হয়, আমলী কুফর। এটি অন্তরের কথা ও আমলের সাথে সাংঘর্ষিক

নয়, আর সংঘর্ষ আবশ্যকও করে না।

বিশ্বাসগত কুফর ঈমানের সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক হওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন: বিশ্বাসগত কুফর ঈমানের সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক হওয়ার পদ্ধতি কী? সংক্ষেপে যা বর্ণিত হলো তার বিস্তারিত বিবরণ দিন।

উত্তর: পূর্বে আমরা আলোচনা করছি, ঈমান হল, কথা ও কাজ। অন্তরের কথা ও মুখের কথা। অন্তরের আমল ও মুখ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। অন্তরের কথার নাম বিশ্বাস। আর মুখের কথার নাম, ইসলামের কালেমা দ্বারা কথা বলা। আর অন্তরের আমল হল, নিয়ত ও এখলাস। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হল, নির্দেশিত সকল কাজের প্রতি আনুগত্য করা। যখন একজন বান্দা থেকে এ গুলো সব অর্থাৎ অন্তরের কথা, আমল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল দূর হয়ে যায়, তখন তার ঈমানও সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। আর যখন অন্তরের বিশ্বাস থাকে না, তখন অন্যগুলো দ্বারা কোন লাভ হয় না। কারণ, ঈমানের জন্য অন্তরের বিশ্বাস পূর্ব শর্ত। অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া ঈমান কোন উপকারে আসে না। আর এটি হল, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহকে অস্বীকার করল অথবা সে ব্যক্তির মত, যে আল্লাহ তা'আলা যে বিধান নিয়ে তার নবী রাসূলদের দুনিয়াতে প্রেরণ করেন এবং যে বিধান দিয়ে তিনি

তার কিতাবসমূহ নাযিল করেন তা অস্বীকার করল। আর বিশ্বাসের সাথে যদি কোন মানুষের অন্তরের আমল না থাকে, তার বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত একমত যে তার অন্তরের আমল দূর হওয়ার সাথে তার ঈমানও দূর হয়ে যাবে। অন্তরের আমল অর্থাৎ মহব্বত ও আনুগত্যটা না থাকার কারণে তার বিশ্বাস কোন কাজে লাগবে না। যেমন, ইবলিস, ফের'আউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা, অনুরূপভাবে ইয়াহূদী ও মুশরিক যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততার উপর বিশ্বাস করত, এমনকি প্রকাশ্যে ও গোপনে তা স্বীকার করত এবং বলত সে মিথ্যাবাদী নয়; তবে আমরা তার অনুকরণ করব না এবং তার প্রতি ঈমান আনব না।

বড় কুফরের প্রকার যা মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়

প্রশ্ন: দ্বীন থেকে বের করে দেয় এমন বড় কুফর কত প্রকার?

উত্তর: পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, বড় কুফর চার প্রকার: অজ্ঞতা-মূর্খতা ও মিথ্যারোপ করার কারণে কুফরী, অস্বীকার করার কারণে কুফরী, অবাধ্যতা ও অহংকার করার কারণে কুফরী, মুনাফেকীর কারণে কুফরী।

অজ্ঞতা-মূর্খতা ও মিথ্যারোপ করার কুফরী

প্রশ্ন: অজ্ঞতা-মূর্খতা ও মিথ্যারোপ করার কুফরী কী?

উত্তর: এ প্রকারের কুফর হল, প্রকাশ্যে ও গোপনে কুফরি করা। কুরাইশ গোত্রের অধিকাংশ কাফেররা এবং অধিকাংশ পূর্বেকার উম্মতরা এ প্রকারের লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلۡكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرۡسَلۡنَا بِهِۦ رُسُلَنَاۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ٧٠﴾ [غافر: ٧٠]

"যারা কিতাব এবং আমার রাসূলগণকে যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি তাতে মিথ্যারোপ করে, অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।" [সূরা গাফের, আয়াত: ৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩ ﴾ [الاعراف: ١٩٩]

"তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক।" [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৯৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَيَوۡمَ نَحۡشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٖ فَوۡجٗا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۝٨٣ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبۡتُم بِـَٔايَٰتِي وَلَمۡ تُحِيطُواْ بِهَا عِلۡمًا أَمَّاذَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ۝٨٤ ﴾ [النمل: ٨٣، ٨٤]،

“আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত তাদেরকে আমি দলে দলে সমবেত করব। অতঃপর তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা আসবে, তখন আল্লাহ বলবেন, ‘তোমরা কি আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিলে, অথচ সে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না? নাকি তোমরা আরো কী করেছিলে?” [সূরা নামাল, আয়াত: ৮৩, ৮৪] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ بَلۡ كَذَّبُواْ بِمَا لَمۡ يُحِيطُواْ بِعِلۡمِهِۦ وَلَمَّا يَأۡتِهِمۡ تَأۡوِيلُهُۥۚ ۝٣٩ ﴾ [يونس: ٣٩]

“বরং তারা যে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি, তাতে তারা মিথ্যারোপ করেছে এবং এখনও তার পরিণতি তাদের কাছে আসে নি।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৯]

অস্বীকার করার কুফর

প্রশ্ন: অস্বীকার করার কুফর কী?

উত্তর: অন্তর থেকে সত্যকে সত্য বলে জানা ও বুঝার পরও তা গোপন করা ও প্রকাশ্যে মেনে নিতে অস্বীকার করা। যেমন, ফের‘আউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসা আলাইহিসসালামের প্রতি এবং ইয়াহূদীরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি কুফরী করার বিষয়টি। আল্লাহ তা‘আলা ফের‘আউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের বিষয়ে বলেন,

﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ ١٤ ﴾ [النمل: ١٤]

“আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করল। অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল।” [সূরা নামাল, আয়াত: ১৪] আল্লাহ ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ ٨٩ ﴾ [البقرة: ٨٩]

“সুতরাং যখন তাদের নিকট এল যা তারা চিনত, তখন তারা তা

অস্বীকার করল।” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৮৯] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤٦ ﴾ [البقرة: ١٤٦]

“আর নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে অবশ্যই গোপন করে, অথচ তারা জানে।” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৪৬]

হঠকারিতাবশত: অবাধ্যতা ও অহংকার করার কুফর

প্রশ্ন: হঠকারিতাবশত: অবাধ্যতা ও অহংকারজনিত কুফর কী?

উত্তর: সত্যকে স্বীকার করার পরও সত্যের প্রতি হঠকারিতাবশত: অবাধ্যতা করা। যেমন, ইবলিসের কুফরি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٤ ﴾ [البقرة: ٣٤]

“কিন্তু ইবলিস, সে হঠকারিতাবশত: অবাধ্যতা প্রকাশ করল এবং অহংকার করল, আর সে হয়ে গেল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আল-বাকারাহ: ৩৪]

ইবলিস কর্তৃক সেজদা না করার পিছনে আদেশ মান্য না করা

কিংবা সে আদেশকে অস্বীকার করার বিষয় ছিল না বরং তার কুফরির মূল কারণ এই ছিল যে, সে আল্লাহর বিধান, যে বিধানের দ্বারা তাকে সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সে বিধানের উপর এবং সে বিধান দেয়ার যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। সে বলেছিল,

﴿ءَأَسۡجُدُ لِمَنۡ خَلَقۡتَ طِينٗا ٦١﴾ [الاسراء: ٦١]

“আর সে বলল, আমি তাকে সেজদা করব যাকে তুমি মাটি দিয়ে তৈরি করছ।” [সূরা ইসরা, আয়াত: ৬১] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ قَالَ لَمۡ أَكُن لِّأَسۡجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقۡتَهُۥ مِن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ ٣٣ ﴾ [الحجر: ٣٣]

“সে বলল, ‘আমি তো এমন নই যে, একজন মানুষকে আমি সিজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে’।” [সূরা হিজর, আয়াত: ৩৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ ٧٦ ﴾ [ص: ٧٦]

“সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন

অগ্নি থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।” [সূরা সাদ, আয়াত: ৭৬]

মুনাফেকীর কারণে কুফরী

প্রশ্ন: মুনাফেকীর কারণে কুফরী কী?

উত্তর: মানুষকে দেখানোর জন্য প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করা অথচ অন্তরে বিশ্বাস ও অন্তরের আমল না করাই হচ্ছে মুনাফেকীর কারণে কুফরী। যেমন, [আব্দুল্লাহ] ইব্‌ন [উবাই ইবন] সুলুল ও তার সাথী-সঙ্গীদের কুফরী। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ ﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ ١٣ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ

إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤ ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ١٦ مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ ١٧ صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ١٨ أَوۡ كَصَيِّبٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٞ وَرَعۡدٞ وَبَرۡقٞ يَجۡعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِۚ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلۡبَرۡقُ يَخۡطَفُ أَبۡصَٰرَهُمۡۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوۡاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظۡلَمَ عَلَيۡهِمۡ قَامُواْۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٠ ﴾ [البقرة: ٨-٢٠]

“আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি’, অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে (বলে মনে করে)। অথচ তারা নিজদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না। তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ তারা মিথ্যা বলত। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, ‘আমরা তো কেবল সংশোধনকারী। সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা ঈমান আন যেমন লাকেরা

ঈমান এনেছে, তারা বলে, ‘নির্বোধ লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো?’ সাবধান! নিশ্চয় এরা নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না। আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’, আর যখন তারা একান্তে তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত হয়, তখন বলে, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী। আল্লাহ্ তাদের সাথে উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন। এরাই তারা, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে। কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নি। আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও নয়। তাদের উপমা, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো; তারপর যখন আগুন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ্ তখন তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা ফিরে আসবে না। কিংবা আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। আর আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। বিদ্যুৎ চমকে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয় । যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তখনই তারা পথ চলে

এবং যখন অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ৮-২০] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

আমলী কুফর যা একজন মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় না

প্রশ্ন: আমলী কুফর যা একজন মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় না তা কী?

উত্তর: যে সব গুনাহের উপর শরী‘আত প্রবর্তক [আল্লাহ তা‘আলা] কুফর শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং গুনাহকারীর উপর ঈমানের নামটি অবশিষ্ট রেখেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض »

“তোমরা আমার পর একে অপরকে হত্যা করার মাধ্যমে কাফের অবস্থায় প্রর্তাবর্তন করো না”[181]।

[181] বুখারী, হাদীস নং ১২১; মুসলিম, হাদীস নং ৬৫।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر »

“মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী আর তাদের হত্যা করা কুফরি।”[182]

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে অপরকে হত্যা করা এবং মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ‘কুফর’ বলে আখ্যায়িত করেন এবং যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের কাফের বলেছেন। অথচ আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে করীমে এরশাদ করে বলেন,

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ۝٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ۝١٠﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]

“আর মুমিনদের দু’ দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও; অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে

[182] বুখারী, হাদীস নং ৪৮, ৬০৪৪; মুসলিম, হাদীস নং ৬৪।

বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপোষ মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন। নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।” [সূরা হুজরাত, আয়াত: ৯-১০]

আল্লাহ তা‘আলা আয়াতে তাদের জন্য ঈমান ও ঈমানের বন্ধন প্রমাণ করেন, ঈমান ও ঈমানের বন্ধন সংক্রান্ত কোনো কিছু অস্বীকার করেন নি।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা কিসাসের আয়াতে বলেন,

﴿ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ١٧٨ ﴾ [البقرة: ١٧٨]

“তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৮]

তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ،ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ،والتوبة معروضة بعد » زاد في رواية« ولا يقتل وهو مؤمن » - وفي رواية - « ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم »

"একজন মুমিন মুমিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে না। একজন মুমিন মুমিন থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না। একজন মুমিন মুমিন থাকা অবস্থায় মদ্যপান করতে পারে না। তারপর তাদের তাওবা করার জন্য বলা হবে।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে- "একজন মুমিন মুমিন থাকা অবস্থায় হত্যা করতে পারে না।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিনতাই করতে পারে না, যার ফলে মানুষ তার দিকে মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে।"[183] হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" قلت وإن زنى

[183] বুখারী, হাদীস নং ২৪৭৫, ৫৫৭৮; মুসলিম, হাদীস নং ৫৭।

وإن سرق قال:" وإن زنى وإن سرق »ثلاثا ثم قال في الرابعة « على رغم أنف أبي ذر »

“কোন বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, তারপর এর উপর সে মারা গেল, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম সে যদিও সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে? বললেন, যদিও সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে” এ কথা তিনি তিনবার বললেন, তারপর চতুর্থ বার বললেন, “ আবু যরের নাক ধুলি-মলিন হওয়া সত্ত্বেও[184]।”

উপরোক্ত ভাষ্যগুলো প্রমাণ করছে যে, ব্যভিচারী, চোর, মদখোর ও হত্যাকারীদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ঈমানের নামটি বাদ দেন নি; যতক্ষণ না তাদের মধ্যে তাওহীদ অবশিষ্ট থাকে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য যদি তা-ই হত, (অর্থাৎ গোনাহের কারণে কাফের সাব্যস্ত করা হতো) তা হলে, তিনি এ কথা বলতেন না, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও সে গোনাহ করে; কারণ, ঈমানদার লোক ছাড়া কেউ তো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই যে সব হাদীসে কোনো কোনো গুনাহের

---

[184] বুখারী, হাদীস নং ৫৮২৭; মুসলিম, হাদীস নং ৯৪।

কাজকে কুফরী বলা হয়েছে সেসব হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের থেকে ঈমানের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করা এবং তাদের ঈমানের ঘাটতি বা অপূর্ণতাকে তুলে ধরা। তবে যদি কোনো মুমিন এ সব অপরাধ বা গুনাহকে হালাল মনে করে, তখন সে কাফের হয়ে যাবে; কারণ, এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছেন, তাতে মিথ্যারোপ করা আবশ্যক করে। তাই যদি কোনো ব্যক্তি এ সব গুনাহকে হালাল বলে বিশ্বাস করে, তবে তাতে সে কাফের হয়ে যাবে; যদিও সে এ সব গুনাহ না করে।

মূর্তিকে সেজদা করা, আল্লাহর কিতাবকে অবমাননা করা, রাসূলকে গালি দেয়া এবং দ্বীনের সাথে বিদ্রূপ করা ইত্যাদির বিধান

প্রশ্ন: যদি আমাদের বলা হয়, মূর্তিকে সেজদা করা, আল্লাহর কিতাবকে অবমাননা করা, রাসূলকে গালি দেয়া এবং দ্বীনের সাথে বিদ্রূপ করা ইত্যাদি বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে এগুলো সব কুফরে আমলী। তাহলে এ সব গুনাহের দ্বীন থেকে কেন বের করে দেয়? অথচ ছোট কুফরীকে 'আমলী' বা কর্মগত কুফরী বলে পরিচিতি দিয়েছ?

উত্তর: মনে রাখতে হবে, এ চারটি গুনাহ এবং এ ধরনের আরও যত অপরাধ আছে, এ গোনাহগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ বলে মানুষের দৃষ্টিতে কুফরে আমলীর মত মনে হয়, মূলত: এগুলো কুফরে আমলী নয়; কেননা, এগুলো তখন সংঘটিত হয়, যখন মানুষের অন্তর থেকে ঈমান, ইখলাস, মহব্বত ও আনুগত্য চলে যায়। কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যদিও এগুলো বাহ্যিকদৃষ্টিতে কর্মগত বস্তু, কিন্তু বাস্তবতা হল, এগুলো ‘বিশ্বাসগত কুফরী’ আবশ্যক করে। বরং সেটাই ঘটে। কারণ এ ধরনের অপরাধ ও অন্যায় একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফেক ও হঠকারী কাফের থেকে প্রকাশ পেতে পারে। এ কারণেই তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছিলেন,

﴿قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إِسۡلَٰمِهِمۡ وَهَمُّواْ بِمَا لَمۡ يَنَالُواْۚ ﴾ [التوبة: ٧٤]

“তারা তো কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কুফরী করেছে; আর তারা এমন কিছুর সংকল্প করেছিল যা তারা পায়নি”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭৪] অথচ তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তোমরা কেন এগুলো বলেছ, তখন তারা বলেছিল,

﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ ﴾ [التوبة: ٦٥]

“আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫] আল্লাহ তা‘আলা তখন তাদের এ (বাহ্যিক দৃষ্টিতে কর্মগত কাজটি)র উত্তরে বলেন,

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

“বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে ?’ ‘তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৬৫-৬৬] আর আমরা সকল ‘কুফরে আসগার’ বা ছোট কুফরকেই নিঃশর্তভাবে আমলী কুফরী বলি না। বরং কেবল সেসব ছোট কুফরকে আমলী বা কর্মগত কুফর বলে থাকি, যাতে বিশ্বাসের সংযোগ থাকা আবশ্যক করে না এবং যাতে অন্তরের কথা ও কাজের বিরোধী না হয়।

যুলুম, নিফাক ও ফাসেকীর প্রকারভেদ

প্রশ্ন: নিফাক, ফাসেকী ও যুলুম কত প্রকারে বিভক্ত হতে পারে?

উত্তর: এ গুলো প্রত্যেকটি দু’ ভাগে বিভক্ত। একটি বড়, যা

কুফরী, অপরটি ছোট, যা কুফরীর নিচে।

বড় যুলুম ও ছোট যুলুমের দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: বড় যুলুম ও ছোট যুলুমের দৃষ্টান্ত কী?

উত্তর: বড় যুলুমের দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন,

﴿ وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ ﴾ [يونس: ١٠٦]

"আর আপনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ এটা করলে তখন আপনি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬] আল্লাহর আরও বাণী,

﴿ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣ ﴾ [لقمان: ١٣]

"হে বৎস তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করো না, নিশ্চয় শির্ক বড় যুলুম" [সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩]

﴿ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢ ﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।” [সূরা মায়েদা, আয়াত: ৭২]

আর ছোট যুলুমের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তালাক বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে করীমে এরশাদ করে বলেন,

﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥ ١ ﴾ [الطلاق: ١]

“তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী–ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের ওপর যুলম করে।” [সূরা তালাক, আয়াত: ১] আল্লাহ তা‘আলার অন্য বাণী,

﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ [البقرة: ٢٣١]

“তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। আর যে তা করবে সে তো নিজের প্রতি যুলম করবে।”[সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৩১]

বড় ফিসক ও ছোট ফিসকের দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: বড় ফিসক ও ছোট ফিসকের দৃষ্টান্ত কী?

উত্তর: বড় ফিসকের দৃষ্টান্ত: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٦٧ ﴾ [التوبة: ٦٧]

“নিশ্চয় মুনাফেকরা হলো, ফাসেক।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬৭]

﴿ إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓۗ ٥٠ ﴾ [الكهف: ٥٠]

“কিন্তু ইবলিস, সে জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে সে তার রবের নির্দেশকে অমান্য করেছিল।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৫০]

﴿ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعۡمَلُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمَ سَوۡءٖ فَٰسِقِينَ ٧٤ ﴾ [الانبياء: ٧٤]

"আমি তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তারা ছিল এক মন্দ ও পাপাচারী কওম।" [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭৪]

আর ছোট ফিসকের দৃষ্টান্ত: আল্লাহ তা'আলা যারা অপবাদ দেয়, তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ ﴾ [النور: ٤]

"এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক।" [সূরা নূর, আয়াত: ৪]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦ ﴾ [الحجرات: ٦]

"হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তামরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে

বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।” [সূরা হুজরাত, আয়াত: ৬] বর্ণিত আছে, আয়াতটি ওয়ালিদ ইব্ন উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

বড় নিফাক ও ছোট নিফাকের দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন: বড় নিফাক ও ছোট নিফাকের দৃষ্টান্ত কী?

বড় নিফাকের দৃষ্টান্ত সম্বলিত আয়াত সূরা বাকারাহর প্রথমে যার আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٤٢ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ۝١٤٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ۝١٤٤ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝١٤٥ ﴾ [النساء: ١٤٢- ١٤٥]

“নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুত তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন

শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে। দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে! আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবেন না। হে মুমিনগণ! মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের উপর আল্লাহ্র প্রকাশ্য অভিযোগ কায়েম করতে চাও? মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য আপনি কখনো কোন সহায় পাবেন না।" [সূরা নিসা, আয়াত: ১৪২-১৪৫] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ۝١ ﴾ [المنافقون: ١]

"যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।" [সূরা মুনাফেক, আয়াত: ১] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

আর ছোট নিফাকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাণীতে যা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে,

« آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا ائتمن خان»

“মুনাফিকের আলামত তিনটি:- যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, আর যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে আর যখন তাদের নিকট আমানত রাখা হয়, তখন সে খেয়ানত করে।[185]”

অন্য হাদীসে এসেছে,

« أربع من كن فيه كان منافقا » الحديث

“চারটি গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে মুনাফেক বলে গণ্য হবে”... হাদীসের শেষ পর্যন্ত[186]।

জাদু বিদ্যা ও জাদুকরের বিধান

প্রশ্ন: জাদু বিদ্যা ও জাদুকরের বিধান কী?

---

[185] বুখারী, হাদীস নং ২৬৮২, ২৭৪৯; মুসলিম, হাদীস নং ৫৯।

[186] বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৯, ৩১৭৮; মুসলিম, হাদীস নং ৫৮।

উত্তর: জাদুর অস্তিত্ব ও তার প্রভাব প্রমাণিত। যদিও সে প্রভাব মানুষের তাকদীরে কাউনী বা “আল্লাহর সর্বব্যাপী জাগতিকভাব নির্ধারিত তাকদীর” অনুযায়ী-ই সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“তা সত্ত্বেও তারা ফিরিশ্তাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না।”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০২]

আর জাদুর প্রভাব বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

আর জাদুকর, যদি তার জাদু বিদ্যা শয়তান থেকে শেখা হয়ে থাকে যেমনটি সূরা বাকারার আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, তাহলে সে কাফের। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا

بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٍۚ ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, ‘আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।' এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা নিশ্চয় জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১০২]

জাদুকরের শাস্তি

প্রশ্ন: জাদুকরের শাস্তি কী?

উত্তর: ইমাম তিরমিযি জুনদব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

« حد الساحر ضربه بالسيف »

"জাদুকরের শাস্তি হলো, তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা।[187]" আর তিনি হাদীসটিকে সাহাবী থেকে বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, অনুরূপ আমল করার উপরই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কতেক বিদ্যান মত প্রকাশ করেছেন। আর ইমাম মালিক ইব্ন আনাস মতও অনুরূপ। আর শাফেয়ী রহ. বলেন, যদি জাদুকরের জাদু এমন কোন কাজ করে যা, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি তার আমল দ্বারা এমন কাজ করা হয় যা কুফরের পর্যায় পৌঁছে না, তখন তাকে হত্যা করার ব্যাপারে তিনি মত দেন নি। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার মেয়ে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা, উসমান ইব্ন আফ্ফান, জুনদুব ইব্ন আব্দুল্লাহ, জুনদব ইব্ন কা'আব, কাইস ইব্ন সা'আদ, ওমর ইব্ন আব্দুল আযীয, আহমদ ও আবু হানিফা প্রমুখগণ থেকে জাদুকরকে হত্যার বিধান সাব্যস্ত রয়েছে।

আন-নুশরাহ বা জাদু টোনা 'নষ্ট করা' এর সংজ্ঞা ও বিধান

---

[187] তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৬০; দারাকুতনী, ৩/১১৪; মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৬০; বাইহাকী, ৮/১৩৬। হাদীসটির সনদ মারফু' হিসেবে (অর্থাৎ রাসূল থেকে) দুর্বল, মাওকুফ হিসেবে (অর্থাৎ সাহাবী থেকে) বিশুদ্ধ।

প্রশ্ন: আন-নুশরাহ, (বা জাদু-টোনা নষ্ট করা) কী?

উত্তর: ‘আন-নুশরাহ’ এর অর্থ যাকে জাদু করা হয়েছে, তার থেকে জাদু দূর করা। এটি যদি জাদু দিয়ে দূর করা হয়, তাহলে তা হবে শয়তানের কাজ। আর যদি ঝাড়-ফুক ও বৈধ কোনো উপায় (কুরআনের সূরা ফালাক ও নাস ইত্যাদি) দিয়ে খোলা হয়, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

বৈধ ঝাড়-ফুক

প্রশ্ন: বৈধ ঝাড়-ফুক বলতে কি বুঝ এবং এর বিধান কী?

উত্তর: বৈধ ঝাড়-ফুক হল, যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নেয়া হয় এবং আরবি ভাষায় হয়। আর যাকে ঝাড়-ফুক দেয়া হয় এবং যে দেয়, উভয়ে এ বিশ্বাস করে যে, তার ঝাড়-ফুক কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না একমাত্র আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। জিবরীল আলাইহিসসালাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঝাড়-ফুক করেন[188] এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অনেক সাহাবীকে ঝাড়-ফুক দেন। এছাড়াও অনেক সাহাবীকে তিনি এ বিষয়ে সম্মতি দেন। এমনকি তিনি ঝাড়-ফুকের নির্দেশও দেন এবং তাদের জন্য এর উপর বিনিময় গ্রহণ করারও অনুমতি দেন। এগুলো সবই বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য

---

[188] মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৫, ২১৮৬।

হাদিসের কিতাবসমূহে বর্ণিত।

অবৈধ ঝাড়-ফুক

প্রশ্ন: অবৈধ ঝাড়-ফুক কী?

উত্তর: যে সব ঝাড়-ফুক কুরআন ও হাদিসের দ্বারা হয় না এবং আরবি ভাষায়ও নয়, এ ধরনের ঝাড়-ফুক অবৈধ। বরং এটি শয়তানের কাজ, শয়তানকে খুশি করা ও শয়তান যা মহব্বত করে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। যেমন, কতক ধড়িবাজ, খারাপ পথে পরিচালনাকারী, দ্বীনের দুশমনরা এ ধরনের কাজ করে থাকে। এছাড়া কতক লোক আছে, যারা হাইকাল (তথা আকাশের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের কল্পিত চিত্র) অংকিত কিতাবসমূহ যেমন, শামছুল মা'আরেফ, শুমুছুল আনোয়ার ইত্যাদি কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে এ ধরনের কার্যাদি করে থাকে। ইসলামের দুশমনরা এ অবান্তর ও অবৈধ বিষয়গুলো এতে প্রবেশ করিয়েছে। অথচ এ গুলোর সাথে ইসলামের কোন বিন্দু মাত্র সম্পর্ক নেই। আর না এগুলোর সাথে ইসলামী জ্ঞানের কোনো ছায়ারও ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক আছে। যেমনটি আমরা 'সুল্লাম' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

তাবিজ-কবচ, মালা, রশি ইত্যাদি গলায় ঝুলানোর বিধান

প্রশ্ন: তাবিজ-কবচ, মালা, রশি ইত্যাদি গলায় ঝুলানোর বিধান কী?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من علق شيئا وكل إليه»

“যে ব্যক্তি কোনো কিছু গলায় ঝুলায়, তাকে তার দিকে সোপর্দ করা হয়।”[189]

অনুরূপভাবে,

أرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت »

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সফরে একজন লোককে দূত করে পাঠালেন, যাতে কোন উটের গলায় তীরের ধনুকের মত করে ঘন্টা, বা জুতার মালা অথবা হার ঝুলানো থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।”[190]

---

[189] মুসনাদে আহমাদ ৪/১৩০, ৩১১; তিরমিযী, হাদীস নং ২০৭২। হাসান সনদে।

[190] বুখারী, হাদীস নং ৩০০৫; মুসলিম, হাদীস নং ২১১৫। আরবরা সাধারণত ‘চোখ লাগা’ তে বাঁচানোর জন্য এগুলো লাগাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো কাটতে নির্দেশ দিলেন, যাতে মানুষের মনে এ বিশ্বাস

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إن الرقى والتمائم والتولة شرك »

“(কোনো কোনো) ঝাড় ফুক, তাবিজ ও অনুরাগ বা বিরাগ সৃষ্টিকরার জন্য বাঁধা কবচ ব্যবহার করা শির্ক”[191]।

“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له »

“যে ব্যক্তি কোনো তাবিজ ঝুলালো আল্লাহ তার কোনো কিছু সম্পন্ন করবে না। আর যে ব্যক্তি ঝিনুক কিংবা কড়ি গলায়

আবার না এসে পড়ে যে, এগুলো কোনো কিছু প্রতিহত করতে পারে। বরং মানুষ যেন বিশ্বাস করে যে, সবকিছুই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর মোতাবেক হয়, তাঁর উপরই মানুষের ভরসা করা উচিত। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তারা এগুলো করত চোখ লাগা থেকে বাঁচার প্রত্যাশায়, সে জন্য সেটা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি কেউ সুন্দরের জন্য উটের গলায় কিছু লাগায় তবে সেটা নিষিদ্ধ হবে না। [ফাতহুল বারী থেকে, সম্পাদক]

[191] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৮৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৩০; মুসনাদে আহমাদ ১/৩৮১। সহীহ সনদে বর্ণিত।

ঝুলাবে আল্লাহ তার সে উদ্দেশ্য সফল করবেন না।”[192]

অপর বর্ণনায় এসেছে,

« من تعلق تميمة فقد أشرك »

“যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শির্ক করল”[193]।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোকের হাতে একটি পিতলের কড়া, দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

«ماهذا ؟» فقال من الواهنة قال: « انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا »

“এটি কী?” সে বলল, এটি বাত রোগ যা ঘাড় ও বাজুতে ধরে থাকে সেটার কারণে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, “এটি খুলে ফেল, কারণ, এটি তোমার বাতের ধরা আরো বাড়িয়ে দিবে। যে অবস্থায় এ জিনিসটি তোমার হাতে আছে সে অবস্থায় যদি

[192] মুসনাদে আহমাদ, ৪/১৫৪; মুস্তাদরাকে হাকিম, ৪/২১৬। হাসান সনদে।

[193] মুসনাদে আহমাদ ৪/১৫৬; মুস্তাদরাকে হাকিম, ৪/২১৯। সহীহ সনদে।

তুমি মারা যাও, তাহলে তুমি কখনোই সফলকাম হতে পারবে না।” (অর্থাৎ জান্নাতে যেতে পারবে না)[194]।

وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তির হাত থেকে ‘সুতা’ কেটে ফেলেন। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন- “আর তাদের অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আনে তবে তারা মুশরিক”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৬] সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর রহ. বলেন, যে ব্যক্তি কোন মানুষের হাত থেকে তাবিজ কেটে ফেলে দেয়, সে যেন একটি দাস স্বাধীন করে দেয়ার মত সাওয়াব পেল।’ এটি মারফু‘[195] হাদীসের বিধান রাখে।

---

[194] মুসনাদে আহমাদ ৪/৪৪৫; ইবন মাজাহ ৩৫৩১; ইবন হিব্বান, ১৪১০।

[195] অর্থাৎ বর্ণনাটি সা‘ঈদ ইবন জুবাইর থেকে এসেছে। তাবেঈ কোনো বিষয়ে সওয়াবের কথা বলতে পারে না। তাই বর্ণনাটি তার কাছ থেকে আসলেও যেহেতু তিনি একজন গ্রহণযোগ্য তাবে‘ঈ। আর তাবে‘ঈ যখন কোনো সওয়াবের কথা বলে তখন সেটা রাসূলের কাছ থেকে কোনো না কোনো

কুরআন দ্বারা তাবিজের বিধান

প্রশ্ন: তাবিজ যদি কুরআন থেকে হয়, তার বিধান কী?

উত্তর: কতক মনীষী হতে বৈধ হওয়ার কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মনিষী এসবকে অবৈধ বলেছেন। তারা হলেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাকিম, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ও তার সঙ্গীরা। এটিই হল, উত্তম। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবিজ লাগানো যে নিষেধটি করেন, তা হল ব্যাপক। এ ছাড়া এ বিষয়ে কোন মারফু‘[196] বর্ণনা না থাকা ও কুরআনকে অবমূল্যায়ন থেকে রক্ষা করা। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি গলায় তাবিজ ঝুলায়, তখন দেখা যায় সে অপবিত্র। অথবা যাতে অন্যরা তার কারণে তাবিজ লটকানোর প্রতি আকৃষ্ট না হয়। মানুষ যাতে খারাপ বিশ্বাস করতে না পারে

মাধ্যমেই শুনে বলে থাকবেন। তাই এটি রাসূলের হাদীসের মতই হয়ে গেল। এটাই এখানে মারফূ‘ দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [সম্পাদক]

[196] অর্থাৎ কুরআন দিয়ে তাবিজ দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো বর্ণনা আসে নি। আর সাহাবীগণের মধ্যে অধিকাংশ থেকে নিষেধ-ই বর্ণিত হয়েছে। দু’ একটি বর্ণনা কোনো কোনো সাহাবী থেকে থাকলেও সেগুলোর অন্য অর্থ করা সম্ভব। তাছাড়া অধিকাংশ সাহাবীর কথার বিপরীত। তাই কুরআনকে তাবিজের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। [সম্পাদক]

এবং অন্তর যাতে গাইরুল্লাহর দিকে ধাবিত না হয় বিশেষ করে এ যুগে তাবিজ থেকে বিরত থাকাই অতি উত্তম।

গণকদের বিধান

প্রশ্ন: গণকদের বিধান কী?

উত্তর: গণকগণ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। তারা শয়তানের বন্ধু যারা তাদের বন্ধু গণকদের প্রতি গোপনে বার্তা পাঠায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَـٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١ ﴾ [الانعام: ١٢١]

“নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।” [সূরা আন‘আম, আয়াত: ১২১]

শয়তানরা গণকদের কাছে অবতীর্ণ হয়, তাদের নিকট আসে এবং (চুরি করে ফেরেশতাদের কথা থেকে) যা শুনেছে তা জানায় এবং তার সাথে একশটি মিথ্যা মেশায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ ﴾ [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٣]

“আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব, কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যবাদী।” [সূরা শু‘আরা, আয়াত: ২২১, ২২৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা বর্ণনায় যে হাদীস বলেছেন তাতে বলেন,

« فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة الحديث في الصحيح بكماله »

“তারপর কান-চোরা আসমানে কি ফায়সালা হয় তা শোনে, তারপর আরেক জন কান-চোরা এভাবে একটার উপর একটা থাকে। সে তার নিচের কান-চোরাকে বলে, তারপর সে তার নীচের কান-চোরাকে বলে। এভাবে বলতে বলতে গণক অথবা

জাদুকর পর্যন্ত পৌঁছে। কখনো কখনো তারা কথা জানানোর পূর্বে উল্কাপিণ্ড তাদের আক্রান্ত করে, আবার কখনো তারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কিছু কথা ছেড়ে দেয়। তারপর (যারা তা শুনেছে) তারা নিজের থেকে তার সাথে আরও একশ মিথ্যা কথা চালিয়ে দেয়।”[197] হাদিসটি সহীহ বুখারিতে পরিপূর্ণ রূপে বর্ণিত।

যে ব্যক্তি গণককে বিশ্বাস করে তার বিধান

প্রশ্ন: যারা গণককে বিশ্বাস করে তাদের বিধান কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ ٦٥ ﴾ [النمل: ٦٥]

“বল, ‘আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না।” [সূরা নামাল, আয়াত: ৬৫]

﴿ ۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ ٥٩ ﴾ [الانعام: ٥٩]

“আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ

---

[197] বুখারী, হাদীস নং ৪৮০০।

বিষয়ে কেউ জানে না।” [সূরা আ‘নআম, আয়াত: ৫৯]

﴿ أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ ٤١ ﴾ [الطور: ٤١]

“নাকি তাদের কাছে আছে গায়েবের জ্ঞান, যা তারা লিখছে?” [সূরা তুর, আয়াত: ৪১]

﴿ أَعِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡغَيۡبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ٣٥ ﴾ [النجم: ٣٥]

“তার কাছে কি আছে গায়েবের জ্ঞান যে, সে দেখছে?” [সূরা নজম, আয়াত: ৩৫]

﴿ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦ ﴾ [البقرة: ٢١٦]

“আল্লাহ তা‘আলা জানেন, আর তোমরা জানো না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم »

“যে ব্যক্তি কোন জাদুকর অথবা গণকের কাছে আসল, তারপর সে যা যা বলল, তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যা নাযিল করা হল তার সাথে কুফরি করল।”[198]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما »

“যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে কোন কিছু জানার জন্য জিজ্ঞাসা করল এবং সে যা যা বলল, তা বিশ্বাস করল, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না।[199]”

---

[198] মুসনাদে আহমাদ ২/৪২৯; বাইহাকী, ৮/১৩৫; মুস্তাদরাকে হাকিম ১/৮।

[199] মুসনাদে আহমাদ ৪/৬৮, ৫/৩৮০; এ বর্ণনার বাইরে ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করেন, হাদীস নং ২২৩০। তবে ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় হাদীসের শব্দ হচ্ছে,

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, “গণকদের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলেই তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না।” এখানে গণকদের কথা সত্যায়ণ করার কথা বলা হয় নি, তার কারণ সম্ভবত এই যে, গণকদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করলে তো তার ঈমান থাকবে না, যেমনটি পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সালাত কবুল হওয়ার প্রশ্ন ই আসে না। সুতরাং ইমাম

জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধান

প্রশ্ন: জ্যোতিষশাস্ত্র (গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে শুভাশুভ নির্ণয় বিদ্যা) -এর বিধান কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهۡتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۗ ﴾ [الانعام: ٩٧]

“আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তারকারাজি, যাতে তোমরা এ দ্বারা পথপ্রাপ্ত হও স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে।” [সূরা আনআম, আয়াত: ৯৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومٗا لِّلشَّيَٰطِينِۖ﴾ [الملك: ٥]

মুসলিমের বর্ণিত হাদীসের শব্দগুলো বেশি শক্তিশালী। গ্রন্থকারের উল্লেখিত শব্দগুলো মুসনাদে আহমাদের এসেছে, সেটার অর্থ সম্ভবত: এই যে, যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে তাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে, তার প্রতি বিশ্বাস করল, তার ঈমান চলে গেলেও তারপর যদি পুনরায় ঈমান আনয়ন করে তারপরও তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না। এ যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ; কারণ সে ঈমানদার হয়ে কুফরী ও শির্কী কাজটি জানার পরও এটা কেন করতে গেল? [সম্পাদক]

“আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছি”। [সূরা ইসরা, আয়াত: ৬১]

﴿وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتُۢ بِأَمۡرِهِۦٓۚ﴾ [النحل: ١٢]

“এবং তারকাসমূহও তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত।” [সূরা নাহাল, আয়াত: ৬১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»

“যে ব্যক্তি নক্ষত্র থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করল, সে যেন জাদু থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করল। তারপর যত বাড়াবে, ততই বাড়বে।”[200]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة »

---

[200] আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৯০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩৭২৬।

“আমি আমার উম্মতের উপর নক্ষত্রকে বিশ্বাস করা, তাকদীরকে অবিশ্বাস করা এবং শাসকদের অত্যাচারকে ভয় করি।”[201]

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সব লোক সম্পর্কে বলেন, যারা আব্‌জাদের হিসাব লিখে এবং নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে শুভাশুভ কথা বলে:

« ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق »

“যারা এ সব কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট কোন অংশ নেই।”[202]

কাতাদা রহ. বলেন,

خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها ،فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به

আল্লাহ তা‘আলা এ সব নক্ষত্রসমূহকে তিন কারণে সৃষ্টি করেছেন:

---

[201] হাইসামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ, ৭/২০৩। হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

[202] আব্দুর রাযযাক, মুসান্নাফ, ১১/১৯৮০৫; ইবন আবি শাইবাহ, মুসান্নাফ, ৮/৪১৪। সহীহ সনদে বর্ণিত।

আসমানের সৌন্দর্য, শয়তানকে নিক্ষেপ করার জন্য এবং পথ দেখানোর জন্য। যে ব্যক্তি এর বাইরে কোনো ব্যাখ্যা দেয়, সে অবশ্যই তার (ঈমানের) অংশকে নষ্ট করল, তার হিস্যা হারিয়ে ফেলল এবং যে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কথা বলার কষ্ট করল[203]।

নক্ষত্রের বিচরণ দ্বারা বৃষ্টি হওয়া বা না-হওয়া নির্ধারণ করার বিধান

প্রশ্ন: নক্ষত্রের বিচরণ দ্বারা বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়া নির্ধারণ করার বিধান কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَتَجۡعَلُونَ رِزۡقَكُمۡ أَنَّكُمۡ تُكَذِّبُونَ ۝٨٢ ﴾ [الواقعة: ٨٢]

“আর তোমরা তোমাদের রিযক বানিয়ে নিয়েছ যে, তোমরা মিথ্যারোপ করবে।” [সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত: ৮২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[203] সুয়ূতী, দুর্‌রুল মানসূর, ৩/৪৩।

« أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ،والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء ،والنياحة »

“চারটি জিনিস আমার উম্মতের মধ্যে জাহিলিয়াতের স্বভাব, তারা তা ছাড়বে না: বংশের অহংকার, কারো বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা, তারকার বিচরণ দ্বারা বৃষ্টি নির্ধারণ, আর মৃত ব্যক্তির উপর উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি করা।”[204]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،فأما من قال مطرنا بفضل الله ،فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب »

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দাদের থেকে কিছু আমার উপর ঈমান রেখে আর কিছু কাফের অবস্থায় সকালে উপনীত হলো। যে বলল, আমরা আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি লাভ করলাম, সে আমার উপর ঈমান আনল আর নক্ষত্রের প্রভাবকে অস্বীকার করল। আর যে বলল, আমরা নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি লাভ করলাম, সে আমার সাথে কুফরি করল এবং নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস

[204] মুসলিম, হাদীস নং-৯৩৪।

করল।[205]”

অশুভ লক্ষণ নেয়া ও তার বিধান

প্রশ্ন: অশুভ লক্ষণ নেয়ার বিধান কি এবং তা দূর করার উপায় কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [الاعراف: ١٣١]

“তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহর কাছে।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৩১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر »

“ইসলামে ছোঁয়াচে নেই, অশুভ লক্ষণ নেই, মৃত মানুষের মাথার খুলি, কিংবা রাতে কোনো পাখির দ্বারা কু লক্ষণ নেই ও সফর

[205] বুখারী, হাদীস নং ৮৪৬, ১০৩৮; মুসলিম, হাদীস নং ৭১।

মাসের মধ্যেও খারাপ কিছু নেই।”[206]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« الطيرة شرك الطيرة شرك »

“কুলক্ষণ নেয়া শির্ক, কুলক্ষণ নেয়া শির্ক।”[207] আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل

‘আমাদের মধ্যে অনেকেরই তা আসে, তবে তাওয়াককুল দ্বারা আল্লাহ তা দূর করে দেন।’

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك »

অশুভ লক্ষণ হিসেবে সেটাই ধর্তব্য হবে, যা তোমাকে কোনো

---

[206] বুখারী, হাদীস নং ৫৭০৭; মুসলিম, হাদীস নং ২২২০।

[207] মুসনাদে আহমাদ ১/৩৮৯, ৪৩৮, ৪৪০; বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, ৯০৯; আবু দাউদ ৩৯১০; তিরমিযী, ১৬১৪; ইবন মাজাহ ৩৫৩৮। সহীহ সনদে।

কাজে উদ্ধুদ্ধ করে বা তোমাকে কোনো কাজ থেকে বিরত রাখে।”[208]

ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর হতে হাদিস বর্ণনা করেন, তাতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللّٰهُمَّ لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك »

“কুলক্ষণ নেয়ার কারণে যে কেউ তার প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকল, সে শির্ক করল।” সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাফফারা কী? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এটা বলা যে, - হে আল্লাহ কোনো কল্যাণ নেই তোমার কল্যাণ ছাড়া, আর কোনো কুলক্ষণ নেই, তুমি না লিখলে, আর তুমি ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই।”[209]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«أصدقها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدا ما يكره فليقل اللّٰهُمَّ لا يأتي

---

[208] মুসনাদে আহমাদ ১/২১৩। এর সনদ দুর্বল।

[209] মুসনাদে আহমাদ ২/২২০; ইবনুস সুন্নী, ২৯৩। সহীহ সনদে।

بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك »

“এ মধ্যে উত্তম হচ্ছে, ভালো লক্ষণ গ্রহণ করা; যা কোনো মুসলিমকে কাজ থেকে বিরত রাখে না। সুতরাং যখন কোনো মানুষ কোনো খারাপ কিছু দেখে, সে যেন এ কথা বলে, ‘হে আল্লাহ ভালো সবকিছু একমাত্র তোমার কাছ থেকেই আসে। আর খারাপসমূহ একমাত্র তুমিই প্রতিহত কর। আমাদের কোন শক্তি বা উপায় নেই তুমি ছাড়া।”[210]

নজর বা চোখ-লাগার বিধান

প্রশ্ন: নজর বা চোখ-লাগার বিধান কী?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«العين حق»

“নজর বা চোখ লাগার বিষয়টি সত্য”[211]।

---

[210] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯১৯; বাইহাকী, ৮/১৩৯; ইবনুস-সুন্নী, ২৯৪। তবে এর সনদ দুর্বল।

[211] বুখারী, হাদীস নং ৫৭৪০, ৫৯৪৪; মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৭।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মেয়ের চেহারা বিবর্ণ ও হলুদবর্ণ দেখে বললেন,

«استرقوا لها فإن بها النظرة »

“তোমরা এর জন্য ঝাড়-ফুক কর, কারণ তার নজর লেগেছে।”[212]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘নজর’ বা ‘চোখ লাগা’ থেকে ঝাড়-ফুক বা চিকিৎসা করার নির্দেশ দেন।[213]”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لا رقية إلا من عين أو حمة »

---

[212] বুখারী, হাদীস নং ৫৭৩৯; মুসলিম, হাদীস নং ২১৯৭।

[213] বুখারী, হাদীস নং ৫৭৩৮ ; মুসলি, হাদীস নং ২১৯৫।

“একমাত্র চোখ লাগা বা বিচ্ছুর দংশন ছাড়া কোনো কিছুর জন্য ঝাড়-ফুক নেই।”[214] উল্লেখিত সব কটি হাদিস সহীহতে বর্ণিত, আর এতে এগুলো ছাড়াও আরও অনেক হাদিস রয়েছে। চোখ লাগার প্রতিক্রিয়া হওয়াটিও একমাত্র আল্লাহর অনুমতিতে হয়ে থাকে[215]। সালাফে সালেহীন তথা উম্মতের উত্তম পূর্বসূরীদের অনেকেই আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبۡصَٰرِهِمۡ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكۡرَ﴾ [القلم: ٥١]

“আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলবে।” [সূরা আল কলম, আয়াত: ৫১] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত হাদীসসমূহ দিয়ে তাফসীর করেছেন।

---

214 বুখারী, হাদীস নং ৫৭০৫; মুসলিম, হাদীস নং ২২০।

215 অর্থাৎ চোখ লাগার বিষয়টি শুধু মানুষের ক্ষমতায় হয় না, তার প্রভাবটি আল্লাহর ইরাদা কাওনিয়্যা বা সার্বিক ইচ্ছার অধীন। [সম্পাদক]

গুনাহের বর্ণনা

প্রশ্ন: গুনাহসমূহ কত প্রকার?

উত্তর: গুনাহ দুই প্রকার:

এক: ছগীরা গুনাহ যে গুলোকে সাইয়েআ (খারাপ বস্তু/বিষয়) বলা হয়ে থাকে দুই: কবিরা গুনাহ যে গুলোকে মুবেকাত (বা ধ্বংসাত্মক) বলা হয়ে থাকে।

যে সব আমল দ্বারা ছগীরা গুনাহের কাফফারা হয়

প্রশ্ন: কোন সব আমল দ্বারা ছগীরা গুনাহের কাফফারা হয়?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُم مُّدۡخَلٗا كَرِيمٗا ٣١﴾ [النساء: ٣١]

"তোমরা যদি সেসব কবীরা গুনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব সম্মানজনক

প্রবেশস্থলে।” [সূরা নিসা, আয়াত: ৩১]

﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ١١٤ ﴾ [هود: ١١٤]

“নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১১৪]

এখানে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জানিয়ে দেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কবিরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে এবং নেক আমলসমূহ করে, এতে তার গুনাহসমূহ দূর হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«واتبع السيئة الحسنة تمحها»

“খারাপ কাজের পর ভালো কাজ কর, ভালো কাজ মন্দকে মিটিয়ে দেবে।”[216]

এ ছাড়াও বিশুদ্ধ হাদিসসমূহে বর্ণিত কষ্টের সময়/কষ্টকর অবস্থায়/কষ্টকরভাবে ওজুর পানি পৌঁছানো, মসজিদের যাতায়াত

---

[216] মুসনাদে আহমাদ ৫/১৩৫, ১৫৮, ১৭৭, ২২৮; তিরমিযী, ১৯৮৭; মুস্তাদরাকে হাকিম, ১/৫৪।

করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ, এক রমজান থেকে আরেক রমজান, কদর রজনীতে ইবাদত করা, আশুরার দিন রোজা রাখা ইত্যাদি ইবাদতসমূহ সগীরা গুনাহের জন্য কাফফারা। তবে অধিকাংশ হাদিসে তার জন্য কবিরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকাকে শর্ত করা হয়েছে। সুতরাং সগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য অবশ্যই কবিরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকতে হবে; তারপর সগীরা গুণাহ হতে পারে নেক আমলের কারণে মাফ করা হবে, অথবা নেক আমল বাদেই তিনি তা মাফ করবেন।

কবিরা গুনাহের সংজ্ঞা

প্রশ্ন: কবিরা গুনাহ কী?

উত্তর: কবিরা গুনাহের সংজ্ঞা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একাধিক মতামত দেন। কেউ কেউ বলেন, ঐ সব গুনাহ যে গুনাহের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, যে সব গুনাহের কারণে অভিশাপ দেয়া এবং ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে অথবা যে কোন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারও কারও মতে, ঐ সব গুনাহ যেগুলো দ্বীনের প্রতি গুরুত্বহীনতা ও ভ্রুক্ষেপ না করা এবং আল্লাহর ভয় কম হওয়াকে বুঝায়। এ ছাড়াও আরও একাধিক

সংজ্ঞা রয়েছে। বিশুদ্ধ হাদিসসমূহে অনেক গুনাহকে কবিরা গুনাহ বলে নামকরণ করা হয়েছে। কিছু কবিরা গুনাহ আছে, যেগুলো বড় কুফর। যেমন আল্লাহর সাথে শির্ক করা, জাদু করা। আবার কিছু আছে মারাত্মক কবিরা গুনাহ ও বড় ধরনের অশ্লীলতা। এ প্রকারের কবিরা গুনাহ উপরের কবিরা গুনাহের তুলনায় ছোট। যেমন, এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা, যাকে হত্যা করার নির্দেশ শরী'আত দেয় নি। যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, মিথ্যা কথা বলা, পবিত্রা মুমিন নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, মদ্যপান করা, মাতা-পিতার নাফরমানি করা ইত্যাদি।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "কবীরাহ গুনাহ সাতটি হওয়া থেকে সত্তরটি হওয়ার অধিক কাছাকাছি।"[217] আর যে ব্যক্তি যে সব গুনাহের উপর কবিরা গুনাহ ব্যবহার করা হয়েছে, তা অনুসন্ধান করবে সে সত্তরটির বেশি খুঁজে পাবে। তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে, যদি কবিরাগুনাহ অনুসন্ধান করতে গিয়ে, ঐ সব গুনাহগুলোর অনুসন্ধান করে যেগুলোর উপর কুরআন ও হাদিসে হুমকি, ধমকি, হুশিয়ারি ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করা হয়েছে, তাহলে সে দেখতে পাবে কবিরা গুনাহের সংখ্যা

[217] আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১০/১৯৭০২; তাফসীর তাবারী, ৫/২৭।

আরও অনেক।

যে আমল কবীরাহ গুনাহ ও ছগীরাহ গুণাহকে দূরীভূত করে

উত্তর: খালেস তাওবা দ্বারা সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ٨ ﴾ [التحريم: ٨]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত” [সূরা তাহরীম, আয়াত: ৮]

এখানে “আশা করা যায়” এর অর্থ, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ ﴾ [الفرقان: ٦٩]

“তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৯] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٥ أُوْلَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ١٣٦﴾ [ال عمران: ١٣٥، ١٣٦]

“আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে ? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না। এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!” [সূরা ফুরকান, আয়াত: ১৩৬]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« التوبة تجب ما قبلها »

“তাওবা তার অতীতের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়।” [218]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش ،أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده»

“আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দার তাওবাতে সে লোকের চেয়ে অধিক খুশি হয়, যে লোক কোন এক উপত্যকায় অবতরণ করল, যেখানে বিপদ আর বিপদ ছাড়া কিছুই নেই। তার সাথে একটি সাওয়ারী ছিল যার উপর খাদ্য বস্তু ও পানীয় ছিল। লোকটি সব কিছু রেখে একটু ঘুমাইল। ঘুম থেকে উঠে দেখে, তার আরোহণটি আর নেই। তখন সে ক্ষুধা ও পানির পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়ল বা আল্লাহ যা তার ভাগ্যে রাখল তাই হল। লোকটি মনে মনে বলল, এখন

[218] এ ধরনের কোনো হাদীসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। [সম্পাদক]

আর কি করার আমি আমার পূর্বের স্থানে ফিরে যাব। তারপর সে আবার কিছুক্ষণ ঘুমালো। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেল, তার সওয়ারী তার মাথার পাশে।”[219]

তাওবায়ে নুসুহার সংজ্ঞা

প্রশ্ন: তাওবায়ে নুসুহা কী?

উত্তর: তাওবায়ে নুসুহা হল, সত্যিকার তাওবা যার মধ্যে তিনটি শর্ত পাওয়া যায়। গুনাহ হতে সম্পূর্ণ ফিরে যাওয়া, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার উপর লজ্জিত হওয়া, দ্বিতীয়বার সে গুনাহ না করার অঙ্গীকার করা। আর যদি গুনাহের সম্পর্ক কোন মুসলিম ব্যক্তির হকের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তা হলে তার সমাধান সে ব্যক্তি থেকে করে নিতে হবে। কারণ, যদি দুনিয়াতে এ নিষ্পত্তি না হয়, তা হলে কিয়ামতের দিন তার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং অবশ্যই তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। আর এটি এমন একটি অপরাধ আল্লাহ তা‘আলা তা থেকে একটুও ছাড় দেবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه

---

[219] বুখারী, হাদীস নং ৬৩০৮; মুসলিম, হাদীস নং ২৭৪৪।

فطرحت عليه »

“যদি তোমাদের কারো নিকট তোমার অপর ভাই কোনো পাওনা থাকে তাহলে সে যেন সেদিন আসার পূর্বে অর্থাৎ যেদিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না এ দুনিয়াতে সমাধান করে নেয়। অন্যথায় সেদিন যদি তার নেক আমল থাকে, তাহলে তার নেক আমল দিয়ে তার পাওনা পরিশোধ করা হবে, আর যদি নেক আমল না থাকে তাহলে তার বদ আমলগুলো নিয়ে তার উপর চাপানো হবে।”[220]

একজন মানুষের ক্ষেত্রে কখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়

প্রশ্ন: প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে কখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧ ﴾ [النساء: ١٧]

“নিশ্চয় তাওবা কবূল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা

[220] বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩৪; মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮১।

অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা নিসা, আয়াত: ১৭]

সমস্ত সাহাবীরা এ কথার উপর একমত যে, যে অপরাধে জড়িত হওয়া দ্বারা মানুষ আল্লাহর নাফরমানি করে, এগুলো সবই অজ্ঞতা চাই ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক। যখন তাওবা করবে আল্লাহ তা'আলা তাওবা করার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আয়াতে যে নিকটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে তাকে নিকটই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»

“আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা তখন পর্যন্ত কবুল করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার গড়গড়া (মৃত্যুর পূর্বেকার শ্বাস-প্রশ্বাস) আরম্ভ না হবে। এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

আর যখন সে মওতের ফেরেশতা দেখতে পাবে এবং বক্ষের মধ্যে রুহ বের হওয়ার উপক্রম হবে এবং মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হবে, আর আত্মা আলজিব পর্যন্ত উঠে আসবে, তখন তার তাওবা কবুল করা

হবে না। বাঁচার কোনো উপায় নেই, নাজাতের কোনো সুযোগ নেই। ﴿وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۝٣﴾ [ص: ٣] "আর তখন কোনো বাঁচার জায়গা নেই"। [সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ৩] আল্লাহ তা'আলা পূর্বোক্ত সুরা আন-নিসা: ১৭ নং আয়াতের পরবর্তী আয়াতে বলেন,

﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌۚ أُوْلَـٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٨﴾ [النساء: ١٨]

"আর তাওবা নেই তাদের, যারা অন্যায় কাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে, আমি এখন তাওবা করলাম, আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়; আমি এদের জন্যই তৈরী করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" [সূরা নিসা, আয়াত: ১৮]

দুনিয়ার জীবন থেকে তাওবার সুযোগ বন্ধ হওয়ার সময়

প্রশ্ন: দুনিয়ার জীবন থেকে তাওবার সুযোগ বন্ধ হওয়ার সময় কখন?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَوۡمَ يَأۡتِي بَعۡضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفۡسًا إِيمَٰنُهَا لَمۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ أَوۡ كَسَبَتۡ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيۡرٗاۗ ١٥٨ ﴾ [الانعام: ١٥٨]

“যেদিন তোমার রবের আয়াতসমূহের কিছু প্রকাশ পাবে, সেদিন কোন ব্যক্তিরই তার ঈমান উপকারে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি, কিংবা সে তার ঈমানে কোন কল্যাণ অর্জন করেনি। বল, ‘তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি।” [সূরা আন‘আম, আয়াত: ১৫৮]

সহীহ বুখারিতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها » ثم قرأ الآية

“যত দিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে না, ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। আর যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে তখন লোকেরা দেখতে পাবে এবং সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু সেদিন “তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসবে না।”

[সূর আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৮] তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।"[221]

আর এ বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের থেকে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত আছে, যার অধিকাংশই হাদীসের মৌল কিতাবসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে।

সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

« إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه »

"আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিকে তাওবার একটি দরজা খুলে, যার আয়তন হচ্ছে, সত্তর বছরের পথ। যত দিন পর্যন্ত পশ্চিম থেকে সূর্য উদয় হবে না, ততদিন পর্যন্ত এ দরজা কখনো বন্ধ করা হবে না।[222]" হাদীসটি ইমাম তিরমিযি তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। আর নাসায়ী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে ইবন মাজাও

---

[221] বুখারী, হাদীস নং ৪৬৩৬; মুসলিম, হাদীস নং ১৫৭।

[222] মুসনাদে আহমাদ ৪/২৪০; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৩৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০৭০; তিরমিযী বলেন, এটি একটি হাসান সহীহ হাদীস।

লম্বা এক হাদীসে এ অংশ উল্লেখ করেছেন।

একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি কবিরা গুনাহ করে মারা যায় তার বিধান

প্রশ্ন: একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি কবিরা গুনাহ করে করে মারা যায়, তবে তার বিধান কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧ ﴾ [الانبياء: ٤٧]

“আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কারো কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৪৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّۚ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٨ وَمَنۡ

خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظۡلِمُونَ ٩ ﴾ [الاعراف: ٨، ٩]

"আর সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেই সব লোক, যারা নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (অস্বীকার করার মাধ্যমে) যুল্‌ম করত"। [সূরা আরাফ, আয়াত: ৮, ৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٖ مُّحۡضَرٗا وَمَا عَمِلَتۡ مِن سُوٓءٖ ٣٠ ﴾ [ال عمران: ٣٠]

"যেদিন প্রত্যেকে উপস্থিত পাবে যে ভাল আমল সে করেছে এবং যে মন্দ আমল সে করেছে তা।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ۞يَوۡمَ تَأۡتِي كُلُّ نَفۡسٖ تُجَٰدِلُ عَن نَّفۡسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١١١ ﴾ [النحل: ١١١]

“(স্মরণ কর সে দিনের কথা) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে ব্যক্তি সে যা আমল করেছে তা পরিপূর্ণরূপে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলম করা হবে না।” [সূরা নাহাল, আয়াত: ১১১] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٨١ ﴾ [البقرة: ٢٨١]

“আর তোমরা সে দিনের ভয় কর, যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের যুলম করা হবে না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮১] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ ٦ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨ ﴾ [الزلزلة: ٦، ٨]

“সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়ে আসবে যাতে দেখানো যায় তাদেরকে তাদের নিজদের কৃতকর্ম। আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে। অতএব, কেউ অণু পরিমাণ

ভালকাজ করলে তা সে দেখবে,” [সূরা যিলযাল, আয়াত: ৮, ৬] এ ছাড়াও এ বিষয়ের উপর আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من نوقش الحساب عذب »

“যাকে হিসাবে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাকে আযাব দেয়া হবে”।

তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা কি বলেননি যে তাদের সহজ হিসাব নেয়া হবে।” তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

« بلى إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب »

“অবশ্যই হ্যাঁ, আর তা হল, পেশ করা তবে যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তাকে আযাব দেয়া হবে।”[223]

উপরে আমরা হাশর, নশর, হাশরের মাঠের অবস্থান, মীযান, হিসাব, নিকাস, পুলসিরাত ও সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা

---

[223] বুখারী, হাদীস নং ১০৩, মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৬।

করছি, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহর ইবাদত বা নাফরমানিতে বিভিন্ন শ্রেণী হওয়ার কারণে আখিরাতেও মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর হবে এবং তাদের অবস্থার পার্থক্য হবে। আখিরাতের কতক লোক যারা প্রতিযোগিতায় অগ্রসর, আবার কতক হবে যারা মাঝামাঝি থাকবে, আবার কতক হবে যারা তাদের নিজেদের উপর হবে অত্যাচারী। যখন তুমি বিষয়টি জানতে পারলে মনে রাখবে, কুরআনের আয়াতসমূহ, নবীর সুন্নাত, প্রথম যুগের সালাফে সালেহীন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন, মুফাচ্ছির ও মুহাদ্দিস প্রমুখদের ব্যাখ্যা ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাওহীদে বিশ্বাসী গুনাহগার মুমিনরা তিনটি স্তরে বিভক্ত:-

প্রথম স্তর: যাদের নেক আমলসমূহ তাদের গুনাহের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। এরা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের কখনোই জাহান্নামের আগুণ স্পর্শ করবে না।

দ্বিতীয় স্তর: যাদের নেক ও বদ উভয়টি সমান সমান হবে। জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যে আমল দরকার তা তাদের না থাকায় তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আবার তাদের নেক আমল তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। এরা হল, আ‘রাফবাসী, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন

যে, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে ততদিন অবস্থান করবে যত দিন আল্লাহ তা‘আলা তাদের অবস্থান করতে বলবেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ এবং সেখানে তারা পরস্পরকে আহ্বান জানানোর সংবাদ দেয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা আ‘রাফবাসীদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّۢا بِسِيمَىٰهُمْۚ وَنَادَوْاْ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝٤٦ ۞وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٤٧ ...ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۝٤٩ ﴾ [الاعراف: ٤٦، ٤٩]

“আর তাদের মধ্যে থাকবে পর্দা এবং আ‘রাফের উপর থাকবে কিছু লোক, যারা প্রত্যেককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে। আর তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডাকবে যে, ‘তোমাদের উপর সালাম’। তারা (এখনো) তাতে প্রবেশ করেনি তবে তারা আশা করবে। আর যখন তাদের দৃষ্টিকে আগুনের অধিবাসীদের প্রতি ফেরানো হবে, তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে যালিম কওমের

অন্তর্ভুক্ত করবেন না’। .... তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না’।” [সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৪৬, ৪৯]

তৃতীয় স্তর: ঐ সব লোক যারা কবিরা গুনাহ, অশ্লীল কাজ, অন্যায় অপরাধে জড়িত থাকা অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাত করবে। তবে তাদের সাথে মূল তাওহীদ ও ঈমান রয়েছে। কিন্তু তাদের গুনাহসমূহ নেক আমলের উপর প্রাধান্য পেয়ে যাবে, ফলে তাদের অপরাধ অনুযায়ী তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের কাউকে আগুন পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত স্পর্শ করবে, আবার কাউকে নলা পর্যন্ত, আবার কাউকে সিনা পর্যন্ত, এমনকি কোনো কোনো ব্যক্তি এমন হবে যে, তাদের একমাত্র সেজদার অঙ্গ ছাড়া বাকী সবকিছু জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। এ প্রকারের লোকদের বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবী রাসূল, আল্লাহর অলি, ফেরেশতা ও যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা সম্মান দেয়ার উপযোগী মনে করেন তাদের সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। তারপর তাদের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে, তারা তাদের জন্য নির্ধারিত

সীমা অনুযায়ী তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন। তারপর আবার তাদের জন্য সীমা নির্ধারণ করা হবে, তারা তাদের জন্য নির্ধারিত সীমা অনুযায়ী মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন। এ ভাবে চলতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবে, তারপর যার অন্তরে অর্ধেক দীনার পরিমাণ ঈমান থাকতে তাকে বের করে নিয়ে আসবে, তারপর যার অন্তরে একটি গমের বীজ পরিমাণ ঈমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারপর যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবে। এমনকি যার অন্তরে অর্ধ বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবে। এর পর যারা সুপারিশকারী তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা জাহান্নামে আর কোন ভালোকে ছাড়ি নি। তাওহীদের উপর বিশ্বাস করে মারা যাবে এমন কোন লোক জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না, সে যত অপরাধই করুক না কেন। তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈমানের দিক দিয়ে যত বেশি শক্তিশালী হবে এবং তার গুনাহ

কম হবে, সে জাহান্নামে শাস্তি কম ভোগ করবে এবং জাহান্নামে কম সময় অবস্থান করবে। সে জাহান্নাম থেকে খুব তাড়াতাড়ি বের হতে পারবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈমানের দিক দিয়ে যত বেশি দুর্বল হবে এবং তার গুনাহ বেশি হবে, তাকে অবশ্যই জাহান্নামে বেশি অবস্থান করতে হবে এবং অধিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ বিষয়ের উপর হাদিস অসংখ্য, এ দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه »

“যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই) বলবে, তা কোনো না কোনো দিন তার উপকারে আসবে। এর পূর্বে (কষ্ট-মুসিবত) যা লাভ করার তা লাভ করার পরে।”[224]

মনে রাখতে হবে, এটি এমন একটি বিষয়, অনেকেই বিষয়টি নিয়ে হোঁচট খেয়েছে এবং পথহারা হয়েছে। তারা এ বিষয়গুলো নিয়ে অনেক ইখতেলাফ করেছে। তারপর

---

[224] বাইহাকী, শু‘আবুল ঈমান ১/৫৬; আবু নু‘আইম, ৫/৪৬। আল-আলবানী, আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৯৩২।

﴿فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ٢١٣﴾ [البقرة: ٢١٣]

“আল্লাহ তা‘আলা যারা ঈমান এনেছেন, তাদের মতানৈক্য বিষয়ে হকের পথ দেখান। আর আল্লাহ তা‘আলা যাকে চান তাকে সঠিক পথের দিকে হেদায়েত দেন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৩]

শাস্তি ভোগ করা গুনাহের কাফফারা

প্রশ্ন: শাস্তি দেয়া গুনাহের কাফফারা হবে কিনা?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আস পাশে অনেক সাহাবীরা বসা থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ،ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه ،وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك قال عبادة: فبايعناه على ذلك .»

অর্থ: তোমারা এ শর্তে আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর, তোমরা

আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তোমরা কাউকে সরাসরি অপবাদ দেবে না, কোন ভালো কাজের বিরোধিতা করবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিষয়গুলো যথাযথ পালন করবে সে অবশ্যই আল্লাহর নিকট বিনিময় পাবে। আর যে ব্যক্তি এ ধরনের কোন বিষয়ে আক্রান্ত হয়, তারপর আল্লাহ তা'আলা তা গোপন করে, তখন তার বিষয়টি আল্লাহর দিকে সোপর্দ। আল্লাহ চাহেতো ক্ষমা করে দেবেন, আর যদি চান তিনি তাকে শাস্তি দেবেন।" অর্থাৎ শির্ক ছাড়া। 'উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এ কথার উপর তার হতে বাইয়াত গ্রহণ করি।"[225]

আল্লাহ গুনাহগারদের শাস্তি দেবেন, এ হাদিস এবং ক্ষমার হাদিস, উভয়ের বিরোধ নিষ্পত্তি

প্রশ্ন: আল্লাহ গুনাহগারদের শাস্তি দেবেন, এ হাদিস এবং ক্ষমার হাদিস অর্থাৎ আল্লাহ চাহেতো ক্ষমা করে দেবেন, আর যদি চান তিনি তাকে শাস্তি দেবেন এবং পূর্বে উল্লেখিত হাদিস যাদের গুনাহ নেকির তুলনায় বেশি হবে, তারা জাহান্নামে যাবে, উভয়ের

---

[225] বুখারী, হাদীস নং ৪৮৯৪, ৬৭৮৪; মুসলিম, হাদীস নং ১৭০৯।

বিরোধ নিষ্পত্তি কীভাবে সম্ভব?

উত্তর: উভয় হাদিসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যাকে ক্ষমা করে দেবেন, তার থেকে সহজ হিসাব নিবেন, যার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশ করা হবে বলে দিয়েছেন। তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه ،فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا ،وأنا أغفرها لك اليوم »

"কিয়ামতের দিন তোমাদের কেউ আল্লাহর নিকটবর্তী হবে, তখন আল্লাহ তাকে ঢেকে গোপন করে বলবেন, দুনিয়াতে তুমি এ কাজ ও কাজ করেছিলে, সে বলবে হ্যাঁ আমি করেছিলাম, তারপর আবার বলবে, দুনিয়াতে তুমি এ কাজ ও কাজ করেছিলে, সে বলবে হ্যাঁ, আমি করেছিলাম। এভাবে তিনি তার থেকে স্বীকৃতি আদায় করবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার জন্য তা গোপন করেছিলাম। আর আজকের দিনে আমি তোমাকে

ক্ষমা করে দিলাম।”[226]

আর যাদেরকে তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, তারা হল, ঐ সব লোক যাদেরকে হিসাব নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من نوقش الحساب عذب »

“যাকে হিসেবে প্রশ্ন করা হবে তাকে আযাব দেয়া হবে”[227]।

যে পথের পথিক হওয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নির্দেশ দেন এবং যে পথ ছাড়া অন্য কোন পথের আনুগত্য করতে আমাদের বারণ করেন সে সরল সোজা পথ

প্রশ্ন: যে পথের পথিক হওয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নির্দেশ দেন এবং যে পথ ছাড়া অন্য কোন পথের আনুগত্য করতে আমাদের বারণ করেন সে সরল সোজা পথ কী?

উত্তর: তা হল, ইসলাম যে ইসলাম দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা নবী ও

---

[226] বুখারী, হাদীস নং ২৪৪১; মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৮।

[227] বুখারী, হাদীস নং ১০৩; মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৬।

রাসূলদের দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু কারও থেকে গ্রহণ করেন নি। আর ইসলামের পথে না চললে কেউ নাজাত পাবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে, সে বিবিধ পথে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তার পথে পথে বিভ্রান্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ١٥٣ ﴾ [الانعام: ١٥٣]

"আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।" [সূরা আন'আম, আয়াত: ১৫৩]

অনুরূপভাবে,

«خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعوا إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل

فتفرق بكم عن سبيله »

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনে একটি সরল রেখা টানেন, তারপর তিনি বলেন, এটি হল, আল্লাহর সঠিক পথ। তারপর তিনি এ সরল রেখার ডানে ও বামে আরও অনেকগুলো রেখা টানেন, তারপর তিনি বলেন, এগুলো হল, বিভিন্ন রাস্তা। এ রাস্তাগুলোর প্রতিটির উপর শয়তান বসে আছে, সে মানুষকে তার দিকে আহ্বান করে[228]। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত এ আয়াত তিলাওয়াত করেন।”

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ﴾ [الانعام: ١٥٣]

“আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।” [সূরা

---

[228] মুসনাদে আহমাদ ১/৪৩৫, ৪৬৫; মুস্তাদরাকে হাকিম ২/৩১৮; ইবন হিব্বান, ১৭৪১, ১৭৪২, বাগভী, শারহুস সুন্নাহ, ১/১৯৬, ১৯৭; ইবন আবী আসেম, হাদীস নং ১৭। হাদীসটি হাসান।

আন‘আম, আয়াত: ১৫৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ،وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ،ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط ،فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله ،وذلك الداعي على رأسه الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم »

“আল্লাহ তা‘আলা সঠিক পথের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। সঠিক পথের দুই ধারে দুটি প্রাচীর তাতে রয়েছে অনেকগুলো খোলা দরজা এবং দরজাসমূহের উপর অনেক পর্দা। আর সঠিক পথের দরজার উপর একজন দা‘ঈ আহ্বানকারী রয়েছে যে বলতে থাকে: হে মানুষ! তোমরা সবাই সঠিক পথের উপর উঠ, বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আবার একজন আহ্বানকারী রয়েছে (সে সঠিক) পথের উপরে, যখনই কোনো মানুষ এ (খারাপ) দরজাসমূহ থেকে কোনো দরজা খোলার ইচ্ছা করে, তখন সে বলে তোমার অকল্যাণ হোক তুমি দরজা খুলো না। যদি তুমি খোল তাহলে তুমি

বিপদে পড়বে। মনে রাখবে এখানে সীরাত হল, ইসলাম, আর প্রাচীর দুটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা, আর খোলা দরজাসমূহ হল, আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। সীরাতের মাথার উপর অবস্থিত দা'ঈ (আহ্বানকারী) হল, আল্লাহর কিতাব। আর সীরাতের উপর থেকে আহ্বানকারী হল, প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে উপদেশদাতা।"[229]

সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলা এবং গোমরাহি হতে বেচে থাকা কিভাবে সহজ হয়, তার আলোচনা

প্রশ্ন: সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলা এবং গোমরাহি হতে বেচে থাকা যা দ্বারা সহজ হয়, তা কী?

উত্তর: কুরআন ও হাদিসকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরা, পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও কুরআন ও হাদিসের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকা দ্বারা এটি সহজ হয়। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এটি হাসিল হয় না। কুরআন ও হাদিসের অনুকরণ দ্বারাই খালেস তাওহীদের উপর থাকা যাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণ-অনুসরণ করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা

---

[229] মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮২, ১৮৩; তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৫৯; মুসস্তাদরাকে হাকিম, ১/৩৭। হাদীসটি সহীহ।

বলেন,

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩ ﴾ [النساء: ٦٩]

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।" [সূরা নিসা, আয়াত: ৬৯]

আয়াতে যাদের কথা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলেন, ঐ সব লোক যাদের আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন। সূরা ফাতেহাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকেই সীরাতে মুস্তাকীমের সম্বোধন করে বলেন,

﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]

"আমাদেরকে সরল পথ দেখান। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয় তাদের পথ, যাদের উপর

আপনি অনুগ্রহ করেছেন।” [সূরা ফাতেহা, আয়াত: ৬, ৭]

সীরাতে মুস্তাকীমের দিকে হেদায়েত দেয়া ও গোমারাহী থেকে রক্ষা করা হতে বড় নেয়ামত আল্লাহর জন্য বান্দার উপর আর কিছুই হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর রেখে যান। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»

“আমি তোমাদের সুস্পষ্ট শুভ্র প্রমাণর উপর রেখে গেলাম। এর রাত তার দিনের মত, আমার পরে একমাত্র হতভাগা ছাড়া কেউ এ দ্বীন থেকে বিচ্যুত হবে না”[230]।

বিদ‘আত

প্রশ্ন: সুন্নাতের বিপরীত কী?

---

[230] মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৩। সহীহ সনদে। তবে المحجة শব্দটি কোনো হাদীস গ্রন্থেই নেই। সম্ভবত: শব্দটি প্রক্ষিপ্ত। [সম্পাদক]

উত্তর: সুন্নাতের বিপরীত হচ্ছে, নব আবিষ্কৃত বিদ‘আত। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যে সব বিধান প্রবর্তন করার অনুমতি দেন নি তা প্রবর্তন করা। এটাকে উদ্দেশ্য করেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »

“যে ব্যক্তি আমাদের এ শরিয়তের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে, যা শরিয়তের বিধান নয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।”[231]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور،فإن كل محدثة ضلالة »

“তোমরা আমার পর আমার সুন্নাত, হেদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর। তোমরা তাকে খুব মজবুত করে ধর এবং তার উপর তোমরা তোমাদের মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর। আর তোমরা তোমাদেরকে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করা হতে বিরত রাখ। কারণ, সব নতুন প্রবর্তন

[231] বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

গোমরাহি।”[232]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি যে, সংঘটিত হবে তার প্রতি ইশারা করেন এ কথা দ্বারা তিনি বলেন,

«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»

“আর আমার উম্মত তিয়াত্তর ভাগে বিভক্ত হবে, একদল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে”। তারপর তিনি তা নির্ধারণ করেন এ বলে,

« هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»

“তারা হল, যারা আমার পথ-মত ও আমার সাহাবীদের পথ-

[232] হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও কম-বেশ করা আছে। যেমন, মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৬, ১২৭; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৭৬; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২; মুস্তাদরাকে হাকিম, ১/৯৫, ৯৬, ৯৭; ইবন আবি আসেম, ৩১, ৫৪।

মতের উপর থাকবে তারা”[233]।

আল্লাহ তা‘আলা যারা বিদআতি তাদের থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায় মুক্তি ঘোষণা করে বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ۝١٥٩ ﴾ [الانعام: ١٥٩]

“নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট।” [সূরা আন‘আম, আয়াত: ১৫৯] আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

দ্বীনের ক্ষতি দিক বিবেচনায় বিদ‘আতের প্রকারভেদ

প্রশ্ন: দ্বীনের ক্ষতি দিক বিবেচনায় বিদ‘আত কত প্রকার?

উত্তর: দুই প্রকার: এক- বিদ‘আতে মুকাফ্ফেরা যা একজন

---

[233] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৪০, ২৬৪১; মুস্তাদরাকে হাকিম ১/১২৮, ১২৯; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৯৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৯১। হাদীসটির সনদ হাসান, যদিও হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহী।

মানুষকে কাফের বানিয়ে দেয়। দুই- পূর্বেরটার চেয়ে ছোট, যা একজন মানুষকে কাফের বানিয়ে দেয় না।

বিদ‘আতে মুকাফ্‌ফেরা

প্রশ্ন: বিদ‘আতে মুকাফ্‌ফেরা কী?

উত্তর: বিদ‘আতে মুকাফ্‌ফেরা অনেক। তার মাপকাঠি হচ্ছে, শরী‘আতের কোনো বিধান যার উপর উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে এবং দ্বীনের বিধান হিসেবে আবশ্যকীয় বলে জানা গেছে তা অস্বীকার করা। কারণ, এ হল, আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহ তা‘আলা তার রাসূলদের দুনিয়াতে যে বিধান বা শরিয়ত নিয়ে পাঠিয়েছেন তা অস্বীকার করা। যেমন, জাহমীয়াদের বিদ‘আত হল, আল্লাহর সিফাত বা গুণসমূহকে অস্বীকার করা, কুরআনকে সৃষ্ট বলা, অথবা আল্লাহর গুণগুলোর কোনো গুণকে সৃষ্ট বলা এবং আল্লাহ তা‘আলা ইব্রাহীম আলাইহিসসালামকে খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানিয়েছেন এ কথা অস্বীকার করা, মূসা আলাইহিসসালামের সাথে কথা বলাকে অস্বীকার করা ইত্যাদি। আর কাদরীয়াদের বিদ‘আতের দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহ তা‘আলার ইলম, ফায়সালা, তাকদীর ও কর্মকে অস্বীকার করা। আর মুজাসসিমাদের বিদ‘আত হল, তারা আল্লাহ

তা‘আলাকে মানুষের সাথে তুলনা করে। ইত্যাদি যে সমস্ত প্রবৃত্তির অনুসারীদের বিদ‘আত।

এ সব বিদআতি সম্প্রদায়ের লোকদের কারও কারও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের উদ্দেশ্য হল, দ্বীনের মূলনীতি তছনছ করা এবং দ্বীনের মধ্যে সন্দেহ সংশয় আবিষ্কার করা। তারা নিঃসন্দেহে অকাট্যভাবে কাফের। বরং তারা দ্বীনের থেকে বাইরে, দ্বীনের অনেক বড় দুশমন। আবার তাদের মধ্যে কতক লোক আছে যারা ধোঁকায় নিমজ্জিত। দ্বীন তাদের কাছে অস্পষ্ট। তাদের একমাত্র তখনই কাফের বলা যাবে যখন তাদের উপর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং তা মানতে বাধ্য করা যাবে।

বিদ‘আতে গাইরে মুকাফ্ফেরা

প্রশ্ন: বিদ‘আতে গাইরে মুকাফফেরা কী?

উত্তর: বিদ‘আতে গাইরে মুকাফফেরা হলো, যে বিদ‘আতের কারণে আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে না এবং আল্লাহ তা‘আলা যে বিধান নিয়ে নবী রাসূলদের প্রেরণ করেছেন তার কোনো একটি বিধানকে অস্বীকার করা হয় না। যেমন বনী মারওয়ানের প্রবর্তিত বিভিন্ন বিদ‘আত, বড় বড়

সাহাবীগণ যেগুলোর বিরোধিতা করেছিলেন। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দেন নি এবং তাদের কাফেরও ঘোষণা করেন নি। তারপর তারা তাদের বাইয়াত থেকেও বের হয়ে যান নি। তাদের বিদ‘আত হল, তারা কোন কোন সালাতকে শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করত, ঈদের সালাতের পূর্বে খুতবা দিত, জুমা ও অন্যান্য খুতবা বসে প্রদান বসত এবং তারা কতেক বড় বড় সাহাবীকে মসজিদের মিম্বারে বসে গালি দিত, ইত্যাদি। এগুলো তারা এ জন্য করত না যে, তারা এসবকে বিশ্বাস করত। বরং তারা এগুলো করত, এক প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রবৃত্তির চাহিদা ও দুনিয়াবি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে।

সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে বিদ‘আতের প্রকারসমূহ

প্রশ্ন: সংঘটিত হওয়ার দিক বিবেচনায় বিদ‘আত কত প্রকার?

উত্তর: সংঘটিত হওয়ার দিক বিবেচনায় বিদ‘আত দুই প্রকার। এক: ইবাদতের মধ্যে বিদ‘আত দুই: মু‘আমালাতের ক্ষেত্রে বিদ‘আত।

ইবাদতের মধ্যে বিদ‘আত

প্রশ্ন: ইবাদতের মধ্যে বিদ‘আত কত প্রকার?

উত্তর: দুই প্রকার:

এক: যে সব ইবাদত করার নির্দেশ আল্লাহ তা‘আলা দেয়নি সে সব ইবাদত করা। যেমন কতক মূর্খ সূফীরা বিভিন্ন ধরনের খেলার যন্ত্র, বাদ্য যন্ত্র, ডোল, তবলা ইত্যাদি দ্বারা খেল তামাশা করে থাকে এবং এ সবকে ইবাদত বলে চালিয়ে দেয়। বাস্তবে তারা তাদের মত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمۡ عِندَ ٱلۡبَيۡتِ إِلَّا مُكَآءٗ وَتَصۡدِيَةٗۚ ٣٥﴾ [الانفال: ٣٥]

“আর কা‘বার নিকট তাদের সালাত শিষ ও হাত-তালি ছাড়া কিছু নয়” [সূরা আনফাল, আয়াত: ৩৫]

দুই: এমন ইবাদত করা যার মূল অস্তিত্ব আছে। কিন্তু তাকে যেখানে রাখা দরকার সেখানে না রেখে অন্য পাত্রে রাখা হয়েছে। যেমন, ইহরাম অবস্থায় মাথা খুলে রাখা ইবাদত। এখন একজন গাইরে মুহরিম ব্যক্তি যদি সালাতে বা সাওমে ইবাদত মনে করে মাথা খোলা রাখে তবে এটি হবে বিদ‘আত ও হারাম। অনুরূপভাবে যে সব ইবাদত করা শরী‘আতসম্মত তাকে শরী‘আত অসমর্থিতভাবে করা। যেমন, নফল সালাতকে নিষিদ্ধ

সময়ের মধ্যে আদায় করা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা, দুই ঈদের দিন রোযা রাখা ইত্যাদি।

যে ইবাদতের সাথে বিদ‘আত সংঘটিত হয়, সে বিদ‘আতের অবস্থা

প্রশ্ন: যে ইবাদতের সাথে বিদ‘আত সংঘটিত হয়, সে বিদ‘আতের অবস্থা কী?

উত্তর: তার দুটি অবস্থা। এক: বিদ‘আত পুরো ইবাদতকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়। যেমন, কোন ব্যক্তি ফজরের সালাতে এক রাকাত সালাত বাড়িয়ে তিন রাকাত সালাত আদায় করল অথবা মাগরিবের সালাতে এক রাকাত বাড়িয়ে চার রাকাত সালাত আদায় করল ইত্যাদি। অথবা চার রাকাত সালাতকে কমিয় দুই বা তিন রাকাত সালাত আদায় করল।

দুই: শুধু বিদ‘আত বাতিল হয়ে যাবে, আর যে আমলে বিদ‘আত পাওয়া যায় সে আমল ঠিক থাকবে। যেমন কোন ব্যক্তি ওজুর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়াতে তিন বারের বেশি ধৌত করল। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অজু ভঙ্গ হবে বা নষ্ট হবে এমন কোন কথা বলেন নি। বরং তিনি বলেন,

« فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم »

“যে ব্যক্তি এর উপর বাড়াবে তাহলে ভুল করবে, বাড়াবাড়ি করবে এবং অন্যায় করবে।”[234]

মু‘আমালাতের মধ্যে বিদ‘আত

প্রশ্ন: লেন-দেন ও মু‘আমালাতের মধ্যে বিদ‘আত কী?

উত্তর: লেন-দেনের মধ্যে বিদ‘আত হলো, আল্লাহ তা‘আলা তার কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সুন্নাতের মধ্যে যে সব শর্ত আরোপ করেন নি সে সব শর্তারোপ করা। যেমন, যে দাস আযাদ করে নি তার জন্য অভিভাকত্বের শর্ত দেয়া। যেমন, বারীরা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘটনার মধ্যে তার পরিবার পরিজন যখন তার ‘অভিভাকত্ব’ শর্ত দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে খুতবা দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তার শুকরিয়া আদায় করেন। অত:পর তিনি বললেন,

«أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط

---

[234] নাসায়ী, ১/৮৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২২; বাইহাকী, ১/৭৯।

ليس في كتاب الله فهو باطل ،وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق»

“মানুষের কি হয়েছে, তারা তাদের মু‘আমালাতে এমন কতক শর্ত আরোপ করেন, যে শর্তগুলো আল্লাহ কিতাবে শর্ত বলে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। আল্লাহর কিতাবে শর্ত হিসেবে থাকবে না, এমন যে কোনো শর্ত অবশ্যই বাতিল। যদিও সেগুলো একশ শর্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালাই মেনে নেয়ার অধিক হকদার, এবং আল্লাহর দেয়া শর্তই অধিক শক্তিশালী। তোমাদের মধ্যে কতক মানুষের কি হল? তাদের কেউ কেউ বলে, হে অমুক! তুমি তাকে আযাদ কর আর তার ‘ওয়ালা’ বা স্বাধীনতার জন্য প্রাপ্ত অভিভাকত্ব আমার। অথচ অভিভাবত্ব তো তার যে দাসকে স্বাধীন করে দেয়।”[235] অনুরূপভাবে যে সব শর্ত কোন হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে এ ধরনের সব শর্তই মু‘আমাতের বিদ‘আত হিসেবে ধর্তব্য হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তার পরিবার পরিজনের বিষয়ে আমাদের করণীয়

---

[235] বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬, ১৪৯৩, ২১৫৫; মুসলিম, হাদীস নং ১৫০৪।

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী ও তার পরিবার পরিজনের বিষয়ে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর: তাদের বিষয়ে আমাদের করণীয় হল, আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোনো প্রকার হিংসা বিদ্বেষ না থাকা এবং তাদের বিষয়ে কোনো প্রকার মন্তব্য করা হতে আমাদের জবানের হেফাজত করা। তাদের শ্রেষ্ঠত্বগুলো তুলে ধরা, তাদের দোষত্রুটি থেকে বিরত থাকা। তাদের মধ্যে যে সব ইখতেলাফ ও মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো প্রকার মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। তাদের মান-মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করা। যেমন আল্লাহ তাদের আলোচনাকে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল ও কুরআনে করেছেন। আর বিখ্যাত মৌলিক হাদীসগ্রন্থসমূহে তাদের সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ সাব্যস্ত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩ ﴾ [الفتح:

[الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীল তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقّٗاۚ لَّهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٧٤ ﴾ [الانفال: ٧٤]

“আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।” [সূরা আনফাল, আয়াত: ৭৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠ ﴾ [التوبة: ١٠٠]

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ১০০] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ ١١٧ ﴾ [التوبة: ١١٧]

“অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ১১৭] আয়াতের শেষ পর্যন্ত। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ۝٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ﴾ [الحشر: ٨، ٩].

“এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেণ। এরাই তো সত্যবাদী। আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালবাসে। আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য

এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়।” [সূরা হাশর, আয়াত: ৯, ৮] আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এরূপ আরও অনেক প্রমাণাদি রয়েছে।

আমরা এ কথা জানি ও সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ তা‘আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সম্পর্কে জেনে এ ঘোষণা দিয়েছেন যে,

«اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»

“তোমরা যা চাও করতে পার, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম”[236]। আর তারা ছিলেন, তিনশতের উপর বেজোড় সংখ্যক।

আর এটাও আমরা বিশ্বাস করি যে,

«لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»

“যারাই (হুদায়বিয়ার) গাছের নীচে রাসূলের হাতে বাই‘আত

---

[236] বুখারী, হাদীস নং ৩০০৭, ৩০৮১, ৩৯৮৩; মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯৪।

নিয়েছিলেন, তারা কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।”[237] বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; আর তাঁরা ছিলেন, এক হাজার চারশত মতান্তরে পাঁচশত জন। তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ ١٨ ﴾ [الفتح: ١٨]

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই‘আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন,” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮]

আরও সাক্ষ্য দেই যে, সাহাবীগণ হলেন সর্ব উত্তম উম্মতের সর্ব শ্রেষ্ঠ মাখলুক। তাদের পর কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তাতেও কেউ তাদের এক মুদ পরিমাণ সদকা করার সমান বা তার অর্ধেক সদকা করার সওয়াবের অনুরূপ হতে পারবে না।

---

237 মুসলিম, ২৪৯৬ (ভিন্ন শব্দে) আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৫৩; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮৬০।

তবে আমাদের এ কথা বিশ্বাস করতে হবে, তারা নিষ্পাপ নয়; তাদের থেকে ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তবে তারা সবাই মুজতাহিদ। তাদের মধ্যে যদি কেউ সঠিক করে, তাহলে তার জন্য দুটি সাওয়াব, আর যদি ভুল করে তাহলে তার জন্য একটি সাওয়াব অবশ্যই রয়েছে। আর তার ভুলও ক্ষমাকৃত। তাদের অনেক ফযিলত, মর্যাদা ও সৎ কর্ম রয়েছে, যা তাদের ভুল ত্রুটিকে দূরীভূত করে। যেমনি ভাবে সামান্য নাপাকী সমুদ্রের পানি নাপাক করতে পারে না, অনুরূপভাবে তাদের সামান্য ভুল তাদের কোন প্রকার কলুষিত করতে পারে না। তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তিনি তাদেরকে সন্তুষ্টও করেছেন।

একই কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সম্পর্কে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার পরিজন সম্পর্কে, যাদের থেকে আল্লাহ তা'আলা অপবিত্রতাকে দূর করেছেন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করেছেন।

আর আমরা সম্পর্কচ্যুতি ঘোষণা করি তাদের সাথে, যাদের অন্তরে বা মুখে সাহাবায়ে কিরাম, তাঁর পরিবার-পরিজন কিংবা তাদের কারও প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ বা খারাপ কিছু সংঘটিত হয়। আর আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়তকে পালন করার নিমিত্তে তাদের

সাথে বন্ধুত্ব, মহব্বত এবং তাদের থেকে প্রতিহত করার উপর আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষ্য বানাচ্ছি। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تسبوا أصحابي»

“তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না”[238]। আরও বলেন,

«الله الله في أصحابي»

“আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর।”[239] আরও বলেন,

«إني تارك فيكم ثقلين ،أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي »

“আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এক- আল্লাহর কিতাব, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধর এবং তা ধরে রাখ। তারপর তিনি বললেন, আর আমার আহলে বাইত। আমি

---

[238] বুখারী, হাদীস নং ৩৬৭৩; মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪০।

[239] মুসনাদে আহমাদ ৫/৫৪, ৫৭; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮৬২। তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল।

তোমাদেরকে আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।”[240] হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে সর্ব উত্তম সাহাবী

প্রশ্ন: সামগ্রিকভাবে সর্বোত্তম সাহাবি কে?

উত্তর: সর্বোত্তম সাহাবী হল, মুহাজির থেকে যারা প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন, তারপর আনছারীগণ থেকে যারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর বদরী সাহাবীগণ, তারপর উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, তারপর বাই‘আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, তারপর যারা তাদের পরে ইসলামগ্রহণ করেছেন তেমন সাহাবীগণ। তারপর

﴿مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ [الحديد: ١٠]

“যারা ফতহে মক্কার পূর্বে আল্লাহর রাহে ব্যয় করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন, তাদের মর্যাদা অনেক বড় তাদের থেকে, যারা

---

[240] মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৮।

পরবর্তীতে আল্লাহ রাহে খরচ করছে এবং যুদ্ধ করছে তাদের থেকে। আর প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর ওয়াদা দিয়েছেন"।

এককভাবে সর্বোত্তম সাহাবী কে?

উত্তর: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ،ثم عمر ،ثم عثمان ،ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সমকক্ষ কাউকে মনে করতাম না। তারপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তারপর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তারপর আমরা সাহাবীদের সমানভাবে ছেড়ে দিতাম। কাউকে কারো উপর ফযিলত দিতাম না।"[241]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে সওর গিরি গুহায় বলেন,

« ما ظنك باثنين الله ثالثهما »

[241] বুখারী, হাদীস নং ৩৬৫৫, ৩৬৯৭।

“এমন দুইজন সম্পর্কে আপনার ধারণা কি, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ।”[242] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي »

“আমি যদি আমার উম্মতের কাউকে ‘খলীল’ তথা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমার বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। তবে সে আমার ভাই ও আমার সাথী।”[243] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت ،وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لي صاحبي مرتين »

“আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করলেন, আর তোমরা বললে, তুমি মিথ্যা বলছ, আর আবু বকর বলল, আপনি সত্য বলছেন। তিনি তার জান ও মাল দিয়ে আমার সহযোগিতা

---

[242] বুখারী, হাদীস নং ৩৬৫৩, ৩৯২২।

[243] বুখারী, হাদীস নং ৩৬৫৬।

করলেন। তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ছেড়ে দেবে” (কথাটি তিনি বললেন) দু’বার।[244] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك »

“হে ওমর ইবনুল খাত্তাব, আমি শপথ করে বলছি, সে সত্তার যার হাতে আমার জান, শয়তান তোমার চলার পথে চলতে দেখলে সে কখনোই সে পথে হাটে না, সে আরেকটি পথ অবলম্বন করে যে পথে তুমি থাকবে না।[245]” রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« لقد كان فيما قبلكم محدثون ،فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر »

“তোমাদের পূর্বের উম্মতদের মধ্যে সঠিক তথ্যের প্রাগ-বক্তা ছিল, আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে তবে তিনি হচ্ছেন ওমর।”[246] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েনা ও

---

[244] বুখারী, হাদীস নং ৩৬৬১, ৪৬৪০।

[245] বুখারী, হাদীস নং ৩২৯৪।

[246] বুখারী, হাদীস নং ৩৬৬৯, ৩৬৮৯।

গাভীর কথা বলা সম্পর্কে বলেন,

« فإني أومن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم »

“আমি তার প্রতি ঈমান আনি এবং আবু বকর ও ওমর তারা দু’জনও ঈমান আনয়ন করে।”[247] অথচ তারা দু’ জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

বাই‘আতুর রিদওয়ানের ঘটনায় যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান দিয়ে বললেন,

« بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان »

“এটি ওসমান এর হাত, তারপর সে হাতটি তার হাতের উপর আঘাত করলেন এবং বললেন এটি ওসমানের জন্য।”[248] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان »

---

[247] বুখারী, হাদীস নং ২৩২৪, ৩৪৭১।

[248] বুখারী, হাদীস নং ৩৬৯৮, ৪০৬৬।

“যে ব্যক্তি রওমা কুপ খনন করে দেবে তার জন্য জান্নাত।” তারপর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সে কুপটি খনন করে দিলেন[249]। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان»

“যে ব্যক্তি সঙ্কটাপন্ন সৈন্যদল (তাবুকের যুদ্ধের সেনাদল)কে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করবে, তার জন্য জান্নাত।”[250] ওসমান তাদের প্রস্তুত করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে আরও বলেন,

« ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة »

“আমি কি এমন ব্যক্তি থেকে লজ্জা করবে না যার থেকে ফেরেশতারা লজ্জা করে?”[251]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন,

---

[249] বুখারী, হাদীস নং ২৭৭৮।

[250] বুখারী, হাদীস নং ২৭৭৮।

[251] মুসলিম, হাদীস নং ২৪০১।

« أنت مني وأنا منك»

“তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার থেকে।”

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে খবর দেন যে,

«أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله »

“তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলকে মহব্বত করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূল তাকে মহব্বত করে।”[252] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«من كنت مولاه فعلي مولاه »

“আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক।”[253] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي »

---

[252] বুখারী, হাদীস নং ২৯৭৫, ৩০০৯।

[253] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৩১।

"তুমি কি খুশি নও যে, তুমি আমার সাথে তেমন, মূসার সাথে হারূন যেমন। তবে মনে রাখবে আমার পরে আর কোন নবী হবে না।"[254]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« عشرة في الجنة النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، قال سعيد بن زيد ولو شئت لسمعت العاشر يعني نفسه رضي الله عنهم أجمعين »

"দশজন সাহাবী জান্নাতে যাবে। নবী জান্নাতে যাবে, আবু বকর জান্নাতি ওমর জান্নাতি, ওসমান জান্নাতি, আলী জান্নাতি, তালহা জান্নাতি, যুবাইর ইবনুল আওয়াম জান্নাতি, সা'আদ ইব্ন মালিক জান্নাতি, আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ জান্নাতি, সাঈদ ইব্ন যায়েদ বলেন, আর যদি তুমি দশম ব্যক্তি নাম শুনতে চাও তাহলে শুনতে পাবে। এ বলে তিনি তার নিজের কথাই বুঝাতে চান।"[255] আল্লাহ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হোন।

---

[254] বুখারী, হাদীস নং ৩৭০৬, ৪৪১৬।

[255] আবু দাউদ, ৪৬৪৯; তিরমিযী, ৩৭৫৭; ইবন মাজাহ, ১৩৪।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل ،وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ،ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح »

"আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু ব্যক্তি আবু বকর, আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর ব্যক্তি ওমর, আর সত্যিকার লজ্জাবান ব্যক্তি ওসমান, হারাম হালাল সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি মু'আয ইব্ন জাবাল, আর আল্লাহর কিতাবকে অধিক সুন্দর করে পড়তে সক্ষম হচ্ছে উবাই, আর ইলমে ফরায়েয সম্পর্কে অধিক জানে যায়েদ ইব্ন সাবেত। আর প্রতিটি উম্মতের জন্য একজন আমানতদার আছে, এ উম্মতের আমানতদার ব্যক্তি হলো, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ।"[256]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন সম্পর্কে বলেন,

---

[256] মুসনাদে আহমাদ ৩/১৮৪, ২৮১, তিরমিযী, ৩৭৯০, ৩৭৯১; ইবন মাজাহ, ১৫৪।

« أنهما سيدا شباب أهل الجنة»

“তারা দু’জন জান্নাতে যুবকদের নেতা”[257]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও জানিয়েছেন যে,

«وأنهما ريحانتاه »

“তারা দু’জন হচ্ছেন রাসূলের সুগন্ধি”[258]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« اللَّهُمَّ إني أحبهما فأحبهما »

“হে আল্লাহ, আমি তাদের দুইজনকে মহব্বত করি তুমিও তাদেরকে মহব্বত কর।”[259]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান সম্পর্কে বলেন,

---

[257] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৬৮।

[258] বুখারী, হাদীস নং ৩৭৫৩, ৫৯৯৪।

[259] বুখারী, হাদীস নং ৩৭৪৭।

« إن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »

"নিশ্চয় এ হচ্ছে সরদার বা নেতা। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের দুটি বড় দলের মাঝখানে এ লোক দ্বারা সমঝোতা করাবেন।"[260] পরবর্তীতে ঠিক তেমনই ঘটেছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাতা ফাতিমা সম্পর্কে বলেন,

« إنها سيدة نساء أهل الجنة »

"তিনি জান্নাতি নারীদের সরদার"[261]।

এছাড়াও অনেক সাহাবীর ফযিলত সামগ্রিকভাবে ও এককভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু একটি মনে রাখতে হবে, একজন সাহাবীর জন্য কোনো ফযিলত প্রমাণ হওয়া দ্বারা এ কথা জরুরি নয় যে সে অন্যদের তুলনায় সার্বিকভাবে উত্তম বা তার মর্যাদা বেশি। তবে একমাত্র চার খলিফা। তাদের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথম তিন জন সম্পর্কে প্রমাণ পূর্বোক্ত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমরের হাদিস।

---

[260] বুখারী, হাদীস নং ২৭৭৪।

[261] বুখারী, হাদীস নং ৩৬২৪, ৬২৮৬।

আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা যে, তিন জনের পর জমিনের বুকে তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর খেলাফতের সময়

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর খেলাফতের সময় কত?

উত্তর: আবু দাউদ ও অন্যান্য কিতাবে সাঈদ ইবনে জামহান থেকে তিনি সফিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء »

“নবুওয়তী খেলাফত ত্রিশ বছর। তারপর আল্লাহ তা‘আলা যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব প্রদান করবেন।”[262]

[262] মুসনাদে আহমাদ ৫/২২০, ২২১; আবু দাউদ ৪৬৪৬, ৪৬৪৭; তিরমিযী, হাদীস নং ২২২৬।

এ ত্রিশ বছর ছিল, আবু বকর ওমর ওসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের যুগ। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই বছর তিন মাস, আর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দশ বছর ছয় মাস ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বারো বছর, আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু চার বছর নয় মাস। হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে বাইয়াত করার পর আরও ছয় মাস যোগ করলে ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়।

আর ইসলামের মধ্যে সর্ব প্রথম বাদশাহ হচ্ছেন, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি তাদের মধ্যে সর্ব উত্তম এবং সর্বচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তারপর ওমর ইব্‌ন আব্দুল আজীজের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত হানাহানিকারী বাদশাহদের শাসন চলতে থাকে। তারপর ওমর ইব্‌ন আব্দুল আজীজকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত পঞ্চম খলীফা বলে আখ্যায়িত করেন, কারণ, তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

চার জন খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের উপর দলীল

প্রশ্ন: চার জন খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের উপর সংক্ষিপ্ত দলীল কী?

উত্তর: এর উপর দলীল অসংখ্য অগণিত। তার মধ্যে একটি দলীল হল, তাদের খেলাফতের সময় ত্রিশ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। এটি হল, তাদের শাসনকর্তৃত্বের যুগ। আরেকটি প্রমাণ, তাদের ফজিলত অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় বেশি হওয়ার হাদিসসমূহ, এবং তাদের খিলাফতের ক্রম অনুসারে তাদের মর্যাদা নির্ণীত হওয়া। আরেকটি দলীল আবু দাউদ ও অন্যান্যরা সামুরা ইব্ন জুনদব হতে হাদিস বর্ণনা করে বলেন,

أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها ،فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها ،فانتشطت وانتضح عليه منها شيء،

"একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমি দেখতে পেলাম একটি বালতি আসমান থেকে জমিনের দিকে ঝুলানো হল, তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আসল এবং তার এক পাশ দিয়ে ধরে তা থেকে সামান্য পান করল। তারপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আসল এবং তার এক পাশ দিয়ে ধরে তা থেকে সামান্য পান করল। তারপর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আসল এবং তার এক পাশ দিয়ে ধরে তা থেকে সামান্য পান করল। তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আসল এবং তার এক

পাশ দিয়ে ধরল, তখন তা নড় চড়া দিল এবং তা থেকে সামান্য কিছু তার গায়ে ছিটকে পড়ল।"[263]

আরেকটি শক্তিশালী প্রমাণ হল, যাদের ঐকমত্যকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তারা এ চার খলিফার খেলাফত বিষয়ে একমত। তাদের কারো খেলাফত বিষয়ে কোনো প্রকার কটুক্তি করা যাবে না। যে করবে সে অবশ্যই গোমরাহ বলে পরিগণিত হবে।

তিনজন খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের উপর সংক্ষিপ্ত দলীল

প্রশ্ন: তিনজন খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের উপর সামগ্রিক দলীল কী?

উত্তর: এর উপর অনেক দলীলই আছে। যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিস, তিনি বলেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم «من رأى منكم رؤيا»؟ فقال رجل أنا رأيت كان ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان

[263] মুসনাদে আহমাদ ৫/২১, আবু দাউদ ৪৬৩৭। তবে হাদীসের সনদ দুর্বল।

“একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কে কোন স্বপ্ন দেখেছে? তখন এক লোক বলল, আমি দেখলাম একটি পাল্লা আসমান থেকে নেমে আসল, তারপর এসে আপনাকে এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওজন করল, তখন আপনি আবু বকর থেকে ভারি হলেন, তারপর আবু বকর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ওজন করল তখন আবু বকর ওমর হতে ভারি হল, তারপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ওজন করল, তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসমান থেকে ভারি হল, তারপর মিযানটিকে তুলে নেয়া হল।”[264]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر »

“এক রাতে একজন নেককার লোক দেখতে পেল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে তারপর ওসমানকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর

[264] আবু দাউদ, ৪৬৩৪; তিরমিযী, ২২৭৮।

সাথে।”[265] হাদিস দুটি সুনানের কিতাবসমূহে বর্ণিত।

আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের উপর সংক্ষিপ্ত দলীল

প্রশ্ন: আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের উপর সংক্ষিপ্ত দলীল কী?

উত্তর: এর উপর অনেক দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে যা সহীহ হাদিসের কিতাবে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن »

“একদিন আমি ঘুমচ্ছিলাম, আমি নিজেকে একটি কুপের পাশে দেখলাম যে কুপের উপর একটি পাত্র ছিল। আমি তার থেকে নিলাম যা আল্লাহ আমাকে নিতে তাওফিক দিল। তারপর তা গ্রহণ

---

[265] আবু দাউদ, ৪৬৩৬। সনদটি দুর্বল।

করল ইবনে আবি কুহাফা সে তা থেকে এক বালতি বা দুই বালতি তুলে নিল। তবে তার উঠানোর মধ্যে দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তার দুর্বলতাকে ক্ষমা করুন। তারপর তা আরও বড় বালতি হয়ে গেল, তখন ইবনুল খাত্তাব সেটি নিল, তারপর আমি তার থেকে যোগ্য নেতৃত্বের লোক দেখি নি, তিনি এমনভাবে উঠাতে সক্ষম হলো যে, তিনি সকল মানুষকে সিক্ত করতে সমর্থ হন।”[266]

প্রশ্ন: আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফত ও তার অগ্রগণ্যতার উপর প্রমাণ কী?

উত্তর: আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফত ও তার অগ্রগণ্যতার উপর প্রমাণ অসংখ্য। তার মধ্যে কয়েকটি দলীল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর একটি দলীল বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত,

أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك - كأنها تقول الموت - قال صلى الله عليه وسلم : « إن لم تجديني فأتي أبا بكر »

“একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

[266] বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩৩, ৩৬৭৬, ৩৬৮২; মুসলিম, হাদীস নং ২৩৯৩।

দরবারে আসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলে মহিলাটি বলল, আমি যখন আবার আসব তখন যদি আপনাকে না পাই -তার উদ্দেশ্য ছিল যদি তিনি মারা যান-তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল, যদি তুমি আমাকে না পাও তাহলে তুমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকট আসবে।"[267] অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এসেছে, তিনি বলেন,

قال لي رسول الله ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ،ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি পিতা ও তোমার ভাইকে আমার নিকট ডাক, যাতে আমি তাদের জন্য একটি চিঠি লিখে দিই। কারণ, আমি আশঙ্কা করছি, কোনো আশা পোষণকারী আশা করবে, আর এক ব্যক্তি বলবে, আমি অধিক হকদার, অথচ একমাত্র আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ ও মুমিনরা প্রত্যাখ্যান করবে।[268]"

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার

---

[267] বুখারী, হাদীস নং ৩৬৫৯, ৭২২০, ৭৩৬০; মুসলিম, হাদীস নং ২৩৮৬।

[268] বুখারী, ৫৬৬৬, ৭৩১৭; মুসলিম, হাদীস নং ২৩৮৭।

অসুস্থতার সময় সালাতের ইমামতিতে আবু বকরকে প্রাধান্য দেন। আর আনসার ও মুহাজিরদের থেকে সমগ্র সাহাবী ও তাদের পরবর্তী সব সাহাবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন।

আবু বকর রা এর পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের প্রমাণ

প্রশ্ন: আবু বকর রা এর পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের প্রমাণ কী?

উত্তর: আবু বকর রা এর পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের প্রমাণ অসংখ্য। কিছু দলীল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটি প্রমাণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما »

“আমি জানিনা তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান আর কতদিন হবে। তোমরা আমার পরে যারা আছে তাদের অনুকরণ কর। এ কথা বলে তিনি আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দিকে

ইশারা করেন।”[269]

আরেকটি প্রমাণ হল, ফিতনার হাদিস যে ফিতনা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মত। হুযাইফা রা. উমরকে বললেন,

«أن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر قال عمر: إذا لا يغلق فكان الباب عمر وكسره قتله فلم يرفع بعده السيف بين الأمة، وقد أجمع الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما»

“তোমার মাঝে এবং তার মাঝে একটি বন্ধ দরজা আছে। দরজাটি খোলা হবে নাকি ভেঙ্গে দেয়া হবে? না বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে তা বন্ধ করা হবে না। এখানে দরজা হল, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আর দরজার ভাঙ্গন হল, তাকে হত্যা করা। তারপর থেকে আর উম্মতের উপর থেকে তলোয়ার উঠানো হয় নি।”[270]

তাছাড়া সমগ্র উম্মতে মুসলিমা এ কথার উপর একমত যে, আবু বকরের পর মুসলিম জাহানের খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[269] মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৮২; তিরমিযী, ৩৬৬২, ৩৬৬৩; ইবন মাজাহ, ৯৭।

[270] বুখারী, হাদীস নং ৫২৫, ১৪৩৫, ১৮৯৫; মুসলিম, হাদীস নং ১৪৪।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের পর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের প্রমাণ

প্রশ্ন: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের পর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের প্রমাণ কী?

উত্তর: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের পর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের প্রমাণ অসংখ্য। কিছু দলীল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছি। আরেকটি প্রমাণ কা‘আব ইব্ন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিস। তিনি বলেন,

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقر بها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« هذا يومئذ على الهدى » فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ،ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت هذا قال هذا رواه ابن ماجة، ورواه الترمذي عن مرة بن كعب ،وقال هذا حديث حسن صحيح

“একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ফিতনার কথা উল্লেখ করলেন এবং তিনি বললেন, ফিতনা অতি নিকটে এ কথার বলার সাথে সাথে এক ব্যক্তি মাথা নিচু করে

অতিক্রম করল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ লোকটি সেদিন হকের উপর থাকবে। এ কথা বলার সাথে সাথে আমি লাফ দিয়ে উঠলাম এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে নিয়ে আসলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম এ লোকটি কি সে লোক? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে লোক।”[271] হাদীসটি ইবনে মাজাহ উদ্ধৃত করেন, আরও উদ্ধৃত করেন তিরমিযী, মুররাহ ইবন কা‘আব থেকে। তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান সহীহ।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يقول ذلك ثلاث مرات » رواه ابن ماجة بإسناد صحيح والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن

---

[271] মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩৫, ২৩৬, ২৪২; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১১২।

بن عوف ثم الناس بعده.

"হে ওসমান! আল্লাহ তা'আলা যদি একদিন তোমাকে মানুষের উপর ক্ষমতা দান করে এবং মুনাফেকরা তোমাকে আল্লাহ তা'আলা যে কামিজ পরিধান করিয়েছে, তা খুলে ফেলতে চায় তাহলে তুমি তা খুলবে না।[272]" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ কথাটি তিনবার বললেন। হাদিসটি বিশুদ্ধ সনদে ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন। তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেন। ইবনে হাব্বান তার সহীহতে হাদিসটি উল্লেখ করেন। আর আহলে শূরা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের উপর ঐকমত্য পোষণ করেন। তারপর সমগ্র সাহাবীরা তার খেলাফতের উপর ঐকমত্য প্রদর্শন করেন। আর সর্ব প্রথম আব্দুর রহমান ইব্ন আওফের পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তারপর অন্যান্য লোকের তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

---

[272] মুসনাদে আহমাদ ৬/৭৫, ৮৬, ৮৭; তিরমিযী, ৩৭০৫; ইবন মাজাহ, ১১২।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের পর সত্যিকার খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

প্রশ্ন: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের পর সত্যিকার খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তর: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের পর সত্যিকার খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথার প্রমাণ অসংখ্য অগণিত। কতক দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আরেকটি দলীল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী, তিনি আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বলেন,

« ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ،ويدعونه إلى النار»

“আম্মারের জন্য দুঃসংবাদ! তাকে বিদ্রোহীরা হত্যা করবে। তাদেরকে সে জান্নাতের দিকে আহ্বান করবে, আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে।”[273] আম্মার ইব্ন ইয়াছের

[273] বুখারী, হাদীস নং ৪৪৭, ২৮১২; মুসলিম, হাদীস নং ২৯১৬।

রাদিয়াল্লাহু আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে ছিলেন। তাকে সিরিয়াবাসীরা হত্যা করে। তিনি তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দিকে আহ্বান করেন এবং ইমামের আনুগত্য করার প্রতি আহ্বান করেন। তিনি সত্যিকার ইমাম আলী ইব্ন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আনুগত্য করার প্রতি মানুষকে আহ্বান করে। হাদিসটি সহীহতে বর্ণিত।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان ،وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى .

“দ্বীন থেকে একটি নিকৃষ্ট দল বের হয়ে যাবে, তখন মুসলিমদের দু’টি দলের মধ্য থেকে হকের বিবেচনায় যে দল উত্তম তারা সেই বের হওয়া (খারেজী) দলটিকে হত্যা করবে।”[274] তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নাহরাওয়ানের দিন তাদের (খারেজীদের)কে হত্যা করেন। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা এ বিষয়ে একমত যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সেদিন হকের

[274] মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৪।

বেশি নিকটবর্তী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে রহমত করুন।

রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত দায়িত্বশীল, প্রশাসক ও শাসকদের প্রতি আমাদের করণীয়

প্রশ্ন: রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত দায়িত্বশীল, প্রশাসক ও শাসকদের প্রতি আমাদের করণীয় কী?

উত্তর: রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত দায়িত্বশীল, প্রশাসক ও শাসকদের প্রতি আমাদের করণীয়, তাদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, হকের নির্দেশ দিলে তা পালন করা, তাদেরকে হকের প্রতি উৎসাহ দেয়া, তাদেরকে কোমলতার সাথে হক স্মরণ করিয়ে দেয়া। তাদের পিছনে সালাত আদায় করা, তাদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের হাতে যাকাত প্রদান করা। তারা যদি কোন যুলুম করে তাতে ধৈর্য ধারণ করা, তাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নেয়া থেকে বিরত থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের থেকে স্পষ্ট কুফরি প্রকাশ না পায়। মিথ্যা প্রশংসা করে, তাদের ধোঁকায় না ফেলা এবং তাদের জন্য সংশোধন ও তাওফীকের দো'আ করা।

ক্ষমতাশীলদের আনুগত্য করা যে ওয়াজিব তার প্রমাণ

প্রশ্ন: ক্ষমতাশীলদের আনুগত্য করা যে ওয়াজিব তার প্রমাণ কী?

উত্তর: এ বিষয়ের উপর অনেক দলীল প্রমাণ আছে। যেমন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ۝٥٩ ﴾ [النساء: ٥٩]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের।” [সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد »

“তোমরা শোন এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কোন দাসকে প্রশাসক বানানো হয়”[275]। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من رأى من أميره شيئا يكرهه ؛فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية »

[275] বুখারী, হাদীস নং ৬৯৩, ৬৯৬, ৭১৪২।

“যদি কোনো ব্যক্তি তার আমীরকে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে, কারণ, যে ব্যক্তি মুসলিম জামা‘আত থেকে এক বিঘাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা গেল, তার মৃত্যু তো জাহেলী মৃত্যু হল”[276]।

উবাদাহ ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বাই‘আত গ্রহণ করার আহ্বান করেন, তারপর তার কাছে আমরা বাই‘আত নেই। তাতে তিনি আমাদেরকে যে বিষয়গুলোর উপর বাই‘আত নিয়েছেন তাতে ছিল,

على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ،وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

“তিনি আমাদের খুশি ও অখুশি, বিপদে ও স্বাভাবিক সর্বাবস্থায় শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর বাই‘আত নেন। আর আমরা যাতে দায়িত্বশীলদের বিরোধিত না করি তার উপর বাই‘আত নেন। তবে যদি তাদের থেকে স্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পায়, যার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট রয়েছে স্পষ্ট দলীল

[276] বুখারী, হাদীস নং ৭০৫৩, ৭০৫৪, ৭১৪৩।

তখন ভিন্ন কথা।”[277]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا »

“যদি তোমাদের উপর এমন এক দাসকেও আমীর বানানো হয়, যে কান কাটা, নিগ্রো, সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, তাহলে তোমরা তার আনুগত্য কর এবং তার কথা শোন।”[278]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ،فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »

“একজন মুসলিমের উপর কর্তব্য হল, যে সব তার পছন্দ বা অপছন্দ সব বিষয়ে শোনা ও আনুগত্য করা, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে

---

[277] বুখারী, হাদীস নং ৭০৫২।

[278] মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৮। মুসনাদে আহমাদ ৪/৭০।

অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয়া না হয়, যদি তাদের অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন কোনো শোনা বা আনুগত্য নেই”[279]।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إنما الطاعة في المعروف »

তিনি বলেন, আনুগত্য হবে ভালো কাজে।”[280]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع »

“যদি তোমাদের পিঠে আঘাত করে এবং তোমাদের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তারপরও তুমি শোন এবং আনুগত্য কর।”[281]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« من خلع يدا من طاعة الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في

---

[279] বুখারী, হাদীস নং ১৭২৪, ২৯৫৫; মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩৯।

[280] বুখারী, হাদীস নং ৪৩৪০, ৭২৫৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪০।

[281] মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪৭।

عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »

“যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য হতে বের হয়ে গেল, কেয়ামতের দিন তার পক্ষে কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার গলায় কোন বাই‘আত নেই, সে জাহেলী মৃত্যু বরণ করবে।”[282]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان»

“যে ব্যক্তি এ উম্মতের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায়, তাকে তোমরা তলোয়ার দ্বারা হত্যা কর, সে যে-ই হোক না কেন।”[283]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا »

“তোমাদের উপর কতক আমীর নিয়োগ করা হবে, যাদের কিছু

---

[282] মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫১।

[283] মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫২।

কর্মকে তোমরা ভালো জানবে আবার কতেক কর্মকে তোমরা অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি অপছন্দ করবে, সে দায়মুক্ত। আর যে প্রতিবাদ করবে সে, নিরাপদ। কিন্তু যে রাজি থাকবে এবং অনুকরণ করবে, সে ধরা পড়বে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত আদায় করে।”[284]

এ ছাড়াও আরও অনেক হাদিস রয়েছে। উপরে উল্লেখিত সব হাদিসই সহীহ গ্রন্থসমূহে রয়েছে।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা কাদের উপর ওয়াজিব এবং তার স্তরসমূহ

প্রশ্ন: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা কাদের উপর ওয়াজিব এবং তার স্তরসমূহ কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤ ﴾ [ال عمران: ١٠٤]

---

284 মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫৪।

“আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف الإيمان»

“যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় সংঘটিত হতে দেখে, সে যেন তা তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে, আর যদি হাত দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে যেন, সে তার জবান দ্বারা প্রতিহত করে। আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তার অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটি হল, ঈমানের সর্ব নিম্নস্তর।”[285]

এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদিস থেকে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যার প্রত্যেকটি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করে। যে ব্যক্তি

---

[285] মুসলিম, হাদীস নং ৪৯।

কোনো অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তার উপর করণীয় হল, অন্যায়কে প্রতিহত করা। তবে যদি অন্য কেউ এ কাজের দায়িত্ব পালন করে, তবে অন্যদের পক্ষ থেকেও তা আদায় হয়ে যায়। যে লোকের ক্ষমতা বেশি এবং জ্ঞান বেশি তার দায়িত্বও অন্যদের তুলনায় অধিক। গুনাহের কারণে যখন আল্লাহর পক্ষ হতে আযাব আসবে, তখন একমাত্র বাধা দানকারী ছাড়া আর কেউ মুক্তি পাবে না। এ বিষয়ে আমি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছি, যারা হক চায় তাদের জন্য তা যথেষ্ট।

আল্লাহর অলিদের কারামাত

প্রশ্ন: আল্লাহর অলিদের কারামাতের বিধান কী?

উত্তর: আল্লাহর অলিদের কারামাত সত্য। অর্থাৎ তাদের হাতে এমন অলৌকিক কর্ম-কাণ্ড প্রকাশ পাওয়া, এতে তাদের কোনো পরিশ্রম বা কারিগরি নেই এবং তা কোন চ্যালেঞ্জের মুখেও সংঘটিত নয়। আল্লাহ তা‘আলা তাদের হাতে অলৌকিক কর্ম-কাণ্ড সংঘটিত করে, এতে তাদের কোন চেষ্টা বা কর্ম থাকে না। যেমন, আসহাবে কাহাফের ঘটনা। পাথরের অধিবাসীদের ঘটনা, জুরাইজ পাদ্রীর ঘটনা। এ গুলো সবই তাদের নবীদের মু‘জিযা হিসেবে বিবেচিত হবে। এ কারণেই এ উম্মতের মধ্যে অনেক বেশি ও বড়

বড় কেরামত রয়েছে, এ উম্মতের নবীর মু'জিযাগুলো বড় ও মহান হওয়ার কারণে। যেমন, মুরতাদদের ফিতনা চলাকালীন সময়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কেরামত, মদিনা থেকে মসজিদের মিম্বার উপর উঠে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পক্ষ থেকে মুসলিম সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে আহ্বান। নীল নদের জন্য চিঠি লেখা এবং পানি প্রবাহিত হওয়া। রুম সম্রাটের সাথে যুদ্ধে আলা ইব্ন হাদরামী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমুদ্রের উপর দিয়ে অশ্ব পরিচালনা করা, আবু মুসলিম আল খাওলানীর আগুনের উপর সালাত আদায় করা, যে আগুন তার জন্য ভণ্ড নবুওয়তের দাবীদার আসওয়াদ আল-আনাছি জ্বালিয়েছিল। এ সব ঘটনা ছাড়াও আরও অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে, তার পর সাহাবীদের যুগে, তাবেয়ীনদের যুগে এবং তাদের পর যারা তাদের অনুসারী, তাদের যুগে সংঘটিত হয়েছিল। এ ছাড়াও আজ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যে সব কারামত সংঘটিত হবে সবই সত্য। এ গুলো সবই মূলত: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জিযা। কারণ, তারা নবীর অনুসারী হওয়ার কারণেই এ ধরনের কর্মকাণ্ড লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। যদি কোন অলৌকিক কাজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসারী ছাড়া অন্য কারো হাতে সংঘটিত হয়, তাহলে তা হবে

ফিতনা, ভেলকি, এটি কোনো কেরামত নয়। যার হাতে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হল, সে আল্লাহর বন্ধু নয়, সে শয়তানের বন্ধু।

আল্লাহর বন্ধুদের বর্ণনা

প্রশ্ন: আল্লাহর বন্ধু কারা?

উত্তর: আল্লাহর বন্ধু হল, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন, আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং আল্লাহর রাসূলের অনুকরণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ﴾ [يونس: ٦٢]

“শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২] তারপর তিনি তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ ﴾ [يونس: ٦٣]

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

“যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৭]

আরও বলেন,

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ٥٦ ﴾ [المائدة: ٥٥، ٥٦]

“আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৫, ৫৬]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون »

“অমুকের পিতার পরিবারের লোক আমার বন্ধু নয়, আমার বন্ধু হল, মুত্তাকীরা।”[286]

وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية

হাসান রহ. বলেন, এক সম্প্রদায় আল্লাহর মহব্বতের কথা বললে, আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেন এ আয়াত দ্বারা, তা হচ্ছে,

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾ [ال عمران: ٣١]

“যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তাহলে তোমরা আমার মহব্বত কর এবং তোমরা আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ তোমাদের মহব্বত করবেন।” [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৩১]

---

[286] মুসলিম, হাদীস নং ২১৫।

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم

ইমাম শাফে‘য়ী রহ. বলেন, যখন তুমি দেখ কোনো মানুষ পানির উপর হাটে এবং বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাকে তুমি বিশ্বাস করো না এবং তার কারণে ধোঁকায় পড়ো না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর রাসূলের অনুকরণ করে কিনা তা না জানবে।

যে জামা‘আতকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে তারা হকের উপর আছে তাদের বর্ণনা

প্রশ্ন: সে জামা‘আত কোনটি যাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে ইঙ্গিত করেছেন-

« لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم ،حتى يأتي أمر »

আমার উম্মতের একটি গোষ্ঠী সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যতক্ষণ না মহান আল্লাহর নির্দেশ না আসবে।

তারা কারা?

উত্তর: এরা হল, তিয়াত্তরটি দলের থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি। যাদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে আলাদা করেছেন, « كلها في النار إلا واحدة » “তারা সবাই জাহান্নামে যাবে, একমাত্র একটি ছাড়া”। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তারা হলেন,

« هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي »

“যারা বর্তমানে আমি এবং আমার সাহাবীরা যার উপর আছে, তার মত হবে”[287]।

আমরা আল্লাহ নিকট প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন, আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হেদায়েত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহকে গোমরাহ না করেন। আর আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহর আমাদের জন্য তার নিজের পক্ষ হতে রহমত দান করেন। তিনি অবশ্যই দানকারী।

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

---

[287] বুখারী, হাদীস নং ৩১১৬, ৩৬৪, ৩৬৪১; মুসলিম, হাদীস নং ১০৩৭।